শ্রীশচীন্দ্রনাথ ভঞ্জ

শর্ব্বাণী।

শর্ব্ববাণী।

সামাজিক রহস্য।

শ্রীকালীময় ঘটক প্রণীত।

কলিকাতা।

বনার্জি এণ্ড কোম্পানির দ্বারা প্রকাশিত।
ও
১৯৬ নম্বর বহু বাজার ষ্ট্রীট্,
কহিনুর যন্ত্রে
শ্রীমহেন্দ্র লাল পাত্র দ্বারা মুদ্রিত।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

ELF LISTED
Rare Book
NOT TO BE LENT OUT
B
891·443
G 5655 ô
NATIONAL LIBRARY
No... 15208
Date... 16.12.64
CALCUTTA

বিজ্ঞাপন।

আশ্বিন মাসের পর নদীতে একটানা পড়ে। ঐ এক টানায় অনেক প্রতিমার খড়বাঁধা কাটাম ভাসিয়া যায়। সেইরূপ, কালপ্রবাহের একটানা স্রোতে কত বাস্তব ঘটনার কঙ্কাল নিয়তই ভাসিয়া যাইতেছে। তাহারই দুই একটী কঙ্কাল ধরিয়া, তাহার উপর শোণিত মাংসের সমাবেশ পূর্ব্বক "শর্ব্বাণীপ্রতিমা" গঠিত হইয়াছে। তবে ইহাতে কোন সাহেব বীরের বীরত্ব নাই। ইহাতে সাহেব রাজনীতিবিদের "অলৌকিক" কৌশল নাই। ইহার অধ্যায়ে অধ্যায়ে ইংরাজী "কোর্টে-সন্" নাই। ইহাতে পাশ্চাত্য ভাব বিলাসিনীর পুরুষবৎ প্রাগল্‌ভ্য এবং স্বাতন্ত্র্য ও সাম্যবাদ মাখান প্রণয় নাই। ইহাতে আছে কেবল, দুইটী সেকেলে বাঙ্গালী জমিদারের কথা;—একটী দাঙ্গাবাজ বাঙ্গালী "ক্যাণ্ডেলের" কথা—একটী পাদ শিক্ষিতা স্বধর্ম্মাবলম্বিনী বাঙ্গালী রমণীর কথা। এরূপ একখানা আখ্যায়িকা পড়িতে কি পাঠকের রুচি হইবে?

কলিকাতা।
৯২ নং বহুবাজার ষ্টীট্।
শ্রীপঞ্চমী, ১৩ই মাঘ, ১২৯৬।

ছিন্নমস্তা-রচয়িতা
শ্রীকালীময় ঘটক।

শর্ব্বাণী।

প্রথম অধ্যায়।

সূতিকা।

কলিকাতা হইতে যে সকল রেল্‌গাড়ী পূর্ব্বাহ্নের মধ্যেই বর্দ্ধমান ষ্টেসনে উপস্থিত হয়, ১২৬৫ সালের মাঘ মাসে একদিন ঐ সকল গাড়ীতে অনেক যাত্রী বর্দ্ধমানে যাইতেছিল। বর্দ্ধমানের গোলাব্‌বাগ্, গোলোকধাঁধা, রাণীসায়র, কৃষ্ণসায়র ইত্যাদি চিরন্তন পর্ব্বাহ; তদ্ব্যতীত মাঘমাসে সরস্বতী পূজার বিশেষ সমৃদ্ধি। এইজন্য একখানি গাড়ী হইতে অসংখ্য আরোহী বর্দ্ধমানের ষ্টেসনে অবতরণ করিল। টিকিট্ বাবুকে টিকিট দিয়া বাহির হইতে লাগিল। একটী লোক টিকিট দিতে না পারিয়া ধৃত হইলেন। ভদ্র লোকের ন্যায় পরিচ্ছদ, একখানি উত্তম কাশ্মীরী জামিয়ার গায় আছে, কার্ত্তিকেয়ের ন্যায় রূপ, দেখিলেই শরীরটী দৃঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ বলিয়া বোধ হয়; দৃষ্টি, সাহসোৎসাহব্যঞ্জক ও তীব্র; কিন্তু নিতান্ত

রুক্ষ নহে। মুখ দেখিলে একটু চিন্তিতের ন্যায় বোধ হয়,—কিন্তু সে চিন্তা, টিকিট্ দিতে না পারিয়া ধরা পড়ার চিন্তা বলিয়া বোধ হয় না। ধৃত ব্যক্তি ষ্টেসনের বড় বাবুর নিকট নীত হইলেন।

আমাদিগকে যখন তখন এই বড় বাবুর আশ্রয় লইতে হয়, কাজেই এইস্থলে তাঁহার কিঞ্চিৎ পরিচয় না দেওয়া ভাল দেখায় না। বড় বাবুটীর "আঙ্গুল ফুলিয়া কলাগাছ",—জাতিতে ব্রাহ্মণ। পাছে লোকে বড় কুলীনের ছেলে না বলে, এইজন্য পিতার পরিচয়, কি নামটা পরিষ্কার রূপে লোকের নিকট প্রকাশ করেন না। বোধ হয়, মনের ভাব এইরূপ হইবে, যাহার পিতার ঠিকানা রহিল, সে আবার কিসের কুলীন? বালক কালে জননী ভিক্ষা করিয়া মানুষ করেন এবং প্রায় দুই তিন বৎসর ইংরাজী স্কুলে পড়াইয়া ছিলেন। সেই ছেলের আশী টাকা মাহিয়ানা হইয়াছে এবং মহাজনদিগের নিকট ঘুঁসে ও বেনামী কন্ট্রাক্টারের কার্য্যে মাসে আরও ত্রিশ চল্লিশ টাকা আয় আছে। বড় বাবু বেশ মুক্ত হস্ত;—সুরা ও তদানুষঙ্গিক ব্যাপারে দশ টাকা ব্যয়ও করিয়া থাকেন। কি চাকরিস্থানে, কি নিজ গ্রামে বাবুর সম্ভ্রমও যথেষ্ট। যত বড় বড় লোক ষ্টেসনে তাঁহার

ঘরে ধূমপান করিতে যান। বড় বাবু সর্ব্বদাই এই ভাব প্রকাশ করেন যে, তাঁহার সহিত আলাপ রাখা ও তাঁহার ঘরে ধূমপান করাই, তাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য, রেলগাড়ী চড়িয়া স্থানান্তর গমনাগমন আনুষঙ্গিক ঘটনা মাত্র। নিজ গ্রামেই কি বাবুর অল্প মান? পাঠকগণ হয়ত বলিলে বিশ্বাস করিবেন না;—আমরা বাবুর স্বমুখে কতবার শুনিয়াছি, নাকি হাকিম পর্য্যন্ত (মুন্সিপ্, দারোগা, পোষ্টমাষ্টার, পৌণ্ড্কিপার—ইত্যাদি) তাঁহার বাড়ি নিমন্ত্রণে গিয়া থাকেন। বাবু লোকের সঙ্গে কথোপকথন কালে মধ্যে মধ্যে আর একটা কথা প্রায়ই বলিয়া থাকেন;—কথাটা এই,—'আমি সজ্জান পুরুষ ধান্য'। বোধহয়, ঐটা "স্বনাম পুরুষোধন্যঃ" হইবে। যাহা হউক, এই বড় বাবুর প্রশ্নানুসারে ধৃত ব্যক্তি টিকিট ক্রয় না করার সন্তোষ জনক উত্তর দিতে পারিলেন না। সুতরাং রেলওয়ে-কোম্পানি-বঞ্চনা-কারী পথিক যমদূতাকৃতি পুলিস্-ম্যানের হস্তে অর্পিত হইলেন। যখন এই পথিককে ফৌজদারী কোর্টে লইয়া যায়, তখন বড় বাবু তাঁহাকে গম্ভীর ভাবে কিঞ্চিৎ উপদেশ প্রদান করিলেন। বলিলেন, "যার টিকিট ক্রয় করিবার পয়সা না যুটে, তার ভদ্র লোকের ন্যায় পোষাক করা উচিত নয়;

পাপ করিলেই শাস্তি হয়, এখন শ্রীঘরে গমন কর।" আমাদের পথিক নীরবে মস্তক অবনত করিয়া রহিলেন। যদি সেই সময়ে কাহার প্রখর দৃষ্টি পথিকের মুখের উপর পতিত হইয়া থাকে, তবে পথিকের অপাঙ্গ যে কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত হইয়াছিল, ওষ্ঠপ্রান্তে যে ঈষৎ হাস্যময়ী ছায়া পড়িয়াছিল, তখন পথিকের সে ভাব সেই প্রখর দৃষ্টিতে পড়ে নাই, তাহা কে বলিবে?

পথিক কোর্টে নীত হইলেন। একজন ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের হস্তে তাঁহার মোকদ্দমা সোপরদ্দ হইল। হাকিম জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার বাড়ী কোন্ জেলায়?

পথিক কহিলেন, 'নদীয়ায়।'

হাকিম। কোন্ গ্রাম?

পথিক। মেহেরপুর।

হা। কি কার্য্য কর?

প। জমিদারের নায়েবি।

হা। কোথাকার জমিদার?

প। কৃষ্ণপুরের।

হা। এখানে আসিয়াছ কেন?

প। বর্দ্ধমান দেখিতে।

হা। কোন্ ষ্টেসনে গাড়িতে উঠিয়া ছিলে?

প। হুগলি।

হা। তোমার নাম?

প। ভৈরব চন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

হা। টিকিট ক্রয় করিয়াছিলে কি?

প। না।

হা। তবে রেলওয়ে কোম্পানিকে বঞ্চনা করিয়াছ?

পথিক নীরব।

হা। তুমি কোন্ কোন্ রেল্‌ওয়ে কোম্পানিকে আর কতবার এইরূপে ফাঁকি দিয়াছ?

প। তাহা স্মরণ নাই।

আসামীকে 'বদ্‌মায়েস্' বলিয়া হাকিমের প্রতীতি হইল। কহিলেন, "এবার যে ফাঁকি দিয়াছ, তাহা বোধ হয়, স্মরণ আছে?"

পথিক নীরব। হাকিম পথিকের প্রতি এক মাস কারাদণ্ড বিধান করিলেন। এই সময়ে হঠাৎ ভৈরবের পকেট্ হইতে এক তাড়া ব্যাঙ্ক্ নোট্ বাহির হইল। ইহাতে হাকিম কিয়ৎক্ষণ কয়েদীর আকৃতি ও পরিচ্ছদের প্রতি চাহিয়া কহিলেন, "এ নোটগুলি কোথা পাইলে?"

কয়েদী কহিলেন, 'আমার লৌহ সিন্ধুকের মধ্যে।"
এবার বুঝি হাকিমের মস্তিষ্কে একটু উত্তাপ জন্মিল; কহিলেন, "চোরে পরের সম্পত্তি চুরি করিয়া ভাসাইয়া দেয় না, একটা স্থানে রাখিয়া থাকে, আমি তাহা জানি। এ নোট্‌গুলি তোমার, না পরের?"

ভৈরব কহিলেন, "আমার।"

হাকিম। তাহার প্রমাণ?

ভৈ। এই নোট্‌গুলির উপর স্বত্বাধিকার স্থাপনে অপরের ক্ষমতাভাব।

হা। সেই 'ক্ষমতাভাব' যতদিন আমার নিকট প্রকাশ না হইবে, ততদিন এই নোট্‌গুলি ফেরত পাইতেছ না।

ভৈ। হুজুরের আদেশ শিরোধার্য্য। এখন অধীনের সমক্ষে নোট্‌গুলি স নম্বর সরকারি খাতায় জমা করিতে আদেশ প্রদান করিলে অধীন চরিতার্থ হইয়া শ্রীহরি স্মরণ পূর্ব্বক শ্রীঘরাভিমুখে যাত্রা করে।

প্রার্থনানুরূপ কার্য্য হইল। ভৈরব এক মাসের জন্য কারাবাস আশ্রয় করিলেন।

ভৈরবের কারাবাস হইতে আখ্যায়িকার আরম্ভ, এই জন্য প্রথমাধ্যায়ের "সূতিকা" নামকরণ হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

শর্ব্বাণী।

সুরনগরের জমিদার সতীপতি বন্দ্যোপাধ্যায় ধনে পুত্রে লক্ষ্মীশ্বর। নগদ টাকা কত আছে কেহ বলিতে পারে না, গ্রামের প্রাচীনাগণ বলিয়া থাকেন.—"বাঁড়ুয্যে-দের যক্ষির ন্যায় টাকা, মধ্যে মধ্যে শুকাইতে দেয়।" সত্তর হাজার টাকা জমিদারির উপস্বত্ব, পাঁচটা বড় বড় নীলকুঠি, তাহাতে বৎসর বৎসর গড়ে ৪০০ শত মণ নীল তৈয়ার হয়। জমিদারির মধ্যে কৃষক-প্রধান গ্রাম মাত্রেই সরকারী খামার ও গোলাবাড়ী আছে। এই খামার ও গোলাবাড়ী, মণ্ডলের নায়েব গোমাস্তার অধীন। কৃষকেরা ধান্য, পাট, শণ, নানাবিধ রবিশস্য প্রস্তুত করে। যথাকালে শস্যাদি কাটা হইয়া সরকারী খামারে মাড়াঝাড়া হয়। পূর্ব্ববর্ষে কৃষকেরা নগদ অর্থ ও শস্যে যাহা কর্জ্জ লইয়াছিল, সবৃদ্ধি আদায় হইয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা কৃষক গণকে প্রত্যর্পণ করা হয়। কৃষকের যাহা প্রাপ্তি হয়, তদ্দারা তাহাদের তিন মাসমাত্র চলে। অবশিষ্ট নয় মাস জমিদারের

নিকট কর্জ্জ করিয়া চালাইতে হয়। এই প্রকারে কত গোলাবাড়ীতে যে কত শস্য সঞ্চিত হয়, তাহার ইয়ত্তা নাই। যে বর্ষে যে যে দেশে অজন্মা হয়, সে বর্ষে সেই সকল শস্য বিক্রয়ার্থ সেই সেই দেশে প্রেরিত হয়। স্বর্গীয় কর্ত্তার উইল্ অনুসারে ঐ অর্থ ব্যয় হইতে পারে না। ঐ টাকা কর্ত্রীর হস্তে জমা রাখিতে হয়। আমরা যে সময়ের কথা বিবৃত করিতেছি, ঐ সময়ে সতীপতি বাবুর জননী বর্ত্তমান ছিলেন। আমরা তাঁহাকে কর্ত্রী এবং সতীপতি বাবুর ব্রাহ্মণীকে গৃহিণী বলিব।

সতীপতি বাবুর ছয় পুত্র ও পাঁচটী কন্যা। এইপুত্র কন্যাগণও বহুসংখ্য পুত্রকন্যার জনকজননী হইয়াছিল। এই সকল পুত্র কন্যার শাখাপ্রশাখা ও জামাই, বেহাই, আত্মীয়, স্বজনাদিতে সতীপতি বাবুর গৃহ একটী পল্লী বিশেষ! কন্যাগণ সকলেই কুলীন পরিণীতা, সুতরাং পিতৃগৃহবাসিনী। জামাতৃগণেরও "সারং শ্বশুর-মন্দিরং"। কেবল ছোট জামাই অভাগা,—শ্বশুর-গৃহবাসের সৌভাগ্যে বঞ্চিত। প্রতিদিন প্রদোষ সময়ে কর্ত্রী ঠাকুরাণী সমস্ত বালকবালিকা সমভি-ব্যাহারে বায়ু সেবনার্থ বাটীর পুরঃপ্রাঙ্গণে গমন করিতেন। গমনকালে এক একটী করিয়া বালক বালিকাগণকে গণনা করিতেন এবং প্রত্যাগমন কালে

পুনর্ব্বার গণনা করিয়া গৃহ প্রবেশ করিতেন। ভদ্রাসনের মধ্যেই একটী স্বতন্ত্র সূতিকা-বাটী ছিল। ঐ বাটীতে এককালে চারি পাঁচটী প্রসূতির স্থান হইতে পারিত। কেহ বৎসরের মধ্যে একদিনও ঐ বাটী প্রসূতি শূন্য দেখেন নাই। এক কালে দুই তিনটী রমণী, সন্তান প্রসবার্থ ঐ গৃহে গমন করিয়াছেন, কখন বা এরূপ ঘটনাও হইত।

কর্ত্তা পরান্ন ভোজন করেন না। বধূগণের মধ্যে দশদিন করিয়া পাক করিবার পালা ছিল। সুতরাং বধূগণকে দুই মাস অন্তর দশ দিন কর্ত্তার জন্য পাক করিতে হইত। বাটীর যে কোন রমণী কর্ত্তার দুগ্ধ জ্বাল দিতে পারিতেন, তাঁহাদের মধ্যেও ঐরূপ পর্য্যায়-ক্রম ছিল। সাধারণ পাকক্রিয়া বেতনভুক্ পাচক-পাচিকা দ্বারা নির্ব্বাহিত হইত। এই বাটীতে কোন পর্ব্বাহ না থাকিলেও পরিজন ও বালক বালিকাগণের আনন্দ কোলাহলে গৃহটী নিত্যোৎসবময় বলিয়া বোধ হইত। সতীপতি বাবুর এমন সুখের সংসারেও সম্প্রতি অসুখের সঞ্চার হইয়াছিল। ক্রমশঃ তাহার বিবরণ প্রকাশ করা যাইবে।

"পিতা বলিলেন আমার আর চারিটী জামাই আমার বাটীতে বাস করে,—সদর মফস্বলে প্রধান

প্রধান কার্য্যকরে—আমিরের ন্যায় চাল চলনে দিন কাটায়, তুমি! কেন না করিবে? তিনি পিতার সমক্ষে কিছু বলেন নাই,—কিন্তু আমার সাক্ষাতে বলেন, শ্বশুর সম্বন্ধীর অধীনে চাকরী করা, কি শ্বশুর বাড়ী বাস করা কাপুরুষের কাজ। পিতা কখন কন্যাগণকে স্বামি-গৃহে পাঠান না;—আমাকে লইয়া যাইবার জন্য জেদ্। কৃষ্ণপুরের জমিদারেরা আমাদের চিরশত্রু—তাদের সরকারে চাকরী লইলেন। শুনিতেছি, এই দাঙ্গায় আমাদের পাঁচ ছয়টী খুন্ হইয়াছে,—এই খুন্ও অবশ্য তাঁরই—" সতীপতি বাবুর কনিষ্ঠা কন্যা শর্ব্বাণী সরস্বতী পূজার পর একদিন অপরাহ্ণে নিজ প্রকোষ্ঠের একান্তে একাকিনী উপবিষ্টা হইয়া এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার সমবয়স্কা দুইটী যুবতী নিকটে আসিয়া কহিল, "পিসি, গা ধুবিনা? সন্ধ্যা হইল, এখানে একলা বসিয়া কি ভাবিতেছিস?" অপরা যুবতী কহিল, "মাসীমা আর কি ভাবিবে, মেসো মশাই সরস্বতী পূজার পূর্ব্বদিন শেষ রাত্রে আইলেন, আর কাহাকে কিছু না বলিয়া সেই রাত্রেই কোথায় গেলেন, তাই ভাবিতেছে।" শর্ব্বাণী, "কেশাদারী কেবল আমাকে উহার মেসো মহাশয়ের ভাবনা ভাবিতে দেখে।" বলিয়া গাত্রোত্থান

করিলেন এবং অন্যাকে কহিলেন,"নম্বাদারি, চল,—ঘাটে যাই, কিন্তু আজ বড় শীত।" যুবতীদ্বয়ের একটী, শর্ব্বাণীর মধ্যম সহোদরের কন্যা, নাম লম্বোদরী এবং অন্যাটী জ্যেষ্ঠা ভগিনীর তনয়া,—নাম কৃশোদরী। স্বয়ং শর্ব্বাণীও এ ব্যবস্থার বহির্ভূতা ছিলেন না,—তিনি "শবাণী" ভিন্ন "শর্ব্বাণী" নাম কখন কর্ণে শুনেন নাই। আজি আমরা অপভ্রংশবিদ্বেষিণী লেখনীর অনুরোধে উল্লিখিত যুবতীত্রয়ের প্রকৃত নাম লিখিলাম।

শর্ব্বাণী কহিলেন, "হাঁলো কেশা, আমার ঘর এক পাড়ায়,—তোদের ঘর অন্য পাড়ায়; তোর মেসো মহাশয় রাত্রে আসিয়া রাত্রেই গিয়াছেন, তুই কিরূপে জানিতে পারিলি?"

কৃশোদরী কহিলেন,—

"কত দেখ্‌বো কালে কালে,
সোণাখড়'কে মাছ উঠেছে,
ইল্‌সে মাছের জালে!"

শর্ব্বাণী কহিলেন, "সে কি লো?"

কৃশ। আমার মা, আর তিন মাসীমা—ইহারা কেহই কখন শ্বশুর বাড়ী কোন্‌ দিকে, জানে না,—তুমি নাকি শ্বশুর বাড়ী যাবে? হ্যাঁ মাসীমা, আমাদের ফেলিয়া যাবি, তোর প্রাণ কেমন করিবে না?

শর্ব্বাণী। তাই বা কার মুখে শুনিলি?

কৃশোদরী। কেন দাদা মহাশয় বড় মামার সাক্ষাতে বলিতেছিলেন, সরস্বতী পূজার দিন তোমাকে লইয়া যাইবার কথা ছিল, তা মেসোমহাশয় আইলেন না কেন? তখন সেখানে দেউড়ির দেবী সিং উপস্থিত ছিল, সে বলিল, 'ছোটা জামাই বাবু ওরোজ্ রাত্‌মে আয়াথা, লেকেন ফজির মে ফের্ চলা গয়া।' আমি তাহা নিজে শুনিয়াছি। লম্বোদরী কহিল,—"ওমা আমি কোথায় যাইব! কেশাদারী, তুই আবার খোট্টানী হইলি কবে? তুই খিটিমিটি করিয়া কি বলিলি, আমিত কিছুই বুঝিলাম না। কেশা যাহা শুনে, তাহাই শেখে,—ওর কত শ্লোক মুখস্থ। ও আবার ব্যাটা ছেলের মত একশ পর্য্যন্ত গণিতে পারে।"

শর্ব্বাণী কহিলেন, "কেন! তুমিও গণনা শাস্ত্রে কম নও,—সেদিন ভাইঝী জামাই তোমায় সাক্ষাৎ লীলাবতী বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন।" কৃশোদরী উচ্চ হাস্য করিয়া কহিল, "মাসীমা, তুই কাণে শুনিয়াছিস, আর আমি সেদিন সেখানে ছিলাম। উনি মুখুয্যে মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই,—ঘড়িতে তিনটা বাজিল, ইহার পর কয়টা বাজিবে?" মুখুয্যে

মহাশয় আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া হাসিয়া কহিলেন,—"কৃশোদরী, তোমার দিদি বড় সহজ লোক নয়, স্বয়ং লীলাবতী।" লম্বোদরী ঈষৎ কুপিত স্বরে কহিলেন,—"আ মরি! কি হাসিই হাসেন! তিনের পর চারি, আমি কি তা জানি না? 'ঘড়িতে' তিনটার পর কয়টা বাজে, তাহাই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তাহা সকল মেয়েতে জানে না কি? তোমরাই যেন পুঁথি পড়িয়া পণ্ডিত হইয়াছ।" এই কথা বলিতে বলিতে লম্বোদরীর মুখ ঈষৎ গম্ভীর হইল দেখিয়া শর্ব্বাণী ও কৃশোদরী আর হাসিতে সাহস করিলেন না, গাত্রমার্জ্জনী লইয়া অন্তঃপুরসরে গমন করিলেন।

সরস্বতী পূজার পর একদা পূর্ব্বাহ্নে একাদশ ঘটিকার সময় কর্ত্তাবাবু অন্তঃপুরের শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিলেন। অসময়ে কর্ত্তা অন্তঃপুরে আসিয়াছেন, শুনিয়া গৃহিণী সকল কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কর্ত্তার নিতান্ত বিষণ্ণ ও উৎকণ্ঠিত ভাব দর্শনে গৃহিণী কহিলেন, "শঙ্করপুরের কি কোন সম্বাদ আসিয়াছে?"

কর্ত্তা কহিলেন, "হাঁ! শঙ্করপুর হইতে সর্ব্বনাশের সম্বাদ আসিয়াছে! তাহার বিশেষ বিবরণ পরে শুনিবে, এখন জনৈক পরিচারিকা দ্বারা শর্ব্বাণীকে

আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বল।" গৃহিণী একজন পরিচারিকারে শর্ব্বাণীর নিকট পাঠাইয়া অপরা দাসীকে কর্ত্তার আলবোলা প্রস্তুত করিবার আদেশ দিলেন। কর্ত্তা একখানি দ্বিরদ-দন্ত-নির্ম্মিত কোচের উপরে মকমল মণ্ডিত স্প্রিঙের গদিতে শয়ন করিলেন। দাসী দূরস্থিত আলবোলার হীরকখচিত স্বর্ণনল কর্ত্তার বাম হস্তে প্রদান করিল। কর্ত্তা গদিতে অর্দ্ধাঙ্গ নিমগ্ন এবং নয়নদ্বয় অর্দ্ধনিমীলন করিয়া, ধূমপান আরম্ভ করিলেন। আলবোলা রহিয়া রহিয়া মৃদু গম্ভীর শব্দ করিতে লাগিল।

———

তৃতীয় অধ্যায়।

শর্ব্বাণীর আহ্নিক।

শর্ব্বাণী স্নানান্তে ক্ষৌমবসন পরিধান করিয়া পূজায় বসিয়াছেন। আলুলায়িত নিবিড় কৃষ্ণ কেশরাশি পৃষ্ঠদেশ ও উভয় পার্শ্ব আবৃত করিয়া দেব মন্দিরের শৈলতলে বিলুণ্ঠিত হইতেছে। ক্ষীণ-কটি লম্বিত-স্বর্ণ মেখলা সুপ্তফণীবৎ অজিনাসনে বিশ্রাম করিতেছে। মন্দিরের এক কোণে ঘৃতের দীপ জ্বলিতেছে, অপর কোণ হইতে মৃগনাভি নির্ম্মিত ধূপ ও সর্জ্জরসদাহের সুগন্ধি ধূম, কিঙ্করীর কর চালিত চামর ব্যজনে মন্দির মধ্যে ব্যাপ্ত হইতেছে। সচন্দন সুরভি গন্ধি পুষ্পরাশি সমন্বিত পুষ্পপাত্র দক্ষিণ ভাগে,—আর এই দেশে যে সকল দেবভোগ্য দ্রব্য আছে, তাহারই নৈবেদ্য বাম ভাগে রহিয়াছে। পুরোভাগে স্বর্ণসিংহাসনস্থা স্ফাটিক যন্ত্রাধিষ্ঠিতা দক্ষিণ কালী ও প্রকাণ্ড তাম্রতটে বিল্বদলাসনে গঙ্গামৃত্তিকার দ্বাদশটী শিব অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। শর্ব্বাণী সমস্ত পূজাহ্নিক ও

ইষ্টমন্ত্রের জপাদি শেষ করিয়া জানুপবিষ্টা, গললগ্নী-কৃতবাসা ও বদ্ধাঞ্জলি হইয়া পার্ব্বতীনাথের প্রসাদ প্রার্থনা করিতেছেন। এই সময়ে গৃহিণীপ্রেরিতা দাসী মন্দির দ্বারে উপস্থিত হইল। সেই শান্ত, গম্ভীর, সুগন্ধময়, অল্পালোকভাসিত মন্দির মধ্যে তাদৃশ পূজোপকরণ মধ্যবর্ত্তিনী সুন্দরীকে, তাহার গিরিরাজের হৈম ভবনবাসিনী নগেন্দ্র নন্দিনী শর্ব্বাণী বলিয়া ভ্রম হইল। সে নীরবে দ্বারে দণ্ডায়মানা রহিল। অল্পক্ষণ মধ্যে শর্ব্বাণী ধ্যান ভঙ্গ করিয়া বাহিরে আসিয়া জননীর পরিচারিকাকে দেখিতে পাইলেন। শর্ব্বাণী জননীর পরিচারিকাগণকে প্রায় জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর ন্যায় মান্য করিতেন। কহিলেন,—"গোয়লাদিদি, এখন যে এদিকে ?" গোপী কহিল, "কর্ত্তা তোমার মার ঘরে আসিয়া তোমাকে ডাকিতেছেন।" কর্ত্তা ডাকিতেছেন, প্রায়ই শর্ব্বাণীকে ডাকিয়া থাকেন,—কত কথাবার্ত্তা কহেন ;—আজ কর্ত্তা ডাকিতেছেন, শুনিয়া তাঁহার বুকের মধ্যে কেমন করিয়া উঠিল এবং বুকের ভিতর যেন 'টক্—টক্' করিয়া শব্দ হইতে লাগিল ! কহিলেন, "আমি মুহূর্ত্ত মধ্যে পশুপক্ষিগণকে আহার দিয়া পিতার নিকট যাইব, তুমি গিয়া এই কথা বল।" দাসী চলিয়া গেল।

শর্ব্বাণী কতকগুলি চাউল ও কলাই প্রাঙ্গণে বিক্ষেপ করিলেন। শঙ্খশুভ্র শত শত পারাবত আসিয়া তাহা ভক্ষণ করিতে করিতে এক প্রকার আনন্দধ্বনি করিতে লাগিল। সেই ধ্বনিসহ তাহাদের চরণের নুপুর নিনাদ মিশিল। কোকিল ও পাপিয়ার পিঞ্জরে দুগ্ধ, রম্ভা, চনকচূর্ণাদি এবং সমস্ত উৎসৃষ্টপুষ্প, বিল্বপত্র ও একখানি নৈবেদ্য হরিণ-শিশুকে প্রদান করিলেন। শর্ব্বাণীর কুক্কুরীর নাম শরমা ও মার্জ্জারীর নাম পুতনা। প্রতিদিন আহারান্তে তাহারা অন্ন, দুগ্ধ ও মৎস্য খাইতে পায়। এই কার্য্যগুলি শর্ব্বাণী স্বহস্তে করিয়া থাকেন। এই সঙ্গে রীতিমত একটি গোবৎসেরও সেবা করিয়া থাকেন। মৎস্য মাংস ব্যতীত আর যাহা কিছু শর্ব্বাণী আহার করেন, ঐ বৎসটীও সেই সমস্ত আহার করে। বৎসটীর নাম কুমারী। শর্ব্বাণীর পরিচারিণীর নাম শ্যামা। তাহাকে ডাকিয়া তাহার হস্তে একটী যজ্ঞোপবীত, কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন ও একটী সিকি দিয়া তাহা ব্রাহ্মণসাৎ করিতে আদেশ দিলেন। এই সকল কাজ সত্বর সম্পন্ন করিয়া তিনি পিতৃসন্নিধানে গমন করিলেন। দেখিলেন, পিতার মুখে আলবোলার নল রহিয়াছে; কিন্তু তন্দ্রাভিভূত হইয়াছেন! পিতার অসুখ হইয়াছে মনে

করিয়া ডাকিতে ইচ্ছা হইল না, আস্তে আস্তে পাদ-দেশে হস্তামর্শ করিতে লাগিলেন। তাঁহার হস্ত স্পর্শ-মাত্র কর্ত্তার তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল; দেখিলেন, সম্মুখে শর্ব্বাণী দণ্ডায়মানা। পূজাকালে কেশাগ্রে যে গ্রন্থি বন্ধন করিয়াছিলেন, তাহা গুল্‌ফ চুম্বন করিতেছে। পূজান্তে যে রক্তচন্দনের ফোটা পরিয়াছেন, তাহা হৈম-বতী উষার ললাটস্থ বালার্কবৎ শোভা পাইতেছে। কর্ত্তা কহিলেন,—"শর্ব্বাণী আসিয়াছ!" শর্ব্বাণী কহি-লেন,—"বাবা, আপনার কি অসুখ হইয়াছে?" কর্ত্তা কহিলেন,—"না মা, আমার শারীরিক কোন অসুখ হয় নাই। একটী কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য তোমাকে ডাকিয়াছি।"

শর্ব্বাণী। কি কথা বলুন।

কর্ত্তা। যাহাদের সহিত আমার শোণিতের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ আছে, এরূপ পঞ্চাশজন পরিবার এই বাড়ীতে বাস করে। বোধ হয়, তাহাদের মধ্যে তোমার প্রতি আমার অধিক স্নেহ। কেন না তুমি আমার সর্ব্ব কনিষ্ঠা সন্ততি। বিশেষতঃ তোমার ধর্ম্ম-ভাব, সাধু চরিত্র, সরল ব্যবহার ও পিতৃমাতৃভক্তিতে তোমাকে প্রাণাপেক্ষা অধিক ভাল বাসি। আমার পরিবারস্থ কামিনীগণ কেহ কখন স্বামিগৃহে যায় নাই

এবং যাইবেও না। তোমার স্বামীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ না করিলে, পাছে তোমার মনে দুঃখ হয়, এজন্য তোমাকে স্বামিগৃহে পাঠাইতেও সম্মত হইয়াছিলাম। সরস্বতী পূজার দিন তোমাকে লইয়া যাইবার কথা ছিল। কেন যে জামাই বাপা ঐ দিন তোমাকে লইতে আইলেন না, ভাবিয়া যার পর নাই উৎকণ্ঠিত হইয়াছি। তুমি কি কোন সম্বাদ পাইয়াছ? শর্ব্বাণী বিষম পরীক্ষায় পড়িলেন। ইহাও বুঝিলেন, তাঁহার পিতার প্রশ্ন নিতান্ত সরল নহে। ইহাও স্মরণ করিলেন, গমনকালে তাঁহার স্বামী নিজের গুপ্তপ্রয়াণ প্রচ্ছন্ন রাখিতে অনুরোধ করিয়া গিয়াছেন। একদিকে পিতার অনুরোধ,—অন্য দিকে পতির অনুরোধ। 'পতিরেকোগুরুস্ত্রীণাং' এই কথায় দৃঢ় শ্রদ্ধা থাকায় ঐ কঠিন সিদ্ধান্তেরও একরূপ মীমাংসা করিলেন। তথাপি কহিলেন,—"পাইয়াছি।" পিতার প্রশ্নের এইরূপ উত্তর করিয়া কি সর্ব্বনাশ করিলেন, অস্ফুটরূপে বুঝিলেন। ভূমি-দত্ত-দৃষ্টি শর্ব্বাণীর পদ্মপলাশ লোচন হইতে গলিত হইয়া অশ্রু নাসাগ্রে লম্বিত গজমতির পার্শ্বে দ্বিতীয় মতির আকার ধারণ করিল। একজন অশীতিপর বৃদ্ধের দৃষ্টি হইতে সে অশ্রু গোপন করা তাঁহার কিছুই কঠিন

বোধ হইল না। কর্ত্তা কহিলেন,—কিরূপ সম্বাদ পাইয়াছ ?

শর্ব্বাণী কহিলেন,—সরস্বতী পূজার পূর্ব্ব-দিন রাত্রে আসিয়া, আবার সেই রাত্রেই হুগলি গিয়াছেন।

কর্ত্তা। আবার কবে আসিবেন ?

শর্ব্বাণী অতি মৃদুস্বরে কহিলেন,—আসিবার দিন কালি গিয়াছে।

কর্ত্তা। শর্ব্বাণী. তুমি অবগত আছ, জামাতাকে এখানে রাখিবার জন্য আমি কত চেষ্টা করিয়াছি। তিনি কিছুতেই সম্মত হয়েন নাই। নানা স্থানে কাজ কর্ম্ম করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কখন শুনিলাম না যে, একটী ভদ্র লোকের উপযুক্ত কর্ম্ম করিতেছেন। তীর, তরবাল, সড়কি লইয়া ঘোড়ার পিঠে কাছারী করেন,—বনে বনে ছুটাছুটি করিয়া বুনো শূয়ার ও বাঘ মারিয়া আমোদ করেন,—আর খুনজখম, ঘর জ্বালানি দ্বারা পুরুষত্ব প্রকাশ করেন। যাই করুন,—তাঁর "কাপ্তেনি" কাজের যশঃ শুনিয়া আমার চির-শত্রু কৃষ্ণপুরের জমিদারেরা তাঁকে অনেক টাকা বেতন দিয়া বহল করিয়াছে! তাই শঙ্করপুরের দাঙ্গায় আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে।

শর্ব্বাণী। পিতঃ, যদি অনুমতি করেন, তবে আমি একটী কথা জিজ্ঞাসা করি। কর্ত্তা কহিলেন, "তুমি আমায় কিছু জিজ্ঞাসা করিবে, তাহার আবার অনুমতি কি?" এই সময়ে শর্ব্বাণী ভাবিতেছিলেন, "আমার অনুমান আর পিতার অনুমান ঠিক মিলিতেছে।" প্রকাশ্যে কহিলেন,—"কৃষ্ণপুরের সদর নায়েব এই দাঙ্গায় সংসৃষ্ট, এবিষয়ে কি আপনার কোন সন্দেহ নাই?" কর্ত্তা কহিলেন, "এই শুনিয়াছি, একজন সাহেব তুরুক্সওয়ার দাঙ্গায় কর্ত্তৃত্ব করিয়াছে। কর্ত্তৃত্ব, যেই করুক, ভৈরবের সংস্রব ভিন্ন দাঙ্গার এরূপ ভৈরব পরিণাম হইতে পারে না বলিয়া সন্দেহ করিতেছিলাম। আজ তোমার কথায় সে সন্দেহ দূর হইল। এখন বুঝিলাম সাহেব তুরুক্সওয়ারও তিনি। 'কৃষ্ণপুরের সদর নায়েব' তাঁহার পদের নাম বটে, কিন্তু শোণিত ও অশ্রু বর্ষণ করাই তাঁহার কার্য্য। তোমার সুখের জন্য হৃদয়ে বজ্রাগ্নি পোষণ করিতেও কাতর নহি। তিনি পলায়ন করিয়াছেন, ভালই হইয়াছে;—আশীর্ব্বাদ করি কুশলে থাকুন। শঙ্করপুর হইতে বেদখল হইয়াছি,—দুইটী প্রধান ও অনুগত প্রজা এবং চারিজন সর্দ্দার সড়কিওয়ালা প্রাণত্যাগ করিয়াছে, আরও দশজন লোক আহত হইয়াছে! তন্মধ্যে জমাদার হনুমান

পাঠক মুমূর্ষু! তোমার জন্য সকলই সহ্য করিব সঙ্কল্প করিয়াছি; কিন্তু ব্রিটিস্ সিংহ এত অত্যাচার সহ্য করিবেন বলিয়া বোধ হয় না। পলায়ন মনের ভ্রম! জলধির জল তলেই বাস করুন,—সামান্য শ্রামিক বেশে ভূগর্ভস্থ আকরেই প্রবেশ করুন, কিম্বা অত্যুন্নত গিরিশৃঙ্গের অন্ধতমসাবৃত গহ্বরই আশ্রয় করুন, বোধ হয়, কোন রূপেই নিস্তার নাই। এই অত্যাচারী যদি সে না হইয়া অন্য কেহ হইত, আমি স্বয়ং তাহাকে জীবন্ত জ্বলচ্চিতায় দগ্ধ করিয়া মনের কালী দূর করিতাম। যাহা হউক, তুমি আজ হইতে আপনাকে বিধবা মনে করিতে অভ্যাসকর।" কর্ত্তা এইসকল কথা বলিয়া, কিয়ৎক্ষণ নীরবে রহিলেন। ভূকম্প-চালিত গণ্ডশৈলের ন্যায় কর্ত্তার শরীর কাঁপতে লাগিল। শর্ব্বাণী বাত-বিধূতা লতার ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িলেন। কর্ত্তা তাঁহার গাত্র স্পর্শ করিয়া কহিলেন, "মা কাঁদ কেন? তোমার মনে ক্লেশ দিতে আমার ইচ্ছা নাই। তোমায় কাঁদিতে দেখিলে আমার চক্ষে জল আইসে। আমার আশীর্ব্বাদে তাঁহারসকল বিপদ কাটিয়া যাইবে।" গৃহিণী এই সময়ে গৃহ প্রবেশ পূর্ব্বক কর্ত্তা ও শর্ব্বাণী উভয়কে রোদন করিতে দেখিয়া বিস্মিতা হইলেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

ভৈরবের নর হত্যাপরাধ।

যে সময়ের আখ্যায়িকা বিবৃত হইতেছে, ঐসময়ে এক দিন কৃষ্ণনগরের সেসন্ কোর্টে একটী গুরুতর মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। ঐ মোকদ্দমা দেখিবার নিমিত্ত জিলায় কত লোক সমাগম হইয়াছিল, তৎকালীন একটী ক্ষুদ্রতম ঘটনার উল্লেখ করিলেই তাহা বুঝা যাইবে। শুনা যায় যে, ঐ সময়ে কৃষ্ণনগরের বাজারে টাকায় ছয় খানি কলার পাত বিক্রয় হইয়াছিল। ঐ মোকদ্দমা দেখিবার জন্য সাধারণ লোকের এত কৌতূহল হইয়াছিল কেন, এরূপ প্রশ্ন হইতে পারে। আখ্যায়িকা লেখক তাহার উত্তর দিতেছেন। আর এস্থলে একথা বলাও আবশ্যক যে, কিঞ্চিৎ সংস্রব থাকাতে ঐ মামলা মোকদ্দমার কথা তুলিয়া পাঠককে বিরক্ত করিবারও চেষ্টা হইতেছে।

নদীয়া জিলার অন্তঃপাতী কোন মহলের দখল লইয়া ঐ জিলাস্থ দুইটী প্রধান জমিদারের মধ্যে এক

ভয়ানক দাঙ্গা হয়। ঐ দাঙ্গায় এক পক্ষের ছয় জন হত ও দশজন আহত এবং অপর পক্ষের তিনজন মাত্র আহত হইয়াছিল। স্বয়ং গবর্ণমেণ্ট প্রথম পক্ষের পৃষ্ঠপোষক হইয়াছিলেন। তিন জন প্রধান ও পুরাতন পুলিস্ ইন্স্পেক্টার এই মোকদ্দমা সজ্জীকরণের ভার প্রাপ্ত হন। বিশেষতঃ এই মোকদ্দমায় একজন জমীদার আপন জামাতাকে ফাঁসি দেওয়াইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। যে দেশের লোক জামাতাকে পুত্রাধিক স্নেহ করে, সেই দেশের লোক বৈষয়িক ব্যাপারে জামাতা হত্যার ব্যবস্থা করিতেছে, ইহা দেখিবার ঘটনা ও শুনিবার বিষয়, তাহাতে সন্দেহ কি। এই জন্যই পূর্ব্বকথিত মোকদ্দমা দেখিবার জন্য তাদৃশ জনতা হইয়াছিল।

১২৬৫ সালের প্রথম চৈত্রেই ঐ মোকদ্দমার আস্‌খাস্ কৃষ্ণনগরের সেসন্ কোর্টে উপস্থিত হয়। জুরি-সভাধিষ্ঠিত জজ সাহেবের সম্মুখে প্রতিবাদীর পক্ষীয় একজন সাক্ষী দণ্ডায়মান হইলে, তাহাকে শফৎ করাইয়া তাহার সহিত নিম্নলিখিত রূপ প্রশ্নোত্তর হইয়াছিল।

"শঙ্করপুরের দখল লইয়া কৃষ্ণপুর ও সুরনগরের জমিদারেরা ১৫ই মাঘ যে দাঙ্গা করিয়াছে, তুমি তাহার বিষয় কিছু জান?"

সাক্ষী কহিল—

"জানি।"

"কিরূপে জানিলে?"

"আমি কৃষ্ণপুরের বাবুদের হুকুমে গ্রাম দখল করিতে যাই।"

"দাঙ্গায় যে খুন্ জখম্ হইয়াছিল, তুমি তাহাতে লিপ্ত ছিলে?"

"আমি দাঙ্গায় উপস্থিত ছিলাম, কিন্তু নিজে লাঠি বা সড়কি চালাই নাই।" এই সময়ে একজন বিপক্ষের উকিল রসিকতা প্রকাশের প্রলোভন সম্বরণে অসমর্থ হইয়া কহিলেন,—

"শঙ্করপুর নির্ব্বিঘ্নে দখল হইবার জন্য বাবুরা তোমাকে বুঝি শিব পূজায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন?"

"আজ্ঞে না; আমি নায়েব মহাশয়ের বন্দুক ও সড়কির গোছা লইয়া তাঁহার ঘোড়ার পাশে পাশে ছুটিয়াছিলাম।" সুরনগরের জমিদার সতীপতি বাবু এই মোকদ্দমার তদ্বির করিবার জন্য স্বয়ং জিলায় উপস্থিত হন। উপরি উক্ত সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণকালে তিনি গবর্ণমেণ্ট্ উকিলের বাম ভাগে উপবিষ্ট ছিলেন, এই সময়ে উকিলের কাণে কাণে কি বলিয়া দিলেন। উকিলবাবু সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"তোমাদের নায়েব মহাশয়ের নাম কি ?"

"ভৈরব চন্দ্র মুখোপাধ্যায়।"

"সুরনগরের জমিদারের পক্ষীয় যত ক্ষুন্ জখম্ হইয়াছিল, তাহা কাহার হুকুমে এবং কোন্ কোন্ আসামী দ্বারা হইয়াছিল, তুমি দেখিয়াছিলে ?"

"নায়েব মহাশয়ের হুকুম ভিন্ন কেহ এক পা আগে বাড়াইতে পারে না। আর ছয়টা ক্ষুণের মধ্যে কেবল তিনটা নায়েব মহাশয়ের বর্ষায় হইতে দেখিয়াছিলাম ; অন্য অন্য ক্ষুন্ জখম্ কোথায় কাহার দ্বারা হইয়াছিল, আমি তাহা জানি না ; কারণ আমি তাঁহার কাছ ছাড়া হইতে পারিনাই।" কৃষ্ণপুরের জমিদারদিগের চাকর সম্পর্কীয় আরও কয়েকজন প্রায় এইরূপ সাক্ষ্য দিয়াছিল। এই সকল সাক্ষীর প্রতি যে সতীপতি বাবুর বিশেষ তদ্বির ছিল, তাহা জবানবন্দী পাঠেই বুঝা যায়।

সতীপতি বাবুর যে সকল লোক দাঙ্গায় জখম্ হইয়াছিল, তাহারা প্রায় দেড় মাস চিকিৎসাধীনে থাকিয়া কিয়ৎ পরিমাণে আরোগ্য লাভ করিয়াছিল এবং সকলেরই সেই আঘাতে মৃত্যু শঙ্কা দূর হইয়াছিল। সতীপতি বাবু সেই সমুদয় আহতগণকে দায়রার কোর্টে উপস্থিত করিয়াছিলেন। তাহাদের সহিত দায়রা আদালতের নিম্নলিখিত রূপ প্রশ্নোত্তর হইয়াছিল।

"তোমরা শঙ্করপুরে কৃষ্ণপুরের লাঠিয়াল ও সড়কি-ওয়ালাদিগের সঙ্গে দাঙ্গা করিয়াছিলে?"

"ধম্ম অবতার, মোরা আগে হ্যাংনামা করিনে, মোদের জমীদারও মাটীর মানুষ,—হ্যাংনামা কারে বলে, তা জানে না। ঐ কেষ্টপুরের সুমুন্দিরা য্যাত নষ্টের-গোড়া। মোরা মোদের কাচারি ছেলাম। ঐ সুমুন্দিরে মোদের আগে হল্লা করে। মোরা থেউ দেঁড়িয়ে থাকলাম, শেষে, হাড়ীরে যেমন দামড়া শূওর জলে ফেলে বর্ষা দিয়ে খুঁচিয়ে মারে, ঐ সুমুন্দিরে সেই ভাবে মোদের কোচোর বিলে তেড়িয়ে ফ্যাল্লে। ফেলে বর্ষা দিয়ে খুঁচিয়ে মাল্লে। গোডাদের গায় যেন অসুরির বল। এক এক খোঁচায় কম্ম লিকেশ।"

"কৃষ্ণপুর হইতে যে সকল লোক শঙ্করপুরে দাঙ্গা করিতে আসে, তাহারা কাহার হুকুমে তোমাদের মারিয়াছিল? আর তাহারা কয়টা খুন্ করিয়াছে?"

"ধম্ম অবতার, বল্লি না পেত্যয় যাবা; এক সুমুন্দি সাহেব আবার ওদের সঙ্গে যোগ দিয়েল।" জনৈক মোক্তার ক্রুদ্ধ স্বরে কহিলেন, "মুখ সামলাইয়া কথা কও; নহিলে বেআদবীর শাস্তি পাইবে" বাদীর উকিল কহিলেন—

"উহারা চাষা লোক, উহাদের ভাষাই ঐ। নিজ ভাষায় কথা কহিলে, বেআদবী হয় না। বল,—কি বলিতেছ।" বাদীর সাক্ষী পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিল।

"সেই সাহেব, আর তার ঘোড়ার রোখ্ দেখেই মোদের প্যাটের ভাত চাল হয়ে গেল। তাদের লাঠির চোটে মোরা কেবল সরষের ফুল দ্যাখ্‌লাম,—আর কিছুই দেখ্‌তে পাইনি।" বাদীর নিজ পক্ষ হইতে আরও কয়েক জন লোক ঐরূপ সাক্ষ্য দিল। বাদীর উকিলএই সাক্ষিদিগকে কহিলেন,—

"তোমরা যাহাকে সাহেব বলিতেছ, সে খাটি সাহেব? না সাহেবের পোষাক পরা বাঙ্গালি?"

"তার বাবাও কখন বাঙ্গালি নয়,—বাঙ্গালি কি ত্যাত ফর্‌সা? না ত্যাত ঘোড়ায় চড়্‌তি পারে?" গবর্ণমেণ্ট্ উকিলকে লক্ষ্য করিয়া জজ সাহেব কহিলেন,—

"কৃষ্ণপুরের সদর নায়েবের উপর যে দোষারোপের চেষ্টা হইতেছে, তাহা টিকে কই?"

এই সময়ে সতীপতি বাবু গবর্ণমেণ্টের উকিলকে মৃদুস্বরে কহিলেন,—

"এই ভেমো গুয়োটারা যে ভৈরবের চাতুরী জাল ভেদ করিতে পারিবে না, আমি তা পূর্ব্বেই ভাবিয়া

ছিলাম, তথাপি উহাদিগকে কিছু শিক্ষাদান আবশ্যক বোধ করি নাই। যাহা হউক, আপনি সত্বর দাসীর সাক্ষ্য আদায় করিবার চেষ্টা করুন," উকিল কহিলেন,—

"হুজুর, বাদীর পক্ষের আর একটী স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য গ্রহণ করিলেই, এই মোকদ্দমার রহস্য প্রকাশ পাইবে।" জজ কহিলেন.—

"ঐ সাক্ষ্য দ্বারা বাদী কি প্রমাণ করিতে চাহেন?" উকিল কহিলেন,—

"কৃষ্ণপুরের সদর নায়েব, সাহেবের পোষাক পরিয়া শঙ্করপুরে খুন্ জখম্ করিয়াছেন এবং সেই দিন রাত্রে তাঁহার দাসীর নিকট সেই পোষাক রাখিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন।" জজ কহিলেন,—

"ইহাই কি সত্য?"

"হুজুর দাসীর সাক্ষ্য গ্রহণ করুন।" দাসী একটী কাপড়ের বোঁচকা কক্ষে করিয়া আদালতে উপস্থিত হইলে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল,—

"তুমি কে? এই মোকদ্দমার কি জান?" দাসী কহিল—

"আমি ছোট দিদি ঠাকুরাণীর দাসী,—মামলা মোকদ্দমার কিছু জানি না।" উকিল, "ছোট দিদি

ঠাকুরাণী” যে ভৈরবের স্ত্রী আদালতকে তাহা বুঝাইয়া দিয়া দাসীকে কহিলেন,—

“তোমার বোঁচকায় কি? আর উহা কোথা পাইলে?”

“বোঁচকায় কি তা আমি জানিনে। ভৈরব বাবু ইহা আমার হাতে দিয়া কোথা চলিয়া গেলেন।”

“তোমার হাতে দিয়া কিছু বলেন নাই?”

“লুকাইয়া রাখিতে বলিয়াছিলেন।”

“ভৈরব বাবু ঐ বোঁচকা তোমায় কোন্ মাসের কোন্ তারিখে দিয়াছিলেন?”

“কোন্ মাসের কোন্ তারিখে আমার তা ঠিক মনে নাই, তবে একটু একটু মনে হয়, যেন সরস্বতী পূজার আগের দিন।” উকিল বাবু জজ সাহেবকে বুঝাইয়াদিলেন যে, শঙ্করপুরের দাঙ্গার দিন আর সরস্বতী পূজার আগের দিন,—একই! জজ সাহেব জুরিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া ভৈরবের প্রতি ইচ্ছাপূর্ব্বক নরহত্যার ‘চার্জ’ করিলেন এবং হাজোতের হুকুম দিলেন।

ভৈরব মোকদ্দমার আরম্ভ হইতেই আসামীর আসনে দণ্ডায়মান ছিলেন। হাজোতের আদেশ শুনিয়া কহিলেন,—

"ধর্ম্মাবতার, নিরপরাধীকে হাজোৎ দিয়া বিচারাসন কলঙ্কিত করিবেন না।" জজ সাহেব কহিলেন—"চারি রোজ বাদে তোমার জওয়াব ও সাক্ষ্য লওয়া যাইবে। এখন তোমার কোন কথা শুনা যাইতে পারে না।"

পঞ্চম অধ্যায়।

ভৈরবের মুক্তি।

ভৈরব জামিন দিয়া হাজোতের আদেশ রহিত করিবার অনেক চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু দাগীর সাক্ষ্য এবং বোঁচকায় কোট্ হ্যাট্ মোজা পেন্‌টুলেন প্রভৃতি সমস্ত সাহেবী পোষাক দেখিয়া তাঁহাকে ছদ্মবেশী হত্যাকারী বয়িল। আদালতের দৃঢ় প্রতীতি হইয়াছিল। সুতরাং কোন রূপেই ভৈরবের হাজোৎ রহিত হইল না। সতীপতি বাবু উকিলগণের সহিত পরামর্শ করিয়া অবধারণ করিলেন, ভৈরব ও তাহার প্রধা ন চারি পাঁচজন সঙ্গী লাঠিয়ালের ফাঁসি—অন্ততঃ নির্ব্বাসন অপরিহার্য্য। ভৈরবকে তাঁহার সকল অনর্থের মূল বলিয়া বিশ্বাস ছিল, এজন্য, আর কাহারও কিছু হয় না হয়,—ভৈরব ফাঁসি কাষ্টে লম্বমান হয়, ইহা তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা। তজ্জন্য কোন রূপ চেষ্টারও ক্রটি করেন নাই। অজস্র অর্থ বৃষ্টি দ্বারা বিপক্ষ পক্ষীয় ব্যক্তিগণকেও বশ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণপুরের লাঠিয়ালগণের সাক্ষ্যে

তাহা কতক প্রকাশ পাইয়াছে। শঙ্করপুরের দাঙ্গায় যে ক্ষতি হইয়াছিল, তাহাই কি সতীপতি বাবুর তাদৃশ ক্রোধের হেতু? না তাহা নহে। ভৈরবের বলে বিপক্ষ বলীয়ান্ হইয়াছে,—ভৈরবের বিনাশে বিপক্ষের বলক্ষয় হইবে, ইহাই তাঁহার সেই বিষম জিদের একটী কারণ। দ্বিতীয়তঃ সতীপতি বাবু ধনমদে উন্মত্ত। তাঁহার মাৎসর্য্যের সীমা ছিল না। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, তাঁহার অভিমান-তরঙ্গ অপ্রতিহত। ভৈরবের অতিরিক্ত তেজস্বিতা সেই তরঙ্গে আঘাত করিয়াছিল। ইহা তাঁহার তাদৃশী পাশবী ক্রিয়ার দ্বিতীয় কারণ। তাই ভৈরবকে হাজোতে দিয়া আজ বড় আনন্দ হইল। কৃষ্ণনগরের বাসায় মহাসমারোহে ভোজ দিলেন। চারিদিন বাদে জামাইকে যমের বাড়ি পাঠাইবেন।

ক্রমে নির্দ্দিষ্ট দিন আগত হইয়া কাছারির সময় উপস্থিত। বাদী প্রতিবাদীর লোক জন, উকিল মোক্তার, হাকিম আমলা, সকলেই উপস্থিত। ভৈরব নরহত্যাকারী, দাঙ্গাবাজ,—তাহার শাস্তি দেখিতে লোকের তত উৎসাহ নহে, জামাতৃহত্যার উদ্যোগকারী বৃদ্ধ সতীপতি বাবুকে গালি দিতে লোকের যত উৎসাহ হইয়াছিল।

বিচারপতিগণ বিচারাসনে উপবিষ্ট হইলেন। প্রথম কাছারিতেই ভৈরবের মোকদ্দমা উঠিল। বদ্ধ-হস্ত ভৈরব চারিজন সঙ্গীন চড়ান বন্দুকধারী কর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়া আদালতে উপস্থিত হইলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল ;—

"তুমি অমুক অমুক লাঠিয়াল ও সড়কিওয়ালাকে সহকারী করিয়া শঙ্করপুরের দাঙ্গায় ছয়জন মনুষ্যকে হত ও দশজনকে আহত করিয়াছিলে কি না ?" ভৈরব বদ্ধ হস্তদ্বয় উত্তোলন পূর্ব্বক বিচারাসনকে সেলাম করিয়া কহিলেন,—

"আমি শঙ্করপুরের দাঙ্গায় নরহত্যা করি নাই এবং কাহাকে আহত করি নাই।" দর্শকমণ্ডলীর মধ্য হইতে একটা আনন্দধ্বনির অল্প সূচনা প্রকাশ পাইল। জজ্ ঈষৎ বিস্ময় ও চাঞ্চল্য সহকারে পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেন—

"১৫ই মাঘ শঙ্করপুরে যে দাঙ্গা হয়, তাহাতে উপস্থিত ছিলে কি না ?"

"না।"

"তুমি সে দিন কোথা ছিলে ?"

"বর্দ্ধমানের জেলখানায়।" এই সময়ে দর্শক-মণ্ডলীর মধ্য হইতে স্পষ্টরূপে আনন্দধ্বনি প্রকাশ

পাইল। বাদীর উকিলগণ আদালতকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—

"আসামী দাঙ্গায় ফতে করিয়া ফেরার হয়, হুজুর দাগীর সাক্ষ্যে তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাইয়াছেন। এখন আসামী আত্মরক্ষার্থ যাহা মনে আসিতেছে, তাহাই বলিতেছে। এসকল কথার বিশেষ প্রমাণ আবশ্যক।" জজ্ ভৈরবকে জিজ্ঞাসা করিলেন;—

"তুমি বর্দ্ধমানের জেলখানায় কি করিতে গিয়াছিলে?"

"মাঘ মাসের ১১ই কি ১২ই, ভাল স্মরণ হয় না, বর্দ্ধমানে বেড়াইতে যাই। দুর্ভাগ্যবশতঃ রেলের টিকিট্ হারাইয়া ফেলি এবং তাহার কোন প্রমাণ দিতে না পারায় তত্রত্য ফৌজদারি আদালত কর্ত্তৃক রেলওয়ে কোম্পানিকে বঞ্চনাপরাধে এক মাসের জন্য কারাদণ্ড প্রাপ্ত হই।"

"তুমি কোন্ তারিখে বর্দ্ধমানের জেল হইতে খালাস হইয়াছ? এবং এ সকল বিষয়ের প্রমাণ দিতে পার কি না?"

"আমি গত ১০ই ফাল্গুন খালাস পাইয়াছি। আর হুজুর দয়া করিয়া অদ্য বর্দ্ধমানের কারাধ্যক্ষকে টেলিগ্রাফ করিলে ইহার প্রমাণ পাইবেন। আর যে প্রমাণ

সংগ্রহ আমার সাধ্যায়ত্ত, আমার জীবন দণ্ড বা নির্ব্বাসন দণ্ড জন্য শ্বশুর মহাশয়কে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ দেখিয়া তাহা পূর্ব্বেই সংগ্রহ করিয়াছি, হুজুরের আদেশ হইলে উপস্থিত করিতে পারি।" জজ্ সাহেব আসামীর সাপাই গ্রহণে সম্মতি প্রদান মাত্রেই একটী লোক সাক্ষীর আসনে দণ্ডায়মান হইল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল—

"তোমার নাম, ধাম, জাতি ও ব্যবসায় কি?" সাক্ষী যথারীতি শফৎ পাঠ করিয়া কহিল,—

"আমার নাম কেনারাম বিশ্বাস, নিবাস হুগলি, জাতিতে তাঁতী, ব্যবসায় মুদিখানা।"

"তুমি এই আসামীকে জান? যদি জানা থাকে কোন্ সময়ে, কিরূপে, কোথায় পরিচয় হইয়াছিল?"

"উহাঁকে আমি চিনি, উহাঁর নাম ভৈরব মুখোপাধ্যায়। উনি মাঘ মাসে একদিন হুগলি ষ্টেসনের নিকট আমার দোকানে পাক করিয়া আহার করেন।" বাদীর পক্ষের এক জন উকিল কহিল,—

"তোমার দোকানে ত কত লোকই আহার করিয়া থাকেন। ইহাঁকে চিনিয়া রাখিবার হেতু কি?" সাক্ষী কহিল,—

"উহাঁর যেরূপ রাজপুত্রের ন্যায় চেহারা, তাহাই চিনিয়া রাখিবার একটী হেতু। বিশেষতঃ সেদিন

অনেকক্ষণ উনি আমার দোকানে ছিলেন, একখানি পঞ্চাশ টাকার নোট্ ভাঙ্গাইয়াছিলেন, আমার খাতায় সেই তারিখে ঐ নোট্‌খানির জমা খরচ আছে।" এই কথা বলিয়া দোকানদার আপনার খাতা আদালতে অর্পণ করিল।

আদালত দুই একবার খাতাখানি উল্টাইয়া পাল্টা-ইয়া সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"আসামী কোন্ তারিখে তোমার দোকানে নোট ভাঙ্গাইয়াছিল ?"

"বোধ হয়, সরস্বতী পূজার চারি পাঁচ দিন পূর্ব্বে।" আসামীর উকিল জজ্ সাহেবকে আসামীর বাক্যের সহিত এই সাক্ষি-বাক্যের ঐক্য দেখাইয়া দিলেন। এই সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ হইতেছে, এমন সময়ে জজ্ সাহেবের নামে একটী টেলিগ্রাম আসিল। জজসাহেব টেলিগ্রাম পাঠ করিয়াই উচ্চ স্বরে কহিলেন,—

"আসামী বে-কসুর খালাস্।"

ভৈরবের খালাসে এমন একটা আনন্দধ্বনি উঠিল যে, তাহাতে আদালত গৃহ ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইল। ভৈরবকে দাঙ্গাবাজ, তিরন্দাজ, বন্দুক লাঠি সড়কি চালাইতে মজবুত্ একটী ভয়ানক ডাকাইত বা অসমসাহসী বীর পুরুষ বলিয়া লোকে জানিত, তথাপি

তাহার প্রতি কাহারও আন্তরিক ঘৃণা ছিল না। সকলেরই যেন ভৈরবের প্রতি ভয়-মিশ্রিত একটু ভক্তি এবং কাজের লোক বলিয়া একটু স্নেহ ছিল। উপস্থিত দাঙ্গায় ভৈরব খুন্ জখম্ করিয়াছে বলিয়াও অনেকের বিশ্বাস ছিল, তথাপি ভৈরবের খালাসে সকলের আহ্লাদ হইল! কিন্তু কিরূপে কি হইল, বুঝিতে না পারিয়া সকলে অবাক হইয়া গেল।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ভ্যাভ্যা-গঙ্গারাম।

ভৈরব-চক্রে পতিত হইয়া সতীপতি বাবুর হরি-ভক্তি লোপ পাইল। ভৈরব শঙ্করপুরের দাঙ্গায় দেখা সাক্ষাৎ ক্ষুন্ জখম্ করিল। সেই দিন রাত্রে শর্ব্বাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পলায়ন করিল। স্বয়ং শর্ব্বাণী ও বাটীর দরওয়ান তাহার প্রমাণ দিল। তিনি মোকদ্দমার যোগাড় যত দূর করিতে হয়, করিলেন। তথাপি ভৈরব সকলকে রম্ভাপ্রদর্শন পূর্ব্বক খালাস হইল। যে টেলিগ্রাম্ পাঠ করিয়াই জজ্ সাহেব ভৈরবকে খালাস দিলেন, সতীপতি বাবু অনুসন্ধানে অবগত হইলেন যে, মেহেরপুর নিবাসী কৃষ্ণপুরের সদর নায়েব ভৈরবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১০ই মাঘ হইতে ১০ই ফাল্গুন পর্য্যন্ত বর্দ্ধমানের কারাগারে অবস্থান করিয়াছেন, বর্দ্ধমানের কারাধ্যক্ষ সেই টেলিগ্রাম্ দ্বারা জজ্ সাহেবকে ঐ সংবাদ দিয়াছেন। এই সকল রহস্য ভেদ করিতে না পারিয়া সতীপতি বাবু হত বুদ্ধি হইয়া পড়িলেন।

যে বিপক্ষের বলক্ষয় জন্য পুত্রাধিক স্নেহের পাত্র কনিষ্ঠ জামাতার সর্ব্বনাশের আয়োজন করিলেন, প্রাণের

অপেক্ষা অধিক প্রিয় অর্থের ভাণ্ডারের এক কোণ শূন্য করিলেন, সেই বিপক্ষ কৃষ্ণপুরের জমিদারেরা শঙ্করপুরের মোকদ্দমায় জয়লাভ জন্য গ্রাম্য দেবতার পূজা দিয়া মহিষ-মস্তক উপহার প্রেরণ পূর্ব্বক উপহাস করিয়াছে, সতীপতি বাবুর এ লজ্জা—এ ঘৃণা রাখিবার স্থান নাই। আবার সতীপতি বাবুর নামে গান বাঁধাইয়া ভিক্ষুক বৈষ্ণব ও পল্লীবালগণকে শিখাইয়া দিয়াছে, তাহারা যেখানে সেখানে সেই গান গাহিয়া বেড়ায়। বন্যার জলের ন্যায় অযশে, দেশ ছাপাইয়াগেল। কি করিবেন, কর্ত্তাবাবু "স্বখাত-সলিলে" হাবুডুবু খাইতে লাগিলেন।

সতীপতি বাবুর দুশ্চিন্তারও সীমা নাই। কৃষ্ণপুরের জমিদারেরা চিরকালই দুর্দ্দান্ত। তাহাদের বিষয় অধিক নয় বটে; কিন্তু লাঠির জোরে আঁটিয়া উঠিবার লোক ছিল না। সুরনগর ও কৃষ্ণপুর যেমন পাশাপাশি গ্রাম, ঐ দুই জমিদারের অনেক জমিদারিও তদ্রূপ পাশাপাশি। এই জন্য তাঁহাদিগের মধ্যে বিবাদ, প্রায়ই হইত।

যেখানে সতীপতি বাবুর একটী লাঠিয়াল যাইত, সেখানে কৃষ্ণপুরের দশ জন আসিত। সতীপতি বাবুর লোকে কোন এক স্থানের একটা বৃক্ষ কাটিলে

কৃষ্ণপুরের লোকেরা সেই স্থানের দশটা বৃক্ষ কাটিয়া লইত, সতীপতি বাবু কিছুই করিতে পারিতেন না। কিন্তু উপস্থিত মোকদ্দমার পরাজয়, সে সকল অপেক্ষা অধিক ক্ষতিজনক মনে করিতে লাগিলেন। কেননা মর্দ্দিত-লাঙ্গুল বিষধরের দংশন বড় ভয়ানক। স্বভাবতঃ ভীষণ ভৈরবকে বিনাশ করিতে গেলেন,—ভৈরব বিনষ্ট না হইয়া অধিকতর ভীষণ হইয়া উঠিল। এখন সে প্রজাগণকে ধরিবে,—আর বলিদান দিবে। এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া সতীপতি বাবুর মাতা ঘুরিয়া গেল।

কনিষ্ঠা কন্যা শর্ব্বাণী সর্ব্বাপেক্ষা আদরের বস্তু। শর্ব্বাণীর প্রতি বাৎসল্যে মোহিত হইয়া কখন কখন কর্ত্তার মনে এরূপ সংশয় হইত, তিনি টাকাকে অধিক ভাল বাসেন, কি শর্ব্বাণীকে অধিক ভাল বাসেন। "টাকাই ধর্ম্ম, টাকাই কর্ম্ম, টাকার জন্য মানুষজন্ম" এই সংস্কার যাঁহার শোণিতে শোণিতে অস্থিতে অস্থিতে মিশিয়া গিয়াছে, তাঁহার উক্তরূপ সংশয় শর্ব্বাণীর "নাল্পস্য তপসঃ ফলং"। সেই শর্ব্বাণীকে চিরবিরহিণী করিবার সংকল্প করিলেন, তাহাতে তৃপ্তি হইল না। বিধবা করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন। শর্ব্বাণীর সতীত্ব-মহিমা প্রকাশ পাইল। তাঁহার আন্ত-

রিক কামনা দেবতারা শুনিলেন। ভৈরবের প্রাণ বাঁচিল। কিন্তু কর্ত্তা মরমে মরিয়া গেলেন। কলঙ্কে দেশ ভরিয়া গেল। কোষ্ঠীতে যত কুগ্রহ বক্র ছিল, সকলের ফল এক কালে ফলিল। লজ্জায় কাহার সহিত মুখ তুলিয়া কথা কহিতে পারেন না। অথবা একের সঙ্গে কথা কহেন, তাকাইয়া থাকেন অন্য দিকে। স্ত্রীলোকেরা বলিতে আরম্ভ করিল, "বুড়ার বাহাত্তুরে ধরিয়াছে।" অন্তঃপুরে গমন করিলে গৃহিণী প্রায়ই দুকথা শুনাইয়া দেন। অন্যান্য পরিজনেরা কেহই আর পূর্ব্ববৎ শ্রদ্ধা ভক্তি করে না। সকলেরই চক্ষের বিষ হইলেন। জ্যেষ্ঠপুত্র, যিনি প্রথম হইতে শঙ্করপুর মামলার প্রধান উদ্যোগী ও পরামর্শদাতা, তিনিও এখন গতিক দেখিয়া পিতৃপক্ষ পরিত্যাগ করিলেন। সুবিধামতে পিতৃস্কন্ধে সকল দোষ নিক্ষেপ করিয়া স্বীয় শুদ্ধচারিতা জ্ঞাপনেও ত্রুটি করিতেন না। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া কাজেই সতীপতি বাবু "ভ্যাভ্যা-গঙ্গারাম"।

সপ্তম অধ্যায়।

শর্ব্বাণী হরণ।

"কুম্ভকারে ধূমাকার—ধূমামাকারে—মেঘাকার, মেঘাকারে জলাকার,—জলাকারে একাকার,—একাকারে বজ্রাঘাত, তাইতে নারীর গর্ভপাত।" এই ফয়সলা জারি করিয়া হবোচন্দ্র রাজার গবোচন্দ্র মন্ত্রী কুম্ভকারের প্রতি ফাঁসির আদেশ প্রচার করিলেন। সতীপতি বাবুর সিদ্ধান্তটাও প্রায় এইরূপ। শর্ব্বাণী জন্ম গ্রহণ না করিলে ভৈরবের সহিত তাহার বিবাহ হইত না। ভৈরব না থাকিলে সে শঙ্করপুরের দাঙ্গায় ক্ষুন্ জখম্ করিত না। সে ক্ষুন্ জখম্ না করিলে তাহার নামে মোকদ্দমা করিয়া এত ঠকিতে হইত না। অতএব শর্ব্বাণীই সকল অনর্থের মূল। এই জন্য শঙ্করপুরের মোকদ্দমার পর একদা যখন শর্ব্বাণী তাঁহার নিকটে আসিয়া অভিবাদন পূর্ব্বক কহিলেন,—

"পিতঃ, আপনি এমন হইলেন কেন? আপনাকে সর্ব্বদা বিষণ্ণ দেখিলে আমার প্রাণ কেমন করে। মোকদ্দমায় ত কোন অমঙ্গল হয় নাই যে, আপনার

অনুতাপ হইবে।" শর্ব্বাণীর আরও কথা ছিল। কিন্তু কর্ত্তাবাবু তাহা শেষ হইতে দিলেন না। তাঁহার কর যুগল হইতে চরণ যুগল আচ্ছিন্দন পূর্ব্বক "দূর হ, পাজি বেটী" বলিয়াই এক পদাঘাত! শর্ব্বাণী পিতার পদপ্রহার অপেক্ষাও তাঁহার মুখ-ভঙ্গী ও আরক্ত চক্ষু দেখিয়া অধিক ভয় পাইলেন। একটু সরিয়া বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার জীবনে যাহা ঘটে নাই, আজ তাহা ঘটিল।

মোকদ্দমার পর, ইহার পূর্ব্বে কর্ত্তার সহিত শর্ব্বাণীর আর সাক্ষাৎ হয় নাই, এই জন্য শর্ব্বাণী কর্ত্তার নিকট গিয়া কি করে কি বলে—শুনিবার জন্য গৃহিণী পশ্চাৎ আসিয়া দ্বারের অন্তরালে দণ্ডায়মানা ছিলেন। উক্ত ঘটনা হইবা মাত্র গৃহিণী দ্রুতপদে গৃহ প্রবেশ পূর্ব্বক "একেবারে অধঃপাতে গিয়াছ? এতো মৃত্যু লক্ষণ দেখিতেছি,—নহিলে এমন মতিচ্ছন্ন?" তীব্র কটাক্ষে কর্ত্তার প্রতি এই উক্তি করিয়া শর্ব্বাণীকে হাত ধরিয়া তুলিলেন। নিজ বসনাঞ্চলে চক্ষু মুছাইয়া দিলেন। "চল মা, চল, আমরা এখান হইতে যাই" বলিয়া দুই মায়ঝীতে বহির্গমন করিয়া একেবারে শর্ব্বাণীর প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হইলেন। যাইতে যাইতে শর্ব্বাণী কহিলেন,—

"মা, আমরা আসিবার সময় বাবারে কিছু বলিয়া আসিলাম না, হয়ত তাঁহার মনে দুঃখ হইল।" গৃহিণী "যিনি দুঃখের সাগরে ভাসিতেছেন, ইহাতে তাঁহার আর বেশি কি দুঃখ হইবে?" প্রকাশ্যে এই কথা কহিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,—

"আর আমার ভিতর বাহির সমান। মনটীও যেন গঙ্গাজলে ধোয়া। রাগ অভিমান কারে বলে, জানেন না! আজ কর্ত্তা যে কাজ করিয়াছেন,—শুধু আজ কেন, মোকদ্দমায় যাহা করিলেন, আমার ইচ্ছা হয় না যে, এ জন্মে আর তাঁর মুখ দেখি। আগে শর্ব্বাণীর কথা বলিতে কর্ত্তার চোকের কোণে জল আসিত। সেই শর্ব্বাণীর স্বামীকে ফাঁসি দিবার চেষ্টা করিলেন,—শর্ব্বাণী পায়ে ধরিয়া ভাল কথা বলিতে গেল,—তাহাকে লাথি মারিলেন। শর্ব্বাণীর রাগ নাই,—অভিমান নাই। আমাদের উপেক্ষায় কর্ত্তার মনে দুঃখ হইল কি না, সে তাই ভাবিতেছে"। প্রকাশ্যে কহিলেন, "শর্ব্বাণী, তোর কি কর্ত্তার উপর একটুও রাগ হয় নাই,—একটু অভিমানও হয় নাই?" শর্ব্বাণী কহিলেন,—

"হ্যাঁ মা, রাগ অভিমানেত সুখ হয় না, আরও মন খারাপ হইয়া যায়। দেখিয়াছি যে দিন রাগ

করি, সে দিনরাত্র অসুখে যায়।” কিয়ৎ ক্ষণ এই-রূপ কথোপকথনের পর দুই মায়ঝীয়ে নিঃশব্দে ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চার করিয়া কি পরামর্শ করিলেন। মাতা গৃহে চলিয়া গেলেন। শর্ব্বাণী লেখনীয় উপকরণ লইয়া কি লিখিতে লাগিলেন। অল্পক্ষণ পরে দাসীকে ডাকিয়া তাহার হস্তে এক খানি পত্র দিয়া কহিলেন,—

“এই পত্র খানি ডাক ঘরে দিবার জন্য দেউড়িতে দিয়া সত্বর আমার নিকট আইস।” দাসী জমাদারের হাতে পত্র দিয়া শীঘ্র ফিরিয়া আসিল। শর্ব্বাণী তাহার হস্তে আর এক খানি পত্র দিয়া কহিলেন,—

“এই খানি তোর নাইয়ের উপর চাপিয়া ধর্, পরে তাহার উপর আঁটিয়া সাঁটিয়া বেড় দিয়া কাপড় পর্। এই ভাবে বাহিরে গিয়া পত্র খানি চিঠির বাক্সে ফেলিয়া দিবি, যেন কেহ দেখিতে না পায়। বুঝিয়াছিস্ ত?” দাসী কহিল, “খুব বুঝিয়াছি। কিন্তু লেখন খানা কোথায় যাবে, বুঝিতে পারিলাম না।” শর্ব্বাণী হাসিয়া কহিলেন,—

“যমের বাড়ী, আমাকে নিয়ে যাইবার জন্য যমকে পত্র লিখিলাম।”

"বালাই! আমি যমের বাড়ী যাই।" এই কথা বলিয়া দাসী প্রস্থান করিল।

কর্ত্তা অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিয়াছেন, মেহেরপুরে দস্যুকে প্রাণে মারিতে পারিলাম না বটে, কিন্তু মনে মারিব। শর্ব্বাণীর দুঃখের কথা শুনিলে সে মরণাধিক যন্ত্রণা পাইবে। এই জন্য শর্ব্বাণীকে বিধিমতে পীড়ন করা একপ্রকার স্থিরই হইয়াছিল। অনুষ্ঠানও তদনুরূপ চলিতেছিল। জমাদারকে আদেশ হইয়াছে, শর্ব্বাণী যে সকল পত্র ডাকে পাঠাইবে, এবং তাহার নামে যে সকল পত্র আসিবে, তাহা অগ্রে তাঁহার হাতে পড়া চাই। সুতরাং দাসী জমাদারকে যে পত্র দিয়া গেল, তাহা কর্ত্তার হস্তগত হইল। কর্ত্তা অতি গোপনে সে পত্র পাঠ করিলেন, পাঠ করিয়া মনে বিলক্ষণ সুখ জন্মিল। পাঠকই বা সে সুখের অংশ কেন না পাইবেন? পত্র খানি নিম্নলিখিতরূপ।

"প্রাণাধিক,

কি কুক্ষণে শঙ্করপুরের মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছিল, বলিতে পারি না। ঐ মোকদ্দমার পর হইতে আমি পিতার চক্ষের বিষ হইয়াছি। যে পিতৃ গৃহ স্বর্গ মনে করিতাম, আজ তাহা আমার যম-

পুরী। আমার পিতা,—আমার সেই স্নেহের সাগর পিতা আমার প্রতি যে এত নিষ্ঠুর হইবেন, তাহা স্বপ্নেও জানিতাম না। শুনিয়া তোমার হৃদয় ব্যথিত হইবে বুঝিতেছি, তথাপি না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না, পিতা আমারে আজ পদাঘাত করিয়াছেন। আমার কি অপরাধে যে আমাকে এত পীড়ন করিতেছেন, আমি তাহা বুঝিতে পারিনা। আর তাই বুঝিতে পারি না বলিয়া, আমার এক গুণ দুঃখ শতগুণ হইতেছে। আমিই বা কি করিব, তুমিই বা কি করিবে। একটা পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীও উড়িয়া পলাইবার আশা করিতে পারে, কিন্তু আমার সে আশা নাই। এই যমপুরীর লৌহময় ভীষণ কবাট উদ্ঘাটিত হইবার নহে। আগে পিতার আদরে আমায় সকলে আদর করিত, এখন তাঁহার ভয়ে কেহ আমার সঙ্গে একটী কথা কয় না। আমি না কাঁদিতে পাইয়া হাঁপাইয়া মরিতেছি। নাথ, বল দেখি! এমন অবস্থায় মানুষ কদিন বাঁচে? একবার ভাবি, আমার দুঃখের কথা শুনাইয়া তোমাকে আর দুঃখ দিব না। আবার ভাবি, মনের কথা না বলিয়া তোমা হেন ধনে পর করিব কি করিয়া? প্রিয়তম, আরও শুন, আমার পূজা, দান, জলখাবার ইত্যাদিতে যে নিত্য খরচ

ছিল, তাহা বন্ধ হইয়াছে। দাস দাসীর ন্যায় দুবেলা দুই মুষ্টি অন্ন ভিন্ন আমার আর কিছুই নাই। বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কার বন্ধক দিবার ছলে কাড়িয়া লইয়াছেন। যেই জড়াও বালা দুই গাছি কেন লয়েন নাই, তিনিই জানেন। প্রাণেশ্বর, আর ত লিখিতে পারি না। এ সকল দুঃখও তৃণবৎ তুচ্ছ করিতে পারিতাম, যদি এ জন্মে একবারও তোমার সহিত সাক্ষাতের সম্ভাবনা থাকিত। কিন্তু পিতা আমার সে বিষয়ে বিশেষ সতর্ক, যাহাতে দাবদগ্ধা হরিণী বনের বাহির না হইতে পারে। অদৃষ্টেরই ফল, কে খণ্ডাবে বল। শ্রীচরণে নিবেদনেতি।

সেবা-বিমুখী দাসী
শর্ব্বাণী।"

এই পত্র খানি বাহিরে গেলে নিন্দা হইতে পারে, সে চিন্তা কর্ত্তা মহাশয়ের মনেও হইল না; পত্র পাঠে মেহেরপুরে দস্যুর মনে দুঃখ হইবে, তাহাই প্রধান লক্ষ্য। সুতরাং পত্র খানি সত্বর পাঠ করিয়াই ডাকে পাঠাইয়া দিলেন। তিন দিন পরে উত্তর আসিল। উত্তরও প্রথমে কর্ত্তার হাতে। পাঠকমহাশয় যখন "চাপান" শুনিয়াছেন, তখন উত্তর শুনিতে বাধ্য।

"প্রিয়ে,—

অদৃষ্টের ফল, কে খণ্ডাবে বল, এই যে প্রবাদ পদ্য তোমার লেখনী হইতে নির্গত হইয়াছে, তাহাই শিরোধার্য্য করিলাম। তাহাই আমার শোক-সাগরে মজ্জমান প্রাণের ভেলা-স্বরূপ হইল। নহিলে যক্ষপতির ন্যায় ধনেশ্বর সতীপতি বাবুর প্রিয়তমা কনিষ্ঠা কন্যা ও ভৈরব মুখোপাধ্যায়ের প্রাণাধিকা শর্ব্বাণীর এত দুঃখ কেমনে শুনিতেছি? প্রিয়তমে! শঙ্করপুরের মোকদ্দমায় সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করিয়া প্রাণে বাঁচিলাম, কি তোমার এই দুঃখ দেখিবার জন্য? তোমার এ পত্র পাঠ করা অপেক্ষা তোমার পিতৃ-নির্ম্মিত ফাঁসিকাষ্ঠে লম্বমান হওয়া আমার পক্ষে সহস্রগুণে ভাল ছিল। জীবনদায়িনি, আমাকে ক্ষমা করিও। আমি বলিলাম, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করিয়া প্রাণে বাঁচিয়াছি, এ কৃতঘ্ন বাক্য। আমি তোমারই পুণ্যফলে বাঁচিয়াছি। যখন শুনিলাম, আমি যে কদিন খুণী আসামী হইয়া হাজোতে ছিলাম, তুমি সে কদিন একাসনে বসিয়া কায়মনোবাক্যে দেবতার নিকট আমার জীবন ভিক্ষা করিয়াছ, এবং এক এক অঞ্জলি বিপ্রপাদোদন ভিন্ন সে কয় দিন আর কিছুই উদরস্থ কর নাই, তখনই বুঝিলাম, তোমারই পুণ্যফলে প্রাণে বাঁচিলাম, আমার কৃতিত্ব মিথ্যা। প্রিয়ে, বড় দুঃখ

রহিল, তোমার সম্মুখে বসিয়া বলিতে পারিলাম না যে, তুমি আমায় প্রাণ দিয়াছ। সাধ্বি, তোমায় একটা কথা বলিয়া রাখি, শঙ্করপুরের দাঙ্গায় অনেক সুড়্কি, অনেক বর্ষা আমার বুকে বিঁধে, অনেক তলোয়ারের চোট গায়ে লাগে, সব সহিয়াছি; বুঝি তোমার দুঃখ সহিতে পারিলাম না। তোমার দুঃখের প্রতিকার করা আমার অসাধ্য, কেবল সাধ্য আমার প্রাণত্যাগ। আমার জন্যই তোমার এত দুঃখ। আমিই তোমার,—

কাল ভৈরব।"

কর্ত্তা এই পত্র পড়িয়া বড়ই সুখী হইলেন। ভাবিলেন, ডাকাত বেটার ফাঁসি হইলে আমার এত সুখ হইত না; হয় ত অনুতাপের কষ্টই হইত, অধিকন্তু কলঙ্ক হইত। এ বেশ হইয়াছে। বাছাধন আমার সঙ্গে আসেন চালাকি করিতে। পত্রখানি পূর্ব্ববৎ আঁটিয়া শর্ব্বাণীর নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

যেদিন সর্ব্বাণী এই পত্র পাইলেন, সেই দিন, একটী ব্রাহ্মণ ভদ্রলোক দাসীর বাটী গিয়া তাহার হস্তে একটী টাকা ও একখানি পত্র দিল। কহিল "টাকাটী তোমার, পত্রখানি তোমার ছোট দিদি ঠাকুরাণীকে দিবে। দেখ! যেন এক প্রাণী টের না পায়।"

দাসী" টাকাটী তোমার" শুনিয়া কিছু সন্দিহান হইল। ভাবিল এ আবার কে? নষ্ট লোক নাকি? যাহা হউক, পত্রখানি গোপনে শর্ব্বাণীকে প্রদান করিল।

শর্ব্বাণী পড়িয়া দাসীকে কহিলেন,—

"তুই আমার সঙ্গে যাবি?" দাসী কহিল,—

"কোথা?"

"যমের বাড়ী।"

"বলি, ভাল কথা কি বল্‌তে জান না?" দাসী এই কথা বলিয়া একটু ভালবাসার রাগ করিয়া চলিয়া গেল।

শর্ব্বাণী পর দিন সন্ধ্যার পর মাতার ঘরে গিয়া তাঁহার চরণ ধূলি গ্রহণ করিলেন। মাতা কহিলেন,—

"আমার বড় ভয় করিতেছে, এই দেখ্, গা কাঁপি-তেছে।" শর্ব্বাণী কহিলেন,—

"কোন চিন্তা নাই; গা আমারও কাঁপিতেছে।" এই বলিয়া মাতার সঙ্গে বাটীর পশ্চাদ্দ্বার সম্মুখে উপ-স্থিত হইলেন। দ্বাররক্ষী সর্দ্দার উভয়কে প্রণাম করিয়া কর যোড়ে কহিলেন,—"এখনি?" শর্ব্বাণী কহিলেন,—

"হাঁ!" 'মা, গৃহে যাও।" বলিয়া ঘরের বাহির হইলেন। সর্দ্দার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল।

কিছু দূর গিয়াই একটী বন। সেই বনের মধ্যে খাল। শর্ব্বাণী বন মধ্যবর্ত্তী খালের ধারে উপস্থিত হইলেন। তখন ঐ খালে তিন খানি জনপূর্ণ ডিঙ্গি যেন কোন আরোহীর জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। শর্ব্বাণী তীর-বর্ত্তিনী হইবামাত্র একটী পুরুষ আসিয়া তাঁহার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক মধ্যের ডিঙ্গিতে তুলিয়া লইলেন। তৎ-ক্ষণাৎ ডিঙ্গাত্রয় পাশাপাশি হইয়া ঝপ্‌ ঝপ্‌ শব্দে তীরবৎ ছুটীয়া গেল।

অষ্টম অধ্যায়।

নূতন খবর।

স্ত্রী লোকের প্রাণ বুঝিয়াও বুঝে না। শর্ব্বাণীর গৃহত্যাগ ব্যাপার তাঁহার জননী পূর্ব্বাপর সকলই অবগত আছেন। আপনি পরামর্শ দিয়া, আপনি যোগাযোগ করিয়া তাঁহাকে পিশাচগ্রস্থ সতীপতি বাবুর হস্ত হইতে মুক্ত করিয়া তাঁহার যম যন্ত্রণা দূর করিলেন। তথাপি পশ্চাৎ দ্বার হইতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াই শয়ন গৃহের দ্বার রোধ পূর্ব্বক একাকিনী কাঁদিতে লাগিলেন, সমস্ত রাত্রি চক্ষু মুদিলেন না। কর্ত্তা মনে করেন, তিনি আর এখন শর্ব্বাণীর পিতা নহেন, কিন্তু গৃহিণী শর্ব্বাণীর জননীই আছেন। এই জন্য তাঁহার সহিত ভাল করিয়া কথা কহেন না, অন্তঃপুরে প্রায়ই আসেন না। কাজেই সে রাত্রি আর কিছুই জানিতে পারিলেন না। পরদিন প্রভাতে গৃহিণীর অবস্থা তাঁহার কর্ণগোচর হইল।

অন্তঃপুরে গেলেন। গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"কান্না ধরিয়াছ কেন?" গৃহিণী কহিলেন,—

"তোমার মরা খবর পাইয়াছি বলিয়া।" কর্ত্তা মনে করিলেন, তিনি অন্তঃপুরে বড় একটা আসেন না বলিয়া গৃহিণীর অভিমান হইয়াছে। এই ভাব মনে রাখিয়া কহিলেন,—

"আমার মরায় তোমার ক্ষতি কি? আদরের মেয়ে শর্ব্বাণী লইয়া ঘর কন্না কর।" এই কথা শুনিয়াই,—

"শর্ব্বাণীরে, মারে, আমায় ছেড়ে কোথা গেলিরে," বলিয়া গৃহিণী উচ্চৈস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। কর্ত্তা অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন,—

"বল কি গৃহিণি শর্ব্বাণীর কি হইয়াছে?" গৃহিণী আর কোন উত্তর দিলেন না। কেবল রোদন করিতে লাগিলেন। কর্ত্তা অনুসন্ধানে জানিলেন, শর্ব্বাণী গত নিশায় গৃহত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু কোন্ সময় কাহার সঙ্গে গিয়াছেন, কিছু জানিতে পারিলেন না। স্বয়ং শর্ব্বাণীর কক্ষে গমন করিয়া দেখিলেন, কৈলাশপুরী আজ শ্মশান হইয়াছে। শর্ব্বাণীকে পদাঘাতের কথা এখন বুঝি কর্ত্তার মনের এক কোণে উপস্থিত হইল। তাই কিছুক্ষণ নীরব ও গম্ভীর ভাবে রহিলেন। কত প্রকারের কত চিন্তা মনে

হইতে লাগিল। সে চিন্তা শর্ব্বাণীর জন্য নহে,—শর্ব্বাণীও তাঁহাকে ঠকাইল, সেই জন্য। পরক্ষণে একটা অনুসন্ধানের ধুম পড়িয়া গেল। ভৈরবের পত্র পাঠে ধারণা হইয়াছিল যে, সে শর্ব্বাণী পাইবার আশা ত্যাগ করিয়াছে। সুতরাং এ ঘটনায় ভৈরবের হস্ত আছে বলিয়া সহজে বিশ্বাস হইল না। তথাপি মেহেরপুরে একটা লোক পাঠান হইল। প্রকাশ্যে পাঠাইতে সাহস হয় না; শঙ্কা এই, পাছে ভৈরব লোকটার মাথা আস্ত চিবাইয়া খায়; এই জন্য গোপনে লোক পাঠান হইল, সে গোপনে সন্ধান লইয়া আসিবে।

চল পাঠক আমরাও একবার মেহেরপুরে ভৈরব ভবনে গমন করি। শর্ব্বাণীর যে পত্র খানি দাসী অঙ্গ বস্ত্রের মধ্যস্থ করিয়া গোপনে ডাক ঘরে দিয়া আসে, সেই পত্র খানি ভৈরবের নিকট হইতে চাহিয়া পাঠ করিয়া আসি। শর্ব্বাণী সে পত্রে এইরূপ লিখিয়া ছিলেন,——

"প্রাণেশ্বর,—

অদ্যকার ডাকে আর এক খানি পত্র পাইবে। সেই পত্রে আমার অবস্থা বিবৃত হইয়াছে। এখন আমি যে পত্র লিখি এবং আমার নামে যে পত্র আসে, অগ্রে তাহা পিতার হস্তে পতিত হয়। আমি সে

সন্ধান পাইয়াছি বলিয়াই তাঁহার সতর্কতা নষ্ট করিবার জন্য যাহা লিখিবার লিখিয়াছি। তুমিও তদনুরূপ উত্তর দিবে। কিন্তু এ পত্রের উত্তর লোক দ্বারা দাসীর নিকট এমন ভাবে পাঠাইবে, যেন দাসীও বুঝিতে না পারে যে তোমার পত্র। এ সেই দাসী যে আদালতে তোমার পোষাক লইয়া যায়। যে নরহত্যাকারী জেলা শুদ্ধ লোকের চক্ষে ধূলি নিঃক্ষেপ করিয়া নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে, সে যে একটা স্ত্রী কয়েদীকে পল্লী-গ্রাম বাসী জমিদারের কারাগার হইতে উদ্ধার করিতে পারে না, আমার সে বিশ্বাস নাই। মানুষের যাহা সাধ্য, তোমার তাহা অসাধ্য নহে, আমি ইহাই জানি। মা আমার সঙ্গায় আছেন। এখন কিরূপে কি করিতে হইবে, উপদেশ দিবে। কিন্তু খুব সাবধানে।

পিতৃ কারাগারে বন্দিনী শর্ব্বাণী।"

মাতার সহিত পরামর্শ করিয়া শর্ব্বাণী ভৈরবকে দুই খানি পত্র লেখেন। তন্মধ্যে এই খানির উত্তর দাসীর নিকট যেরূপে উপস্থিত হয়, পাঠক তাহা অবগত আছেন। এই পত্র পাইয়াই শর্ব্বাণী সর্দ্দারকে হাতের এক গাছি বালা খুলিয়া দিয়া সমস্ত কহিলেন। সর্দ্দার তৎক্ষণাৎ সম্মত হইল। ভাবিল, কর্ত্তাবাবু বড় পীড়াপীড়ি করেন, দেশে পলায়ন করিব এবং এই

বালা পুঁজি করিয়া চাস করিয়া খাইব। পরে যথা সময়ে "দুর্গা" বলিয়া শর্ব্বাণীকে ভৈরবের ডিঙ্গিতে তুলিয়া দিয়া আসিল। যিনি শর্ব্বাণীর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক ডিঙ্গিতে তুলিয়া ছিলেন, তিনি স্বয়ং ভৈরব।

ভৈরবের গৃহ জমিদারের ন্যায়। তাঁহার পিতামহ মেহেরপুরের মধ্যে এক জন প্রধান ভূমিপতি ছিলেন। পিতার সময় হইতে অবস্থা হীন হয়। আবার ভৈরব গুছাইয়া উঠিতেছেন। সতীপতি বাবুর প্রেরিত লোক গিয়া সহজে সে বাড়ির সম্বাদ লইতে পারিল না। ছদ্মবেশে জলের ঘাটে গিয়া স্ত্রী পরম্পরার মুখে সম্বাদ পাইল। সম্বাদটা কিছু বেশী রকমেই পাইল। রমণীগণ দশ মুখে প্রচার করিতেছেন। "ভৈরবের শ্বশুর মিন্সের বাহাত্তুরে ধরিয়াছে। নহিলে এমন চাঁদ হেন জামাইকে ফটকে দেয়? না আপন মেয়েকে জ্বালা দেয়? তাই কি কৃষ্ণনগরে রাখিলেন যে, কেঁহ গিয়া দেখিয়া আসিবে। বর্দ্ধমানের ফটকে পাঠাইয়া দিলেন। তা তিনি যেমন বুনো ওল, ভৈরব তেমনি বাঘা তেঁতুল। তিনি জেদ করিয়াছিলেন, মেয়েকে ভৈরবের বাড়ী পাঠাইবেন না। ভৈরব তাঁর ঘর বাড়ী লুট করিয়া, গোলা বাড়িতে আগুণ দিয়া, আর তাঁর পা ভাঁঙ্গিয়া দিয়া আপন স্ত্রী কাড়িয়া আনি-

য়াছে।” প্রেরিত লোকটী তিন দিন পরে সুরনগরে প্রত্যাগত হইয়া কর্ত্তা বাবুকে এই সম্বাদ দিল। কেবল দুই একটা কথা বাদ দিয়াছিল।

কর্ত্তা মনে মনে ভাবিলেন, এ বেটা কখনই মানুষ নয়। যথার্থই কাল ভৈরবের অবতার। নহিলে মানুষের কি এত সাহস হয়। এমন পিশাচের হাতে মেয়েটা পড়িল। যাহা হউক, গৃহিণীর রোদনে বুঝি একটু দয়া হইয়াছিল। তাই মেহেরপুরের সম্বাদ পাইবা মাত্র সত্বর অন্তঃপুরে গিয়া গৃহিণীকে কহিলেন,—

“তোমার মেয়ের জন্য ভাবনা নাই, সে মেহের-পুরে গিয়া ডাকাতের সর্দ্দারণী হইয়াছে।” গৃহিণী কোন কথা কহিলেন না। কেবল কর্ত্তার মুখের দিকে একটু তাকাইয়া মনে মনে কহিলেন, “কি নুতন খবরই দিলে।”

নবম অধ্যায়।

শর্ব্বাণীর সংশয়।

শার্ব্বাণীকে হরণ করিয়া লইয়া যাইবার কালে ডিঙ্গির মধ্যে তাঁহাদের কোন্ কথা হইল না। কেন না, দাঁড়ের ঝপ ঝপ শব্দে কিছুই শুনা যাইতেছিল না, বিশেষ সতীপতি বাবুর লোক জন কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবার শঙ্কাও বলবৎ ছিল। বাড়ী গিয়াও ভৈরব দুই চারি দিন শর্ব্বাণীর সহিত নির্জ্জনে বসিবার অবকাশ পাইলেন না; অপরিহার্য্য প্রভুকার্য্যের অনুরোধে তাঁহাকে কৃষ্ণনগর যাইতে হইয়াছিল, সতীপতি বাবু তাঁহাকে মেহেরপুরে ডাকাত বলেন, পূর্ব্ব হইতেই তিনি তাহা জানিতেন; আবার শর্ব্বাণীকেও ডাকাতের সর্দ্দারণী বলিয়াছেন, ইতিমধ্যে সে সম্বাদও পাইলেন। কৃষ্ণনগর হইতে বাড়ী আসিয়াই কৃষ্ণপুরের পত্র পাইলেন। পত্রপাঠ কৃষ্ণপুর যাইবার অনুরোধ, তৎপাঠে অবগত হইলেন। হাসিতে হাসিতে শর্ব্বাণীর নিকট গিয়া কহিলেন,—

"সর্দ্দারণি, সাগর ছেঁচিয়া মাণিক পাইলাম, কিন্তু গাঁথিয়া গলায় পরিবার অবকাশ পাই না, এই দেখ!" বলিয়া কৃষ্ণপুরের পত্র খানি তাঁহার হস্তে দিলেন। শর্ব্বাণী পত্রখানি খুলিতে খুলিতে হাসি-মাখান তির্য্যক্ নয়ন ভৈরবের দিকে ঈষৎ হেলাইয়া কহিলেন,—

"এ নূতন নাম কোথায় পাইলে?"

আদর করিয়া তোমার পিতা তোমার ঐ নাম দিয়াছেন। শুধু ঐ নাম নহে, উহার গোড়ায় আরও কিছু আছে।"

"কি?"

"ডাকাতের—"

"ইহার গোড়ায় আর কিছু নাই?"

"আছে বই কি!"

"তা কি?"

"মেহেরপুরে—"

"তবে ও নাম আমার অলঙ্কার।" শর্ব্বাণী পত্র খুলিয়া পাঠ করিলেন। পাঠান্তে কহিলেন,—

"আজ না গেলে হয় না?" ভৈরব কহিলেন,—

"না হইবে কেন? কিন্তু কর্ত্তব্যে বাধে।"

"সে কি?"

তুমি যেন জমিদারি-পুত্রী ;—আমি ত আর এখন জমিদার-পুত্র নহি, পরের বেতনভোগী ভৃত্য। প্রভুর আদেশ পালন আমার কর্ত্তব্য। আমার বংশ মর্য্যাদা হেতু, আর জানি না কি জন্য, প্রভু আমাকে অতিশয় স্নেহ করেন। সহজে আমার অপরাধ গ্রহণ করেন না। কিন্তু আমার ইচ্ছা নয় যে, স্নেহ ব্যপদেশে প্রভু সেবা হইতে পদমাত্র বিচলিত হই।"

"তবে যাও ; কিন্তু শীঘ্র আসিও। আমি এ জন্মে সুরনগর ভিন্ন অন্য স্থান দেখি নাই। তুমি আসিতে দেরি করিলে, এক কারাগার হইতে অন্য কারাগারে আইলাম, মনে হইবে। বিশেষ মন আর কথার ভার বহিতে পারে না।" ভৈরব শর্ব্বাণীর চিবুকে অঙ্গুলিত্রয় অর্পণ করিয়া কহিলেন,—

"প্রাণাধিকে, আমার গৃহ কারাগার বটে, কিন্তু তুমি ইহার স্বাধীনা ঈশ্বরী। আমিই তোমার কারাগারে বন্দী। আমি কল্যই আসিয়া তোমার মনমুটেকে খালাস করিব। সেখানে কাজ থাকে, আবার না হয় যাইব।" বলিয়া ভৈরব একটী উচ্চৈঃশ্রবাবৎ প্রকাণ্ড অশ্বে আরোহণ করিয়া কৃষ্ণপুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। শর্ব্বাণী অট্টালিকার ত্রিতলে উঠিয়া যতদূর দৃষ্টি চলিল, অশ্বারোহীকে দেখিলেন। পরে ভাবিতে

লাগিলেন, গত মাঘ মাসে সরস্বতী পূজার পূর্ব্ব দিন শেষরাত্রে একবার চকিতবৎ দেখিয়াছিলাম, আর পাঁচ মাস পরে এই দেখিলাম। তখন যেরূপ ব্যস্ততার সহিত পোসাকের বোঁচকাটী আমার হাতে দিয়া সপ্তাহ পরে আসিবেন বলিয়া প্রস্থান করিলেন, তাহাতে ক্রমে বুঝিয়াছিলাম, শঙ্করপুরের দাঙ্গায় হতাহত করিয়া পলায়ন করিলেন। পিতা ও জ্যেষ্ঠ নানা স্থানে লোক পাঠাইয়া সন্ধান পাইলেন না। শেষে এক মাসের পর আপনিই দেশে আইলেন। মোকদ্দমা উপস্থিত হইল। পরে শুনিলাম, যখন শঙ্কর-পুরের দাঙ্গা হয়, তখন তিনি বর্দ্ধমানে কারারুদ্ধ ছিলেন বলিয়া মুক্তি পাইলেন। বর্দ্ধমানেই বা কারারুদ্ধ কেন? সেখানেও কি দাঙ্গা হইয়াছিল? এই বা কি রোগ? দাঙ্গা হেঙ্গাম ক্ষুণ জখম বই কথা নাই। হউক, কত পুরুষের কত রোগ থাকে, এও একটা সেইরূপ। তবে, বড় ভয় করে, কোন্ দিন কোথায় শরীরে আঘাত লাগিবে, কি মারা পড়িবেন। আমি এবার দেখা পাইলে, পায় ধরিয়া প্রতিজ্ঞা করাইব, এমন কাজে না থাকেন। সে যাহা হউক, ক্ষুণ জখম করিয়াছেন কি না, জগদীশ্বর জানেন; কিন্তু তিনি যে শঙ্কর-পুরের দাঙ্গায় উপস্থিত ছিলেন, তাহাও মিথ্যা নয়।

তবে এসব কি ভেল্কি? আবার মামলার সময়, দাদা আপনি পরিয়া আদালতে যাইবেন বলিয়া, আমার নিকট তাঁহার (ভৈরবের) পোষাকটা চাহিয়া লইলেন। শেষে দাসী দ্বারা তাহা আদালতে উপস্থিত করিলেন; তাই বা কি? বাড়ী আইলে এক একটী করিয়া জিজ্ঞাসা করিব, সব না বুঝিয়া ছাড়িব না।" শর্ব্বাণী অনেক ক্ষণ ইত্যাদি প্রকার চিন্তা করিয়া গৃহকার্য্যে ব্যাপৃতা হইলেন।

দশম অধ্যায়।

ভৈরবের পুনর্বিচার।

ভৈরব পরদিন পূর্ব্বাহ্ণেই গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। শর্ব্বাণী আজ স্বহস্তে পাক করিয়া যথাসময়ে স্বামীকে আহারে বসাইলেন। সমস্ত অন্ন, ব্যঞ্জন, পায়স, মিষ্টান্ন, দুগ্ধ, আম্র, রম্ভা সম্মুখে সজ্জিত করিয়া দিয়া নিকটে উপবেশন পূর্ব্বক গললগ্নীকৃত বাসে কর যোড়ে মুখ-ভরা হাসির সহিত কহিলেন,—

"খাও খাও, আমার মাথা খাও।"

ভৈরব হাসিতে হাসিতে কহিলেন,—

"এ আবার কি কথা?"

"শুনেছি মেহেরপুরের গৃহিণীগণ এক গা গহনা পরিয়া ভোজন পাত্রের নিকট বসিয়া ঐরূপ না বলিলে পুরুষদের খাওয়া হয় না; তাই আমিও বলিতে আসিলাম।"

"এতও জান! ভাল! আজ রাঁধিয়াছে কে বল দেখি?"

"সর্দ্দারণী ।" এবার আর ভৈরবের একটু হাসিতে কুলাইল না ; হাসির চোটে ভাত ছুটিয়া শর্ব্বাণীর গায়ে লাগিল । হাসির বেগ সামলাইয়া কহিলেন,—

"বিশ্বাস হয় না ।"

"কেন ?"

"তেতলায় বসিয়া বাড়া ভাত খাওয়া যাদের চিরকালের অভ্যাস, তারা কি রাঁধিতে পারে ?"

"দরকার পড়িলেই পারে ।"

"রন্ধন শিখিবার জন্য তোমার এত কি দরকার পড়িয়াছিল ?"

"মনের মত রান্না রাঁধিয়া তোমারে খাওয়াইব, এই দরকার । তাই সাধ করিয়া রান্না শিখিয়াছিলাম । আজ আমার সে সাধ পূর্ণ হইল ।" এই কথা বলিতে বলিতে শর্ব্বাণীর অপাঙ্গে অশ্রু-বিন্দু সঞ্চিত হইল । এ অশ্রুর মূল্য, সেই জানে, যাহার চক্ষু দিয়া কখন প্রেমাশ্রু গলিত হইয়াছে ।

এইরূপ বাক্যালাপ হইতে হইতে ভৈরবের ভোজন শেষ হইল । ভৈরব আচমন করিয়া বিশ্রাম ভবনে প্রবেশ করিলেন । শর্ব্বাণীও তৎকালীন কার্য্য কলাপ সত্বর শেষ করিয়া স্বামীর সেবার্থ ভৈরবের পাদমূলে উপবেশন করিলেন । ভৈরব কহিলেন,—

"ভাল! তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি; আমার ইংরেজী পোষাকগুলি ছিল তোমার নিজের সিন্ধুকে, তাহা উহারা কিরূপে পাইল?" শর্ব্বাণী কহিলেন,—

"আমি দিয়াছিলাম।"

"তুমিও কি আমার বিনাশার্থ বাপ ভাইয়ের সঙ্গে যোগ দিয়াছিলে?"

"পোষাক দেওয়ায় যদি কোন দোষ হইয়া থাকে, তবে কার্য্যতঃ তাহাই ঘটিয়াছিল বই কি।"

"দাসীকে যেরূপ প্রস্তুত করিয়াছিল এবং যেরূপ সময়মত পোষাকটা উপস্থিত করিয়াছিল, আমি প্রথম হইতে সতর্ক না থাকিলে সর্ব্বনাশ হইয়া যাইত।"

"আমিও কিছুই জানিতাম না, আমাকে কিছু বলিয়াও রাখে নাই। দাদা নিজে ব্যবহার করিবেন বলিয়া যেমন চাহিলেন, আমিও অসন্দিহান চিত্তে প্রদান করিলাম।"

"তোমার দোষ কি!"

"থাকিলেই বা কি করিব? এ অপরাধের শাস্তি আমার তোলা রহিল। সে যাহা হউক, শঙ্করপুরের দাঙ্গার আরম্ভ হইতে তোমার কারামুক্তি পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনা আমাকে এক একটী করিয়া বলিতে হইবে।"

"কেন? জজ্ সাহেব হইয়াছ নাকি? তাই আবার জবানবন্দী দিতে হইবে?"

"তাই বা না হইবে কেন? কৃষ্ণনগরের আদালতে আসামীর আসনে দাঁড়াইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে জবানবন্দী দিতে পারিয়াছ; আর এখানে গদির উপর শয়ন করিয়া শর্ব্বাণীর বক্ষে পদ স্থাপন পূর্ব্বক আলবোলার নল টানিতে টানিতে জবানবন্দী দিতে পার না?"

"তা না হয় পারিলাম; তারপর?"

"তার পর আমার বিচারে তোমার ফাঁসি।"

"কিসের?" ঈষৎ হাসিয়া শর্ব্বাণী কহিলেন,—

"রমণী রাজ্যে সচরাচর যাহার ফাঁসি হইয়া থাকে।"

ভৈরব ঈষৎ হাসির ঋণ পরিশোধ করিয়া কহিলেন,—

"সেত রূপের—যৌবনের—কটাক্ষের—আর হাসির।"

"যদি তাই হয়, তবে তাই।"

"সে ফাঁসি ভৈরব অনেক দিন গলায় দিয়াছে, তাতে ভয় কি?"

"তাতে ভয় কি? তাতে ত প্রাণ যায় না।"

"প্রাণ যায় না বটে; কিন্তু যায় যায় হয়।" শর্ব্বাণী কহিলেন,—

"প্রাণ যায়, আর 'যায় যায়' হওয়ার অনেক অন্তর। তোমাকে দীর্ঘকালের জন্য ফাটকে দিব।"

"যে চিরজীবনের জন্য বন্দ্যোপাধ্যায়-নন্দিনীর প্রেমের ফাটকে আটক পড়িয়াছে, তার আবার দীর্ঘ কালের জন্য ফাটক কি?" শর্ব্বাণী কহিলেন,—

"আসামীর এত কথা শুনিতে আদালত বাধ্য নহেন। তুমি সত্য করিয়া বল, শঙ্করপুরের দাঙ্গায় ক্ষুণ করিয়াছিলে কি না?" ভৈরব হাসিতে হাসিতে কহিলেন,—

"না!" শর্ব্বাণী শুনিয়াছিলেন, তিনি কৃষ্ণনগরের আদালতেও এইরূপ জবাব দিয়াছেন। তাই কহিলেন,—

"যে দস্যু রমণী-রাজ্যের কারাদণ্ড বা প্রাণ দণ্ডকেও ভয় করে না, তাহাকে কিরূপে সত্য কথা বলাইতে পারা যায়, তাহাত আমার বুদ্ধিতে আইসে না।" ভৈরব কহিলেন,—

"হুজুরের হুকুম হইলে, এই বন্দী সে বুদ্ধি টুকু যোগাইয়া দিতে পারে।"

"তুমি আমার মত এমন উদার প্রকৃতির জজ্ কোথায় দেখিয়াছ, যিনি সামান্য লোকেরও পরামর্শ লইয়া কাজ করেন?"

"দেখিয়াছি। দায়ে পড়িলে সামান্য লোকের কেন, বাটীর পুরাতন ঢেঁকিরও পরামর্শ লইয়া কাজ

করিতে দেখিয়াছি।” শর্ব্বাণী এক গাল হাসিয়া কহিলেন,—

“সে আবার কি?”

“একজন রাগ করিয়া ভাত খায় নাই, ঢেঁকি-শালায় বসিয়াছিল। ইচ্ছা, বাটীর লোকেরা সাধ্য সাধনা করিয়া খাওয়ায়। যখন দেখিল, কেহই আর তাহাকে খাইবার জন্য অনুরোধ করিল না, তখন পৈতৃক পুরাতন ঢেঁকির পরামর্শক্রমে রন্ধনশালায় গমন করিল।” শর্ব্বাণী হাস্য-তরঙ্গ-বিক্ষিপ্ত হইয়া ভৈরবের জানূপরি ঢলিয়া পড়িলেন। কিয়ৎ ক্ষণ পরে কহিলেন,—

“যখন প্রয়োজন হইলে বুদ্ধি ধার করার নজির দেখা যাইতেছে, তখন তোমার কথা শুনা যাইতে পারে। বল,—কিরূপে তোমাকে সত্য কথা বলিতে বাধ্য করিতে পারি?”

“তোমার কারাদণ্ডে বা প্রাণদণ্ডে যে আমার ভয় হয় না, সেই নির্ভয়তাই আমার সত্য বলিবার কারণ।” শর্ব্বাণী কিঞ্চিৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া কহিলেন,—

“বুঝিয়াছি। তবে এখন বল, শঙ্করপুরের দাঙ্গায় ক্ষুণ করিয়াছ কি না?”

“না।”

“তবে তোমাকে লইয়া এত গোল হইল কেন?”

"আমার অস্ত্রাঘাতে কাহার প্রাণ নষ্ট হয় নাই, তাহা নিশ্চিত; তবে ঐ দাঙ্গায় যত ক্ষুণ্ণ জখম্ হয়, লৌকিক বিচারে সে সকলের কর্তৃত্ব আমাতে ছিল।"

"যাহাতে এত বিপদ, প্রাণ লইয়া টানাটানি, তাহাতে ছিলে কেন?"

"প্রভু-কার্য্য।"

"ইহা ভিন্ন কি প্রভুর অন্য কার্য্য নাই?"

"অবশ্যই আছে।"

"তবে তাহা করনা কেন?"

"তাহা করি না কেন, আর ইহা করি কেন, এ বিষয়ে আমার নিবৃত্তি প্রবৃত্তিই মূলকারণ।"

"সৎকার্য্যে নিবৃত্তি ও অসৎ কার্য্যে প্রবৃত্তি হয় কেন?"

"ঐ নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তির উপর আমার কোন কর্ত্তৃত্ব নাই।"

শঙ্করপুরের দাঙ্গায় কর্ত্তৃত্ব করিতে পার, আর নিবৃত্তি প্রবৃত্তির উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে পার না?"

শঙ্করপুরের দাঙ্গায় কর্ত্তৃত্ব করিয়াছিলাম বলিয়া আমার নিজের বিশ্বাস নাই; তবে লোকে সেই কর্ত্তৃত্ব আমার প্রতি আরোপ করিয়াছিল এবং তজ্জন্যই আমাকে দণ্ড দিবার চেষ্টা করিয়াছিল।" শর্ব্বাণী কিয়ৎক্ষণ নিরুত্তর রহিয়া কহিলেন,—

"কখন কখন কাহার মুখে শুনিতে পাই বটে, সবই ঈশ্বরের কার্য্য।"

"ঠিক ঐরূপ শুনিতে পাও না। অশুভ ঘটনাগুলি ঈশ্বরের কার্য্য এবং শুভ ঘটনাগুলি 'আমার' কার্য্য এইরূপ শুনিতে পাও।" শর্ব্বাণী এ সম্বন্ধে আর কথা না বাড়াইয়া সানন্দে কহিলেন,—

"তোমার হস্তে যে নর-হত্যা হয় নাই, ইহা আমার পরম সৌভাগ্য।" ভৈরব কহিলেন, —

"নরহত্যা করিব না বলিয়া আমার কোন স্থির সংকল্প ছিল না। তবে তাহা যে আমার হাতে ঘটে নাই, সে কেবল তোমার পুণ্য ফলে।" এই সকল কথা হইতে হইতে সন্ধ্যা হইল দেখিয়া শর্ব্বাণী,

"তোমার জবানবন্দী এখনও শেষ হয় নাই, রাত্রে সমস্ত শুনিয়া রায় প্রকাশ করিব।" বলিয়া গৃহ হইতে বহির্গতা হইলেন। ভৈরবও

"জজ্‌ বাহাদুরাণীর যোহুকুম্" বলিয়া প্রদোষ-কালীন ভ্রমণে নির্গত হইলেন।

একাদশ অধ্যায়।

ভৈরবের জবানবন্দী।

ভৈরবের বাটীর পুরোভাগেই তাঁহার পিতামহ প্রতিষ্ঠিত দেবালয়। ঐ দেবালয়ে শ্যামসুন্দর নামক বিগ্রহের সেবা হইয়া থাকে। শর্ব্বাণী বৈকালিক বেশবিন্যাস সম্পাদন করিয়া একখানি পবিত্র কৌষেয় বসন পরিধান করিলেন। পরে বাটীর অন্যান্য পরিজন সহ শ্যামসুন্দরের আরতি দর্শন করিয়া আসিলেন। সায়ংকালীন আহ্নিক ও জপ শেষ করিলেন। অনন্তর বসন পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক যথাসময়ে শয়ন-মন্দিরে গমন করিলেন। ভৈরব তখনও প্রত্যাগত হন নাই। শর্ব্বাণী একখানি পদাবলী গ্রন্থ লইয়া পাঠ করিতে লাগিলেন। পাঠ করিতে করিতে—

"একে কুলনারী ধনী তাহে সে অবলা।
ঠেকিল বিষম প্রেমে কত সবে জ্বালা॥
অকথন বেয়াধি এ কহা নাহি যায়।
যে করে কানুর নাম ধরে তার পায়॥

পায়ে ধরি কাঁদে সে চিকুর গড়ি যায়।
সোণার পুতুলি যেন ভূমেতে লুটায়॥
পুছয়ে কানুর কথা ছল ছল আঁখি।
কোথায় দেখিলা শ্যাম কহ দেখি সখি।
চণ্ডীদাস কহে কাঁদ কিসের লাগিয়া।
সে কালা আছয়ে তোর হৃদয়ে জাগিয়া॥"

এই পদটী দুই তিনবার পড়িলেন। পদাবলীর মধ্যে এই পদটী তাঁহার কেন ভাল লাগিল, তাহা তিনিই জানেন। কিন্তু বার বার পড়িতে লাগিলেন। গ্রন্থের অন্যান্য অংশ পাঠ করা রহিত হইয়া গেল। এমন সময়ে ভৈরব একগাছি সুদীর্ঘ মালতী মালা হস্তে করিয়া গৃহ প্রবেশ করিলেন। তখনও শর্ব্বাণীর অধ্যয়নের আবেশ ভঙ্গ হয় নাই। ভৈরব পশ্চাদ্‌বর্ত্তী হইয়া মালা দ্বারা তাঁহার কবরী বেষ্টন করিয়া দিলেন। দিয়া কহিলেন,—

"কোন্ ধারা অনুসারে আসামীর দণ্ড হইবে, তাহার আইন দেখিতেছ নাকি?" শর্ব্বাণী কহিলেন,—

"সে ধারা আমার মুখস্থ আছে। আমি পদাবলীর একটি পদ পড়িতেছি।"

"পদটা কি? শুনিতে পাই না?"

"শুনিতে পাও ; কিন্তু তুমি যেন মনে করিও না, আমি তোমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছি। ইহা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীমতীর উক্তি। তবে পড়িব না কি ?"

"পড়ই না শুনি।" শর্ব্বাণী পুস্তকের প্রতি দত্ত-দৃষ্টি হইয়া বলিলেন,—

"তুমি আমার প্রাণ সখা
হৃদয়ের লুকান ধন,
তোমায় না দেখে কাতর প্রাণী
দেখে জুড়াল জীবন,
বহুদিন অন্তে বঁধু সুধাবৃষ্টি এ মিলন।"

ভৈরব কহিলেন,—

"একবার পুস্তকখানা আমার হাতে দেও, পদটা নিজে পড়ি।" শর্ব্বাণী হাসিতে হাসিতে,—

"আর পড়ে না" বলিয়া পুস্তক খানি আলমারিতে তুলিয়া চাবি বন্ধ করিলেন। ভৈরব পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলেন, পদটা পুস্তকের নহে। শর্ব্বাণী কহিলেন,—

"এতক্ষণ কোথায় ছিলে ? খাবার নষ্ট হইয়া গেল যে।"

"দাঁত গুলি তার ছোলা ছোলা,
খোঁপায় ঘেরা মালতীমালা।"

"খোঁপায় ঘেরিবার জন্য মালতী-মালা গাঁথিতে এতক্ষণ হইল।" শর্ব্বাণী ভাবিলেন, একদিন কথায় কথায়, মালতী-মালা ভালবাসি, বলিয়াছিলাম, তাই আজ মালতী-মালা আনিয়াছেন। আমার সুখের জন্যই সর্ব্বদা ব্যস্ত। কখন শুনিলাম না যে, নিজের সুখের জন্য আমায় কিছু বলিতেছেন। প্রকাশ্যে কহিলেন,—

"কদম তলে চিকন কালা,

গলায় দোলে মালতী মালা।" বলিয়া কবরী হইতে মালা উন্মোচন করিয়া ভৈরবের গলায় দোলাইয়া দিলেন। ভৈরব কহিলেন,—

"এত যত্নে মালা আনিয়া খোঁপায় পরাইয়া দিলাম, আর তুমি খুলিয়া ফেলিলে। কেন? আমার একটু সুখ কি তোমার চক্ষে সয় না?" বলিয়া আহারে বসিলেন। সুমেরু শৃঙ্গস্থ রজতশুভ্রনির্ঝরিণীবৎ ভৈরবের হেমাভ কমনীয় কণ্ঠে সুবিশদ মালতী-মালা শোভা পাইতে লাগিল। শর্ব্বাণী দেখিয়া কৃতার্থ হইলেন। কহিলেন,—

"কেবল তোমার সুখ দেখিলে চলে কই?"

"মালা তোমার কবরীতে থাকাপেক্ষা আমার কণ্ঠে থাকিলে যদি তোমার অধিকতর সুখ হয়, তবে উহা আমার কণ্ঠেই থাকুক।"

"তোমার পায়ে নমস্কার! আপনি মালা আনিয়া আপনি পরিলে, আবার আমায় ঠকাইয়া দিলে।"

"কিসে আবার তোমার ঠকা হইল?"

"খোঁপার মালা খুলিয়া!"

"প্রেমের বাজারে দুই জনের এক সময়ে সমান ব্যাপারী হয় না। এক জন জিতে, এক জন ঠকে। আজ যে জিতিল, কাল সে ঠকিবে। আজ যে ঠকিল, কাল সে জিতিবে।" এইরূপ কথোপকথন চলিতে চলিতেই ভৈরব আহারাদি শেষ করিয়া শয়ন করিলেন। শর্ব্বাণী কহিলেন,—

"শয়ন করিলে যে?" ভৈরব কহিলেন,—

"কি করিব বল।"

"এত বড় চালাক লোকটা হইয়া টিকিট্ হারাইলে কিরূপে?"

"গাড়িহইতে উলুবনে ফেলিয়া দিলে, আর হারাইবে না?"

"টিকিট্ ফেলিয়া দিয়া এক মাস ফাটক খাটিলে, পাগোল নাকি?"

"তবে যেন নিশ্চিন্ত ভাবে বসিয়া থাকিয়া তোমার বাপের ফাঁসিতে ঝুলিলে বা দ্বীপান্তর হইলে বড় বুদ্ধিমান্ হইতাম, নয়? শর্ব্বাণী চকিত হইয়া বিস্মিতভাবে কহিলেন,—

"সে কি ?"

"সে আর কি ! ইচ্ছাপূর্ব্বক টিকিট হারাইয়া বর্দ্ধমানের কারাগারে প্রবেশ করিয়াছিলাম বলিয়াই, শঙ্করপুরের দুর্দ্ধর্ষ ভীষণ মামলায় নিষ্কৃতি পাইয়াছি।"

"তা ত শুনিয়াছি। কিন্তু কিছুত বুঝিতে পারি নাই। শঙ্করপুরের দাঙ্গার দিন শেষ রাত্রে তুমি পলায়ন করিলে। সম্ভবতঃ তাহার দুই এক দিন পরে কাটকে গিয়াছ। তবে শঙ্করপুরের দাঙ্গায় উপস্থিত ছিলে না, তাহা কিরূপে প্রমাণ হইল ?"

"তুমি নিতান্ত সরলা, সংসারের কুটিল পথ তোমার চক্ষে পতিত হয় না। এই সংসারে এমন একটী পদার্থ আছে, যে. সৃষ্টি—স্থিতি—প্রলয় এই ত্রিক্রিয়াত্মিকা শক্তি প্রভাবে না করিতে পারে এমন কাজ নাই ;—তাহার নাম অর্থ !! সেই 'অর্থেন সর্ব্বে বশাঃ' ;"

"তাই বুঝি সেদিন একতাড়া নোট্ সঙ্গে লইয়াছিলে ?" পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, ভৈরব যখন বর্দ্ধমানের কারাগারে গমন করেন, তখন তাঁহার অঙ্গবস্ত্র মধ্যে একতাড়া নোট পাওয়া যায়।

"আমি সরস্বতী পূজার পূর্ব্বদিন শেষ রাত্রে তোমার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া একেবারে হুগলি ষ্টেসনে উপস্থিত হই। তত্রত্য কোন দোকানে পর দিন

পূর্ব্বাহ্ণে আহারাদি করি। কিঞ্চিৎ অর্থ দ্বারা ঐ দোকানদারকে বশীভূত করিয়া তাহার খাতার একটী পত্র পরিবর্ত্ত করিয়া তাহাতে পাঁচদিন পূর্ব্বের জমা-খরচ লেখাইলাম। ঐ জমাখরচ মধ্যে আমার নামে একখানি পঞ্চাশ টাকার নোট্ জমা করাইলাম। আমি যে শঙ্করপুরের দাঙ্গায় উপস্থিত ছিলাম না, ঐ দোকান-দারের সাক্ষ্য তাহার এক প্রমাণ।" শর্ব্বাণী বিস্মিতা হইয়া কহিলেন,

"কি সর্ব্বনাশ! তারপর?"

"তার পর বর্দ্ধমানের শ্রীঘরে প্রবেশ পূর্ব্বক পাঁচশত টাকা দিবার অঙ্গীকারে কারাধ্যক্ষ মহাশয়কেও হুগলীর দোকানদারের পন্থাবলম্বন করাইলাম। বর্দ্ধমানের যে আদালত আমাকে কারাদণ্ড দিয়াছিলেন, কারাধ্যক্ষ মহাশয় সেই আদালতের কাগজপত্রও আবশ্যক মত সংশোধন করাইয়া রাখিলেন।"

"তাদের কি প্রাণের ভয় নাই?"

"আছে বই কি।"

"তবে কিরূপে এমন দুঃসাহসিক পাপাচার করে?

"প্রাণের ভয় মানুষকে পাপাচার হইতে নিবৃত্ত করিতে পারে না,—সে ধর্ম্মভয়।"

"তবে কি পাপাচার-বিরত মাত্রেই ধার্ম্মিক নহে?"

"না!"

"কেন?"

"পাপের অনুষ্ঠান মাত্রেই পাপ নহে, পাপের প্রবৃত্তিও পাপ। প্রাণের ভয় বা অন্য কারণে যাহারা পাপাচার করেনা, তাহারা ধার্ম্মিক নহে; পাপ করিতে নাই বলিয়া যাহারা পাপ করে না, তাহারাই ধার্ম্মিক।"

"তুমি কিরূপ পাপী?"

"যেরূপই হই, কারাধ্যক্ষ ও মুদির মত নহি।"

"কেন?"

"তাহারা প্রাণ ঘুচাইবার জন্য পাপ করিয়াছে। আমি প্রাণ বাঁচাইবার জন্য পাপ করিয়াছি। ঈশ্বরের জন্য প্রাণ; প্রাণের জন্য আমি,—আমার জন্য প্রাণ নহে।" শর্ব্বাণী কহিলেন,

"অত বুঝিবার শক্তি আমার নাই। তারপর কি হইল বল।" ভৈরব কহিলেন,—

"কৃষ্ণনগরের জজ্ সাহেব আমাকে যে একরূপ অপরাধী স্থির করিয়া হাজোতে দিবেন, আমি তাহা পূর্ব্বেই স্থির করিতে পারিয়াছিলাম। এজন্য, বর্দ্ধমানের মাজিষ্ট্রেট্ দয়া করিয়া প্রমাণ নাদিলে অন্যায়রূপে আমার প্রাণ দণ্ড হইবে, এই মর্ম্মে তাঁহার নিকট

আবেদন করি; তিনি সেই আবেদনানুসারে নদীয়ার জজ্‌কে টেলিগ্রাফ্‌ করেন এবং সেই টেলিগ্রাফের প্রমাণেই আমি মুক্তিলাভ করি।"

"আর একটী কথার উত্তর পাইলেই তোমার জবানবন্দী শেষ হয়।'

"কি?"

"তোমার পোসাকটী দাসী দ্বারা আদালতে উপস্থিত করা হইয়াছিল কেন? এবং কৃষ্ণপুরের জমিদারের পক্ষ হইয়া একজন সাহেব শঙ্করপুরে দাঙ্গা করিয়াছিল, এরূপ জনরবই বা শুনিয়াছি কেন?'

আমি ঐ পোসাকে অশ্বারোহণে শঙ্করপুর গিয়াছিলাম। ঐ পোসাকটী পরিয়া ঘোড়ায় চড়িলে কেহ বুঝিতে পারে না যে, আমি সাহেব নহি। তোমার পিতৃপক্ষীয় সাক্ষিগণ প্রথমে যেরূপ সাক্ষ্য দিয়াছিল, তদ্দ্বারা আদালতের বিশ্বাস হয় যে, একজন ইংরাজই শঙ্করপুরের দাঙ্গায় কর্ত্তৃত্ব করিয়াছিল,—আমি নিরপরাধ। পরে যখন দাসী ঐ পোসাক উপস্থিত করিয়া আমার পলায়নের প্রমাণ দিল, তখনই আদালত মত পরিবর্ত্তন করিলেন। বিপক্ষগণ আদালতকে উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিলেন যে, আমি সাধারণের চক্ষু হইতে আত্মগোপন মানসে ঐরূপ ছদ্মবেশ ধারণ

করিয়াছিলাম। বাস্তবিকও তাই! ফলে যদিও আত্ম-দোষ ক্ষালনের পূর্ব্বায়োজন সমস্তই শেষ করিয়া রাখিয়াছিলাম, তথাপি দামী পোসাক উপস্থিত করিয়া উক্তরূপ প্রমাণ না দিলে মুদির সাক্ষ্য বা বর্দ্ধমানের টেলিগ্রাম্ কিছুই আবশ্যক হইত না।" শর্ব্বাণী সজল নয়নে গদগদ বচনে কহিলেন,—

"ভগবতী রক্ষা করিয়াছেন, নহিলে আমিইত সর্ব্বনাশ করিয়াছিলাম।"

দ্বাদশ অধ্যায়।

ভৈরবের দণ্ড।

ভৈরব স্বমুখে স্বদোষ স্বীকার করাতে জজ্ বাহাদুরাণীর বিচারে নিষ্কৃতি পাইলেন না। রায় বাহির হইল—

"যে হেতু কয়েদী না থাকিলে কারাগার শ্রীহীন হয়। বহুদিন কয়েদীশূন্য থাকায় কারাগার ভগ্ন প্রায় হইয়াছে। এজন্য ভৈরবকে যাবজ্জীবন শর্ব্বাণীর হৃদয় কারায় নিরুদ্ধ করাই স্থির। বিশেষতঃ এই ভয়ানক দস্যুকে ছাড়িয়া দিলে, রমণীরাজ্য বিলুণ্ঠিত ও সম্পত্তি শূন্য হইবে।" এই হেতুবাদে ভৈরব কারারুদ্ধ হইলেন। যাহাতে এই কারাগার ভগ্ন করিয়া পলাইতে না পারেন, তাহারও বিশেষ ব্যবস্থা হইতে লাগিল। একদা ভৈরব শর্ব্বাণীর নবোজ্জ্বল রজত কর্ত্তিত চরণাভরণযুক্ত যাবক রঞ্জিত পদ যুগলের অপূর্ব্ব শোভা দর্শনে কহিলেন,—

"অন্য কয়েদী লৌহময় দৃঢ় শৃঙ্খল কদাচ ছিন্ন করিতে পারে; কিন্তু আমার পায়ের এশৃঙ্খল ছিন্ন করা আমার অসাধ্য।"

শর্ব্বাণী মনে করিলেন, আজ বড় সাধে স্বহস্তে আলতা পরিয়া ছিলাম, একটু কাজে লাগিল। মধুর হাসিতে মধুর স্বরে ভৈরবের হৃদয় মধুময় করিয়া কহিলেন,

"যে পরপীড়ন করে, মিথ্যা ব্যবহারে লোক বঞ্চনা করিয়া স্বার্থ সাধন করে, তাদৃশ ব্যক্তির স্মৃতিতেও পূর্ব্বে দেহমনকে অপবিত্র বোধ করিতাম।" ভৈরব কহিলেন,—

"আর এখন ?"

"সব বিপরীত !"

"সে কিরূপ ?"

এখন ওরূপ একটা লোক মনে করিতে গেলেই তোমাকে মনে হয়, আর দেহমন পবিত্র হইয়া যায়।"

তোমার এই পা দুখানি দেখিয়া আমারও অন্নদা-মঙ্গলের ভবানন্দ ভবনগামিনী অন্নপূর্ণাকে মনে পড়িল।

"———পা কোথা থুব বল।

আল্‌তা ধুইবে তোর নায়ে ভরা জল॥"

এই কথা শুনিয়া পাটনী তাঁহার পদ স্থাপন জন্য সেউতি দিয়াছিল। তোমার এ পা রাখিবারও অন্য স্থান নাই। ভৈরবের বক্ষ সেউতি এ পদ স্থাপনের উপ-

যুক্ত স্থান।” শর্ব্বাণী ঈষৎ ব্রীড়া বিকুঞ্চিত লোচনে কহিলেন,—

“একথা বলিতে নাই, অপরাধ হইবে।”

“আমার না তোমার?”

“আমার হইলেই তোমার, তোমার হইলেই আমার।”

“শাস্ত্রে কিন্তু এরূপ বলেনা; শাস্ত্রে বলে তোমার হইলে আমার; আমার হইলে তোমার নহে।”

“তা জানি; কিন্তু মানিতে ইচ্ছা করিনা। ইচ্ছা করি, তোমার যদি কোন পাপ বা পাপ প্রবৃত্তি থাকে, আমি তাহা সমস্ত লইয়া বিসর্জ্জন পূর্ব্বক তোমাকে চক্ষের উপর রাখিয়া মনের সুখে ঘর কন্না করি, তোমার জন্য আমি এক তিল স্বস্তি পাই না; সদা ভয়ে মরি, তুমি কখন কোথায় আগুন জ্বালিবে।” বলিয়া ভৈরবের চরণে মস্তক রাখিয়া শর্ব্বাণী রোদন করিতে লাগিলেন। ভৈরব তাঁহাকে অঙ্কে স্থাপন করিয়া মুখ মুছাইয়া দিলেন। কহিলেন,

প্রাণসখি, আমি তোমাকে ছাড়িয়া আর কিছুই করিবনা। তুমি আমার আপন হইতেও আত্মীয়, জীবন হইতেও অধিক প্রিয়,—তোমা হেন ধন আমার আর কি আছে? তোমার জন্য ধন, মান, খ্যাতি,

এমন কি রাজত্বও তুচ্ছ বোধ করিতে পারি। তুমি মনে ব্যথা পাইলে আমার কোন্ কাজে সুখ হইবে?” এই কথা কয়টী বলিতে বলিতে ভৈরবের আকর্ণ বিশ্রান্ত ইন্দীবর-বিনিন্দিত লোচন দ্বয় সলিল ভারাক্রান্ত হইল দেখিয়া, শর্ব্বাণী গায়ে হাত দিয়া কহিলেন,—

“নাথ, আমার মাথায় হাত দিয়া বল, আর কখন আপনাকে বিপদে ফেলিবে না?” ভৈরব ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন,—

“উন্মাদিনি, তুমি কি মনে কর, মানুষ ইচ্ছা করিলেই বিপদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে?”

“তোমার ও কেতাবি কথা আমি শুনিব না। আমার মাথায় হাত দিয়া বল যে, আর কখন অমন দাঙ্গা হাঙ্গামে থাকিবে না।” বলিয়া শর্ব্বাণী ভৈরবের দক্ষিণ হস্ত খানি লইয়া আপনার মস্তকে দিলেন, ভৈরব হাসিতে হাসিতে কহিলেন,—

“এখনিত ঘোর বিপদে পড়িলাম। পাগ্‌লি, বল, দেখি! তোর্ মাথায় হাত দিয়া কেমনে বলিব যে, কখন বিপদে পড়িব না?” শর্ব্বাণী বালিকার ন্যায় পদদ্বয় বিস্তৃত করিয়া পুনঃ পুনঃ শয্যায় ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন, আর বলিতে লাগিলেন,—

"কেন বলিবে না? বলিতে পার না? বলিতেই হইবে।" একটু আদর মাখান ক্রোধ প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন,—

"এখনও বলিতেছি, বল!" ভৈরব শর্ব্বাণীর জিদ্ দেখিয়া তাঁহার মস্তকে বামহস্ত ও চিবুকে দক্ষিণ হস্ত দিয়া কহিলেন,—

"এই আমি মেহেরপুর নিবাসী ভৈরব মুখোপাধ্যায় তোমার মস্তক স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি যে, কখন বিপদে পড়িবার ইচ্ছা করিব না।" শর্ব্বাণী একটু নীরবে থাকিয়া, ঈষৎ রণোন্মাদী উগ্রতা সহকারে,—পাঠক, যেন মনে করিও না, ইহা রণোন্মাদী ক্ষত্রিয় বা একরোহ বন্য বরাহের ন্যায় উগ্রতা;—বৈশাখী পূর্ণিমার রাকা শশধর-কিরণে যে উগ্রতা থাকে, সেই উগ্রতা সহকারে কহিলেন,—

"ইচ্ছা করিবে না,—কিন্তু বিপদে পড়িবে?"

করালবদনা কালীর করবিলসিত দৈত্যরাজের ছিন্ন বদনে যেরূপ গুম্ফ দেখা যায়, ভৈরবের গুম্ফরাজিও প্রায় তদ্রূপ। তবে তাহা অলক ও শ্মশ্রুকেশে সংলগ্ন নহে। শর্ব্বাণী তাঁহার পা ছাড়িয়া দিয়া সেই গুম্ফ দুই হস্তে ধারণ করিলেন। ভৈরব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বর্ণ-কদলীবৎ শর্ব্বাণীর বাহু দুইটী দুই হস্তে ধারণ করিয়া কহিলেন,—

"আমার ঊর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষ কখন বিপদে পড়েন নাই; আমি কখন বিপদে পড়িব না, আর তোমার গর্ভে যে সকল পুত্র হইবে, তাহারাও কখনও বিপদে পড়িবে না। আর কি চাও? এখন গোঁপ ছাড়িয়া দেও।" শর্ব্বাণী হাসিতে হাসিতে সেই সুললিত ভুজদণ্ড ভৈরবের কণ্ঠে অর্পণ করিয়া মধ্যাহ্ন কিরণোদ্ভাসিত অলিচুম্বিত স্থল কমলবৎ মুখ খানি ভৈরবের সেই গুম্ফের নিকট লইয়া গেলেন। ভৈরবের বাহুদ্বয়ও সুকুমার কায়া সুন্দরীকে বেষ্টন করিবার সুযোগ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইল।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

সংযম ও প্রতিহিংসা।

শর্ব্বাণীর প্রেম-অনুরোধ অপরিহার্য্য। আর দাঙ্গা-হাঙ্গামে পড়িতে না হয়, ভৈরবের এ ইচ্ছা বাস্তবিকই হইল। কিন্তু বালক কাল হইতে ভৈরবের স্বভাব শান্ত নহে। সাহস, বিক্রম ও বীরত্ব তাঁহার প্রকৃতির প্রধান উপাদান। আমরা যেমন একটী ঘটনা উল্লেখ করিলাম, তদ্রূপ বা তৎকল্প অনেক কাণ্ড ভৈরবের হস্তে সম্পন্ন হইয়াছে। সুতরাং ভৈরবের প্রকৃতির অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলি ক্রমশঃই পুষ্টতা ও পূর্ণতা পাইয়াছিল। দাঙ্গাহাঙ্গামের কাণ্ডেনি করাই ভৈরবের প্রধান ও প্রিয় ব্যবসায় ছিল। আমরা যে সময়ের গল্প করিতেছি সে সময়ে বঙ্গদেশীয় জমিদারগণ কিঞ্চিৎ স্বাধীন ভাবাপন্ন, সতেজ, প্রবল ও উচ্ছৃঙ্খল ছিলেন। পরস্পরের মধ্যে অন্যায়তঃ বিবাদ বিসম্বাদ প্রায়ই ঘটিত। দাঙ্গা, খুন, জখম ইত্যাদি ঐ বিবাদের অব্যভিচারী ফল। ঐ সময়ে যাঁহারা

দাঙ্গায় কর্ত্তৃত্ব করিতেন, তাঁহারা "কাপ্তেন্" নামে বিখ্যাত ছিলেন। তখন অন্যান্য কর্ম্মচারী অপেক্ষা কাপ্তেন দিগের অধিক আদর ও অধিক লাভ ছিল। আমাদিগের ভৈরব, ঐ কাপ্তেন গণের শিরোমণি। রাজ-পীড়নে যে পরিমাণে বাঙ্গালীর হৃদয় নিস্তেজ ও শরীর দুর্ব্বল হইয়া আসিতেছে, কাপ্তেনি সেই পরিমাণেই নীচ কার্য্য বলিয়া গণ্য হইতেছে। এই জন্য আমাদের বড়ই ভয় আছে, পাছে অধুনাতন শিক্ষিতগণ ভৈরবের দোষে জন সমাজে মুখ দেখাইতে না পারেন। কেননা ভৈরব সুশিক্ষিত হইয়াও ঐ "নীচ" কার্য্য অবলম্বন করেন। যাহাহউক, তৎকালীন জমিদার সমাজে ভৈরবের অতুল্য সম্ভ্রম ছিল। এই জন্য কৃষ্ণপুরের বেতনভুক্ হইলেও, ঐ কার্য্য হেতু ভৈরব নানা স্থানে সাদরে আদৃত ও পুরস্কৃত হইতেন। যে ভৈরবের প্রকৃতি, ব্যবসায় ও কার্য্যক্ষেত্র এইরূপ, সে ভৈরবের ভৈরবস্বভাব সংযত হওয়া কেমন কঠিন, তাহা সহজেই প্রতীত হয়; কিন্তু বলিহারি যাই! শর্ব্বাণীর রূপ, যৌবন ও প্রেমে! উহারা এই স্বভাবকে সংযত করিতে উদ্যত হইয়াছিল। যমুনার সুশীতল শ্যাম সলিলে ডুবিয়া থাকে বলিয়াই, কালীয়ের বিষে ভারত জ্বলিয়া যায় না।

হইলে কি হয়? মানুষের স্মৃতি ও কৃতির বীজ একেবারে নষ্ট হয় না। সুদীর্ঘ কাল একাদিক্রমে উদ্দীপনারূপ সিঞ্চনাদি না পাইলে, কদাচ উহার অঙ্কুর শক্তি নষ্ট হইতে পারে; কিন্তু মধ্যে মধ্যে উদ্দীপনা পাইলে উহা অমরভাবে রহিয়া যায়। ভৈরবের হৃদয়ক্ষেত্রে উক্তবিধ বীজ সকল ঐ ভাবে রহিল। যখন নাই, তখন কিছুই নাই! উদ্দীপনা উপস্থিত হইলে যে সেই! কিন্তু শর্ব্বাণীর ভয়ে অতিশয় সাবধান হইলেন। তিনি নিজে জানিতেন, সাবধানতা অসাবধানতা সকলই মিথ্যা, তথাপি সাবধানতা,—সে কেবল শর্ব্বাণীর ভয়ে।

ভৈরব শর্ব্বাণীর ভয়ে আরও কিছু করিলেন। প্রভুকার্য্য ব্যতীত আর কোথাও গমন করিতেন না। প্রভুর আদেশে যেখানে যাহা করিতে হইত, তাহাও যাহাতে শর্ব্বাণীর কর্ণ স্পর্শ না করে, তদ্বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হইলেন। কিন্তু একটী অগ্নিশিখা তাঁহার হৃদয়ে নিরন্তর জ্বলিতেছিল। তাহা সতীপতি বাবুর সম্বন্ধে প্রতিহিংসা। যতদিন শর্ব্বাণী সুরনগরে ছিলেন, ততদিন কিছুই করেন নাই। তিনি মেহেরপুরে আসার পর চারি বৎসরের মধ্যে ভৈরব নানা স্থানে সতীপতি বাবুর বহুল ক্ষতি করিয়াছিলেন। নীল

প্রস্তুত হইবার সময়ে উক্ত বাবুর পাঁচটী কুটীর নীল একটী কুটীতে আসিত। পরে উহা বিক্রয়ার্থ কলিকাতা প্রেরিত হইত। ভৈরব একবার সেই সমস্ত নীল নিকটবর্ত্তী নদীর জলে ফেলিয়া দেন। সতীপতি বাবুর কোন মহলের গোলাবাড়ীতে আটটা গোলাছিল। এক একটী গোলায় বিংশতি পৌটি ধান ধরিত। ভৈরব একবার ধান্যপূর্ণ ঐ গোলাবাড়ী দগ্ধ করিয়াছিলেন। এই সকল কাজে যে এক আধটা হত ও দুই পাঁচটা আহত না হইত, তাহা নহে; কিন্তু ভৈরবের এক গাছি কেশও কেহ স্পর্শ করিতে পারে নাই! এত কাজ করেন, তথাপি তাঁহার হৃদয়স্থ জ্বলন্ত শিখার একটু তেজ কমে না। এই জন্য ভৈরব কখন কখন চিন্তা করিতেন, এই অগ্নিশিখা আমাকে দগ্ধ না করিয়া নির্ব্বাণ হইবে না।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

ডেপুটী জামাই।

একদা অপরাহ্ণে ভৈরব বহির্বাটীর প্রাঙ্গনে একটী কদলীকাণ্ডের উপর্য্যধোভাগে অনেকগুলি সিন্দুর ফোটা দিয়া দুই শত হস্ত দূর হইতে উহার এক একটী ফোটা লক্ষ্য করিয়া শর বিদ্ধ করিতেছেন। পরিত্যক্ত শর, ফোটার একচুল এদিক্ ওদিক্ হইতেছে না। এমন সময়ে একটী সুসভ্য-পরিচ্ছদ-ধারী ভদ্রলোক তথায় উপস্থিত হইয়া কহিলেন,—

"মহাশয়, আমি আপনার কুটম্ব, প্রণাম করি।"

ভৈরব কহিলেন,—

"কে তুমি? তোমার সহিত কি আমার পরিচয় আছে?"

"আজ্ঞে! চাক্ষুষ পরিচয় নাই। তবে বলিলে আপনি আমায় চিনিতে পারিবেন। আমি সতীপতি বাবুর দৌহিত্রী কৃশোদরীকে বিবাহ করিয়াছি।"

"বটে! এস! এস! বাপাজি, তবে এখানে কি মনে করিয়া আসা হইয়াছে, বল দেখি? কর্ম্মস্থান

হইতে কবে আসিয়াছ ?"

"আজ চারিদিন বাটী আসিয়াছি; আপনার নিকট একটী নিবেদন আছে, কিন্তু—" বলিয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চার করিতে লাগিলেন।

ভৈরব বুঝিলেন, তাঁহার বক্তব্য গোপনীয়। কহিলেন,—

"ভাল! তুমি তবে এখন অন্তঃপুরে গমন করিয়া তোমার মাতৃস্বসার সহিত সাক্ষাৎ কর। পরে তোমার কথা শুনিব, কোন কথা তাঁহাকে বলিও না" ভৈরবের ঈঙ্গিত মাত্র একটী ভৃত্য আগন্তককে অন্তঃপুর লইয়া গেল।

অনন্তর রজনী উপস্থিত হইলে শর্ব্বাণীর ভগ্নীজামাতা ও ভৈরব দুই জনে একত্র বসিয়া কথোপকথন আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের কথোপকথন যেরূপ হইয়াছিল, তাহার মর্ম্ম এই। যেরূপে ভৈরব শর্ব্বাণীকে সতীপতি বাবুর কারাগার হইতে মুক্ত করিয়াছেন, কৃশোদরী-কেও সেইরূপে মুক্ত করা জামাই বাপার অভিপ্রেত। কেন না তাঁহাকে দরিদ্র বলিয়া দাদা শ্বশুর-মহাশয় অতি-শয় অবজ্ঞা করেন। কৃশোদরী স্বামি-গৃহে যাইলে আহারা-ভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, এই তাহাদের বিশ্বাস। অথচ কৃশোদরীর স্বামী চারি শত টাকা বেতনের এক-জন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট। শ্বশুরকুলের এতাদৃশ অহঙ্কার

ডেপুটী বাবুর অসহ্য; অথচ শর্ব্বাণী হরণের ন্যায় অসম সাহসিক কার্য্যের আয়োজন সম্পাদন ডেপুটী-কুলের অসাধ্য। এই জন্য ভৈরবের শরণাপন্ন হওয়াই স্থির হইয়াছে। কৃশোদরীর স্বামী-গৃহ, মেহেরপুরের নিকটবর্ত্তী। তাঁহার তথায় আসা হইলে, মধ্যে মধ্যে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইবেন বলিয়া, শর্ব্বাণীর আনন্দ হইবে। কেন না কৃশোদরী তাঁহার সমবয়সী এবং বালিকা কাল হইতে তাঁহার সহিত যত প্রণয়, পিত্রালয়ের আর কোন কামিনীর সহিত সেরূপ ছিল না। ভৈরব দেখিলেন, প্রথমতঃ শর্ব্বাণীর আনন্দ; দ্বিতীয়তঃ উপস্থিত কার্য্য ও এতাদৃশ অন্যান্য কার্য্যে সতীপতি বাবুর কৌলিক অভিমান এবং পারিবারিক গর্ব্ব চূর্ণ হইতে পারিবে। ভৈরব ডেপুটী বাবুর প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। কৃশোদরীকে পাল্কী করিয়া আনয়ন স্থির হইল। কেবল যে কার্য্যটুকু জামাই বাপার সাহায্য ব্যতিরেকে হইবার নহে, তাঁহাকে তন্মাত্র উপদেশ দিলেন। জামাই বাবু প্রস্থানের অনুমতি প্রার্থনা করিলে, ভৈরব কহিলেন,—

"সেকি! এই রাত্রে একাকী কোথা যাইবে?" জামাই বাবু কহিলেন, তাঁহার অশ্ব ও ভৃত্য নিকটে আছে। ভৈরব,—

"তবে চল! তোমার ঘোড়া দেখিয়া আসি" বলিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক একেবারে বহির্বাটীতে উপস্থিত। জামাই বাবু পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া কহিলেন,—"আপনি কেন অকারণ কষ্ট স্বীকার করেন; শয়নের সময় হইয়াছে।"

"না! না! অগ্রসর হও, তোমাকে একটু রাখিয়া আসি।" ভৈরব জামাই বাবুর অশ্বের নিকটবর্ত্তী হইয়া অশ্বের নানা স্থান টিপিয়া টিপিয়া দেখিলেন। পরে জামাই বাবুকে আরোহণের আদেশ দিয়া কহিলেন,—

"যথা সময়ে দিন ও সময় জানিতে চাহি।" জামাই বাবু,—

"পরশ্ব পত্র পাইবেন।" বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

ভৈরবের ব্যাঘ্র শিকার।

ভৈরব যে রাত্রে গ্রাম প্রান্তে শর্ব্বাণীর ভগ্নীজামাতাকে অশ্বে আরোহণ করাইয়া বিদায় দিলেন, সে রাত্রিটী শরৎ-শুক্লা-ত্রয়োদশী। রাত্রি অধিক হয় নাই। জ্যোৎস্নায় চতুর্দ্দিক অস্পষ্ট লক্ষিত হইতেছিল। ভৈরব গৃহাভিমুখে চলিতেছেন। বাম ভাগে অদূরে বন। ঐ বন মধ্যে বহু কালের একটী দীর্ঘিকা আছে। পার্শ্বস্থ মৃত্তিকা-স্তূপের উপরিভাগে কয়েকটা শৃগাল এমন ভাবে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল, যদ্দ্বারা ভৈরব অনুভব করিলেন যে, হয়ত জলপানার্থ ব্যাঘ্র দীর্ঘিকা মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। ভৈরব একাকী ও রিক্তহস্ত। গাত্রে অঙ্গরক্ষক বা একখানি উত্তরীয় পর্য্যন্ত নাই, কেবল একখানি সূক্ষ্ম পাড়ের কোঁচান ধুতি পরিহিত, তথাপি জলাশয়ের নিকটস্থ হইতে ইচ্ছা হইল। আবার শর্ব্বাণীর কথা মনে হইল। আপন মনে ঈষৎ হাসিয়া ভাবিলেন, তাহা হইলে

"বিপদে পড়া" হইবে। ইতিমধ্যে অল্প অল্প দেখিতে পাইলেন, যেন একটী লোক তাঁহার গৃহের দিক হইতে ছুটিয়া আসিতেছে। অল্পক্ষণ মধ্যে লোকটী নিকটবর্ত্তী হইয়া কহিল,—

"ফেউ ডাকিতেছে শুনিয়া মা আপনাকে এই রেব্‌লারটা পাঠাইয়া দিলেন।" শর্ব্বাণী তাঁহাকে আত্ম-রক্ষার্থ ছয়চুঙ্গি রিভল্‌বারটী পাঠাইয়াছেন। তখন ঐ প্রদেশে অত্যন্ত ব্যাঘ্রভীতি উপস্থিত হইয়াছিল। শর্ব্বাণীর অনিচ্ছা হইলেও ভগ্নী-জামাতার সঙ্গে আসিতেছেন বলিয়া নিষেধ করিতে পারেন নাই। এখন ফেউ ডাকিতেছে শুনিয়া অগত্যা বন্দুক পাঠাইয়া দিলেন। নতুবা ভৈরবের হাতে বন্দুক দিতে তাঁহার ইচ্ছা হয় না। ভৈরব ভৃত্যকে কহিলেন,—

"তবে চল! পুষ্করিণীর পাড়ে উঠিয়া দেখিয়া আসি, ফেউ ডাকিতেছে কেন।" ভৃত্য কহিল, "আপনি ওদিকে যাবেন না, মা বকাবকি করিবেন। আর আমারও গা কাঁপিতেছে।" ভৈরব মনে মনে হাঁসিয়া কহিলেন,—

"তবে তুই এই খানে দাঁড়াইয়া থাক্, আমি দেখিয়া আসি।"

"আমি একলা দাঁড়াইয়া থাকিব?"

"হতভাগা, থাকিতে না পার, এক দৌড়ে বাড়ী যাও, কিন্তু বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া গোল করিও না।" ভৈরবের এই দাসটী পুংলিঙ্গের বটে; কিন্তু কার্য্যে দাসীবৎ। তাঁহার মন্ত্র-শিষ্য সকল অন্য প্রকার। ভৃত্যকে দৌড়ের কথা বলিতে না বলিতেই তাহার দৌড় আরম্ভ হইল।

ভৈরব বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ক্রমে জলাশয়ের নিকটবর্ত্তী হইয়া উত্তর দিকের পাড়ের উপর উঠিলেন। দক্ষিণ ও পশ্চিম পাড়ের উপরে ফেউ ডাকিতেছে। ভৈরব জলাশয়ের মধ্যে নিম্নদৃষ্টি হইয়া দেখিলেন, পূর্ব্বদিকে জলসীমার নিকটেই তিনটী ব্যাঘ্র একত্র ক্রীড়া করিতেছে। ব্যাঘ্র তিনটীকে ভৈরবের ক্ষুদ্র বলিয়া বোধ হইল, কিন্তু ভৈরব ভিন্ন অন্যের পক্ষে তাহা সাক্ষাৎ যমদূত। দুইটী দ্বিপদে ভর দিয়া সরলভাবে দণ্ডায়মান হইয়া, পরস্পরকে অপর পদদ্বয়ে পরিবেষ্টন করিয়াছে এবং একটী অপরটীর গলদেশ কবোলসাৎ করিয়াছে। তৃতীয়টী উহাদিগের মধ্য ভাগে চতুষ্পদে দণ্ডায়মান হইয়া, কখন একের, কখন অপরের উরস্থল দংশন বা লেহন করিতেছে। ভৈরব পশ্চাৎ হটিয়া পাড়ের নিম্নে অবরোহণ করিলেন এবং বহিঃপৃষ্ঠ দিয়া পূর্ব্বদিকে গমন করিতে করিতে ভাবিতে

লাগিলেন, শর্ব্বাণী যদি তাঁহার দোচোঙ্গী বড় বন্দুকটী পাঠাইয়া দিতেন, তাহা হইলে প্রথম গুলিতে দ্বিপদে দণ্ডায়মান দুইটীর এবং দ্বিতীয় গুলিতে অপটীর প্রাণ সংহার করিতে পারিতেন। যে রিভল্‌বারটী নিকটে আছে, যদিও তাহার ছয়টী চোঙ্গ,—নিমিষ মধ্যে ক্রমান্বয়ে ছয়টী লক্ষ্য করা যাইতে পারে; কিন্তু সেটী ছোট; তাহার এক গুলিতে একটী ব্যাঘ্রের প্রাণসংহার সংশয়ের বিষয়। আরও ভাবিলেন, ছোট বন্দুক দ্বারা দণ্ডায়মান দুইটীর একটীকে প্রথম গুলি করিতে হইবে, দ্বিতীয় গুলি মধ্যবর্ত্তীকে; এক আওয়াজের পরই দ্বিতীয় লক্ষ্য স্থির রাখা বড় কঠিন, তাহাও ভাবিলেন। হয় দুইটী মরিবে একটী পলাইবে অথবা আমাকে আক্রমণ করিবে; নয় একটী মরিবে, অপর দুইটী আমাকে আক্রমণ করিতেও পারে। তিনটী ব্যাঘ্র নিমিষমধ্যে ক্রমান্বয়ে তিন গুলিতে সংহার করা সুনিপুণ শিকারীর কর্ম্ম; আমার অসাধ্য। আরও ভাবিলেন, এ গুলি বক্ষ ভিন্ন অন্যত্র লাগিলে বাঘ মারা পড়িবে না। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে ত্বরিত পদে দীর্ঘিকার পূর্ব্বপাড়ের বহিঃপৃষ্ঠে উপস্থিত হইলেন। মৃদুপদসঞ্চারে সতর্কভাবে পূর্ব্ব পাড়ের উপরে উঠিয়া দেখিলেন, শার্দ্দূলত্রয় পূর্ব্ববৎ অবস্থিত। যে দর্শন, সেই 'দুড়ুম দুড়ুম' শব্দে দুইটী আও-

য়াজ হইল। বন্দুক ছোড়ার পরক্ষণেই দেখিলেন, একটী জলে পড়িয়াছে, জল বিক্ষেপের ভয়ঙ্কর শব্দ হইতেছে, আর একটী তাঁহাকে আক্রমণ করিবার জন্য পূর্ব্ব-পাড়ের উপরে বিংশতি হস্তের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। দেখিতে দেখিতে ব্যাঘ্র একলম্ফে ভৈরবের গায়ের উপর পড়িয়া বাহুতে দংশন ও বাম জানুতে নখর প্রহার করিল! ভৈরব গুলি করিবার সুযোগ না পাইয়া তাহার গলদেশ এমন বলপূর্ব্বক টিপিয়া ধরিলেন যে, শৃগালধৃত কুররীবৎ ব্যাঘ্র নিশ্চেষ্ট হইল। তখন তাহাকে ভূমিতলে নিক্ষেপ করিয়া একটী পদা-ঘাতে মস্তক, ও একপদাঘাতে পঞ্জরাস্থি চূর্ণ করিয়া দিলেন। ইতিমধ্যে জলবিক্ষেপ শব্দও স্তব্ধ হইয়াছিল।

এখন ভৈরব অপর দুইটী ব্যাঘ্রের জন্য ব্যস্ত হই-লেন। তাহারা মরিল, কি আহত হইয়া পলায়ন করিল; কিম্বা অলক্ষিতভাবে তাঁহাকে লক্ষ্য করি-তেছে। উত্তমরূপে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিবার জন্য ক্ষণ বিলম্ব ব্যতিরেকে একলম্ফে একটী বৃক্ষে আরোহণ করিলেন। বৃক্ষ হইতে দেখিতে পাইলেন, যেখানে ব্যাঘ্রেরা ক্রীড়া করিতেছিল, তথা হইতে কিয়দ্দূর অন্তরে একটি ব্যাঘ্র পতিত রহিয়াছে। তৃতীয়টির কোন সন্ধান পাইলেন না। কিঞ্চিৎকাল তথায় অব-

স্থান পূর্ব্বক অবরোহণ করিলেন এবং রিভল্‌বারটি বাম কক্ষে রক্ষা করিয়া, দুইটি ব্যাঘ্রের লাঙ্গুল দুই হস্তে ধারণ পূর্ব্বক পাণ্ডবাহী ঘটোৎকচের ন্যায় গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

ষোড়শ অধ্যায়।

তার জন্যই প্রাণ কাঁদে।

শর্ব্বাণী ভৃত্য দ্বারা বন্দুক পাঠাইয়া উৎকণ্ঠিতভাবে ভৈরবের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। অনতিদীর্ঘকাল মধ্যেই বন্দুকের দুড়ুম দুড়ুম শব্দ তাঁহার শ্রুতি স্পর্শ করিল। তাহার পর চারিদিক্ নিস্তব্ধ। শৃগালের চীৎকারও বন্ধ হইয়া গেল। এই নিস্তব্ধ ভাব অনেক ক্ষণ রহিল দেখিয়া শর্ব্বাণীর উৎকণ্ঠা অধিকতর হইল। যাহার দ্বারা বন্দুক পাঠাইয়াছিলেন, সে বহির্বাটীতে প্রত্যাগত হইয়া একটী প্রকোষ্ঠের দ্বার রোধ করত তথায় নীরবে অবস্থান করিতেছে; অন্তঃপুর প্রবেশে বাবুর নিষেধ আছে। তিনি অন্য ভৃত্যকে তাঁহার অনুসন্ধানে পাঠাইবার মনন করিতেছেন। ইতি মধ্যে ভৈরব বহির্বাটীতে আসিয়া,—

"সীতারাম, সীতারাম" বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। যে ভৃত্য তাঁহাকে বন্দুক দিতে গিয়াছিল; তাহার নাম সীতারাম। সীতারাম রুদ্ধদ্বার গৃহের মধ্য হইতে উত্তর দিল,—

"আজ্ঞে, ভয় নাই! আমি আপনার জন্য এই খানেই আছি।" ভৈরব সহাস্য বদনে কহিলেন,—

"দুইটা ব্যাঘ্র আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছে,—তোমাকে খাইবে।" এই কথা বলিতে বলিতে মৃত ব্যাঘ্র দুইটী বহিঃপ্রাঙ্গণে রাখিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। বাবুর কথায় সীতারামের বড় অবিশ্বাস হইল না। সে দ্বার ঈষৎ উদ্‌ঘাটিত করিয়া তাহার সূক্ষ্মতম অবকাশ-পথে দৃষ্টি নিবেশ পূর্ব্বক দেখিল, বাস্তবিকই দুইটী প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র প্রাঙ্গণে শয়ন করিয়া আছে। সীতারাম পুনর্ব্বার বিলক্ষণরূপে দ্বার অর্গল বদ্ধ করিয়া হরিনাম যপ আরম্ভ করিল।

ভৈরব অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবামাত্র শর্ব্বাণী তাঁহার মল্লবেশ, সর্ব্বাঙ্গ শোণিতাক্ত, বস্ত্র ছিন্ন ভিন্ন রক্ত রঞ্জিত দেখিয়া উচ্চরবে কাঁদিয়া উঠিলেন। সেই শব্দে গৃহের অন্যান্য পরিজন, দাস দাসী শশব্যস্তে শর্ব্বাণীর প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হইল। ভৈরব শর্ব্বাণীর কাণ্ড দর্শনে কিঞ্চিৎ বিরক্ত ভাবে কহিলেন,—

"কি হইয়াছে? তাই তোমরা এত গোল করিতেছ? দুইটা বাঘ মারিয়া আনিয়াছি, বাহিরে পড়িয়া আছে, তাহার রক্ত আমার গায়ে লাগিয়াছে; আমাকে স্নান করাইয়া দেও।" বলিয়া দালানে

জলচৌকিতে উপবেশন করিলেন। বাঘের কথা শুনিয়া প্রায় সকলেই গোলযোগ করিয়া বাহির বাটীতে প্রস্থান করিল। একজন ভৃত্য কয়েক কলসী জল আনিল। শর্ব্বাণী ক্রন্দন সম্বরণ পূর্ব্বক গাত্র-মার্জ্জনী লইয়া ভৈরবের নিকটবর্ত্তিনী হইলেন। শরীরে ব্যাঘ্রের দন্তাঘাত ও নখাঘাত দর্শনে আবার গোল করিবেন ভাবিয়া শর্ব্বাণীকে কহিলেন,—

"আমি নিজে গাত্রমার্জ্জন করিতেছি, তুমি ঘরে যাও।" শর্ব্বাণী কহিলেন,—

"না! আমি গা ধুইয়া দিব।" ভৃত্য জল ঢালিতে লাগিল, তিনি গাত্রমার্জ্জন করিতে লাগিলেন। বাহু ও উরু দিয়া শোণিতস্রাব হইতেছে দেখিয়া কহিলেন,—

"একি! এসব কি?

ভৈরব কহিলেন,—

"বাঘে ধরিয়াছিল, তা কি করিব?"

"সর্ব্বনেশে, তোমারে বাঘে ধরিয়াছিল, না তুমি বাঘকে ধরিয়াছিলে?" ভৈরব হাসিতে হাসিতে কহিলেন,—

"না, না! সত্য সত্যই আগে আমারে বাঘে ধরিয়াছিল।"

"তাঁর পরে ?" ভৈরব ব্যাঘ্র শিকারের বিবরণ যথাযথ বিবৃত করিলেন। শর্ব্বাণীর শরীর, পবনচালিত অশ্বত্থ পত্রবৎ কম্পিত হইতে লাগিল। কহিলেন,—

"আগে আমি গলায় দড়িদিয়া মরি! পরে যাহা ইচ্ছা হয়, করিও।' আমারে আর এরূপে পোড়াইও না। অনন্তর ক্ষত স্থানে ঔষধাদি প্রয়োগ করিয়া উভয়ে শয়ন করিলেন। শর্ব্বাণীর ভগ্নীজামাতার নাম পরেশনাথ। পরেশনাথ কি করিতে আসিয়াছিল, শর্ব্বাণী জিজ্ঞাসা করায়, ভৈরব কহিলেন,—

"কৃশোদরীকে গৃহে রাখিয়া কর্ম্মস্থলে যাইবেন, তাই মধ্যে মধ্যে তত্ত্বাবধান করিতে বলিয়া গেলেন।"

"বল কি! এমন দিন হবে? কেশাদারীকে বাবা শ্বশুর বাড়ী পাঠাইবেন?" ভৈরব মনে মনে ভাবিলেন, যেরূপে তোমাকে পাঠাইয়াছিলেন। প্রকাশ্যে কহিলেন,—

"সেইরূপই ত শুনিলাম।"

"কেশা শ্বশুর বাড়ী যাইলে আমি দেখিতে যাইব; তাকে এখানে আনিব। আমার শ্বশুর বাড়ী আসার কথা হইলে, সে কত কাঁদিয়াছিল।"

শর্ব্বাণীর প্রীতিও যে তাহাকে আনিতে স্বীকার করিবার একটী কারণ, ভৈরব তাহা স্মরণ করিয়া কহিলেন,—

"তোমার জন্যই সে আসিতেছে।"

"সে আমায় বড় ভাল ভাসে, আমারও বাপের বাড়ীর মধ্যে কেবল তার জন্যই প্রাণ কাঁদে।"

এদিকে দুইটা মরা বাঘ দেখিয়া বাড়ীর ও পল্লীর লোকেরা মহা আনন্দ কোলাহল করিতে লাগিল। তখন বাঘ দুইটা মরা বলিয়া সীতারামের বিশ্বাস হওয়ায় মুদ্‌গর হস্তে বাহির হইরা ব্যাঘ্র দ্বয়কে অগণ্য আঘাত করিতে প্রবৃত্ত হইল; আর 'সীতারাম ভিন্ন বাঘ মারা যার তার কর্ম্ম নহে' বলিয়া স্বকীয় বিজয় ঘোষণা আরম্ভ করিল।

সপ্তদশ অধ্যায়।

সীতারামের সিপাহীগিরি।

পরদিন অতি প্রত্যুষে ভৈরব বাহিরে আসিয়া সীতারামকে কহিলেন,—

"সীতারাম, যে দীঘির পাড়ে কল্য রাত্রে ফেউ ডাকিয়াছিল, সেই দীঘির পূর্ব্ব পাড়ের উপর ঘড়ি ফেলিয়া আসিয়াছি; শীঘ্র লইয়া আইস। বেলা হইলে কে লইয়া যাইবে।" সীতারাম অধোবদনে মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে কহিল,—

"ঘড়ি ত বৈটকখানা ঘরের দেওয়ালে লাগান আছে।"

"সেটা নয়, যে ছোট সোনার ঘড়ি আমার নিকটে থাকে।"

"সেইটা? তা বাড়ী রাখিয়া গেলেই ত হইত।" সীতারাম প্রায়ই তাঁহার সঙ্গে এইরূপ অনাবশ্যক কথা কয়। কিন্তু ভৈরব তাহাতে বিরক্ত হন না। সীতারাম প্রাচীন, আর তাহার একটী বিশেষ গুণ ছিল, বড় বিশ্বাসী। এজন্য তার অনেক দোষ মার্জ্জনীয়। কহিলেন,—

"বাড়ী রাখিয়া যাইতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম, তুমি শীঘ্র যাও, বেলা হয়।"

"বেলা হোকনা ঠাকুর, সেখানে বাঘের ভয়ে কেহ যায় না। যমও নাকি আপনাকে ডরায়, তাই আপনি সেদিকে রাত্রে গিয়েছিলেন।"

"দিনমানে ভয় কি?"

"তাইত বটে! সেখানে বাঘের বাসা আছে।"

"আমি বলিতেছি, কোন ভয় নাই। না হয় একটা বন্দুক, আর একজন লোক সঙ্গে লও।" বন্দুকের কথা শুনিয়া সীতারামের মনটা কেমন করিয়া উঠিল। ভাবিতে লাগিল, "ভৈরব ঠাকুরও মানুষ, আমিও মানুষ। কাল একলা দুটো বাঘ মারিয়া আনিলেন—তিনি একেবারে মারিতে পারেন নাই, মরিল আমার মুগুরে, আমি কি একটাও মারিতে পারি না। যা থাকে কপালে!" কহিল,—

"তবে শীঘ্র বন্দুক দিন! সেখানে নিশ্চয়ই বাঘ আছে। আর অন্য লোক দরকার নাই। যদিই একটা বাঘ মারিতে পারি, সে আগে দৌড়িয়া আসিয়া আপনাকে বলিবে, আমি মারিয়াছি।" বন্দুকের নাম শুনিয়া সীতারামের উৎসাহ হইয়াছে বুঝিয়া, কহিলেন,—

"তা বটেত! তোমার বীরত্বের ভাঁগ অন্যে লইবে কেন?"

"আজ্ঞে হাঁ! ঠিক বলিয়াছেন।" বলিয়া, সীতারাম কাপড় গুছাইয়া পরিতে আরম্ভ করিল। ভৈরব একটী সামান্য প্রকার বন্দুক আনিয়া উপস্থিত করিলেন, তদ্দর্শনে সীতারাম কহিলেন,—

"গুলি টুলি পূরিয়া দিয়াছেন?"

"ঠিক্ আছে।" সীতারাম ভৈরবের পদধূলি লইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—

"পথের মধ্যে আপনি গুলি ছুটিয়া আমার গায় লাগিবে না ত?" হাসিবার যো নাই, হাসিলে পাছে সীতারামের বীরত্বে অবিশ্বাস করা হয়। কষ্টে হাস্য সম্বরণ করিয়া কহিলেন,—

"কল না টিপিলে ছুটিবে না।" বলিয়া কেমন করিয়া ধরিতে, কিরূপে কল টিপিতে হয়, বলিয়া দিলেন, সীতারাম শ্রীহরি স্মরণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিল।

দীর্ঘিকাটী ভৈরবের গৃহ হইতে প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ। সীতারাম মল্লবেশে কাপড় পরিয়াছে, ভৈরবের একটী পুরাতন জিনসাটিনের কোট্ যত্ন পূর্ব্বক রাখিয়াছিল, সেইটী গায় দিয়াছে, চাদর খানি মাথায় বাঁধিয়াছে, ক্ষুদ্র বন্দুকটী বাম স্কন্ধে রক্ষা করিয়া সিপাহী কদমে

পা ফেলিয়া চলিতেছে। দুঃখের বিষয়, আবশ্যক মতে পলায়নের অসুবিধা হইবে ভাবিয়া এক যোড়া পাদুকা পরিতে পারে নাই। ক্রমে বন মধ্যে প্রবেশ করিল। বাঁশ ঝাড়ের মূলে গোটাদুই শৃগাল নিদ্রিত ছিল। সেই মনুষ্য সম্বন্ধ-পরিশূন্য বন বিভাগে হঠাৎ সীতারামের পদশব্দ শুনিয়া শৃগালদ্বয় সাতিশয় ভীত হইয়া, শুষ্ক বংশ পত্রোপরি প্রচুর শব্দ উৎপাদন পূর্ব্বক বেগে পলায়ন করিল। সীতারামের হৃৎকম্প উপস্থিত,—ভাবিল বাঘে ধরিল। কোন্ দিকে কি হইল দেখিতে না পাইয়া এবং শব্দই বা কিসের, তাহাও বুঝিতে না পারিয়া বন্দুকের কল টিপিল। বন্দুকটি ছোট, কিন্তু আওয়াজ ত ছোট নয়। "দুড়ুম্" করিয়া ভয়ানক শব্দ হইল। যে শব্দ,—সীতারাম সেই "পপাত ধরণীতলে"। ক্ষণকাল পরে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক শশব্যস্ত হইয়া এদিক সেদিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল, পাছে তাহার "সিপাইগিরি" কাহারও চক্ষে পড়িয়া থাকে। সে নিবিড় বন, সেখানে মানুষ যায় না, তাই রক্ষা! কতকগুলা শাখাসুপ্ত পক্ষী বন্দুকের শব্দে কিচির মিচির করিয়া উঠিল। আরও কয়েকটা শৃগাল ইতস্ততঃ পলায়ন করিল। গলিত বংশপত্রের উপর আবার পূর্ব্ববৎ শব্দ হইল। সীতারাম বুঝিল, "গোড়ার

শেয়ালই যত নষ্টের গোড়া।” পূর্ব্ববৎ বন্দুক লইয়া দীঘির পূর্ব্বপাড়ে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইল।

শর্ব্বাণী পুনরায় প্রত্যূষে সেইদিকে বন্দুকের শব্দ শুনিয়া চিন্তিত হইলেন। ভৈরব বাহির বাটীতে আছেন, কি বেড়াইতে গিয়াছেন, অনুসন্ধান করিবার জন্য জনৈকা পরিচারিকাকে আদেশ করিলেন। পরিচারিণী বহির্ব্বাটী হইতে ভৈরব বাবুকে অন্তঃপুরে যাইতে গৃহিণীর আদেশ জানাইল। ভৈরব বাড়ীর মধ্যে গিয়া শর্ব্বাণীকে কহিলেন,—

“কি?”

শর্ব্বাণী হাসিতে হাসিতে কহিলেন,—

“কিছুই নয়!”

“তবে ডাকিলে কেন?”

“ডাকি নাই; আবার সেই বনে বন্দুকের শব্দ শুনিয়া, তুমি কোথায়, সন্ধান করিতে বলিয়াছিলাম।”

“বটে! তবে তুমি এক কাজ কর। তোমার সমুখে একটী গোঁজ পুঁতিয়া আমাকে দড়া দিয়া বাঁধিয়া রাখ।”

“যে মানুষ, পায়ে চট্‌কাইয়া বাঘ মারে, তারে বাঁধিবার দড়া কোথায় পাইব?”

“তরল তরুলতাবলীর নিবিড় হরিত পল্লবদাম মধ্যে হিঙ্গুল বর্ণের ফুল ফুটে,—তার কতই শোভা!

উদ্ভিদ্ রাজ্য জানেনা, আর কোন্ লতাপাতার মধ্যে কোন্ ফুলের তত শোভা! কিন্তু ভাই, তোমার সিন্দুর-বিন্দুদ্ভাসিত সীমন্তসহ তার তুলনা হয় না! ঐ সীমন্তের এক এক গাছি কেশ, ভৈরবকে বাঁধিবার এক এক গাছি দড়া।" শর্ব্বাণী মুখটিপিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন,—

"এমন পদ্মিনী ত আর কাহার নাই,—কেবল তোমারই আছে।"

"আজ তোমার সীতারাম বাঘ শিকারে গিয়াছে, তাই বন্দুকের শব্দ শুনিতেছ।" বলিয়া ভৈরব সীতা-রামপ্রয়াণের সমস্ত বিবরণ শর্ব্বাণীকে কহিলেন। শর্ব্বাণী বলিলেন,—

"সে পাগলের হাতে বন্দুক দিলে কি বলিয়া? সে যে আপনার গুলিতে আপনি মরিবে।"

"আমি ত পাগল নই, যে তার বন্দুকে গুলি পুরিয়া দিব।"

"ঘড়িটা কি পাওয়া যাইবে?"

"তুমিও যেমন! ঘড়ি ফেলিয়া আসিব কেন। সেখানে আমার একটু প্রয়োজন আছে, তাই তাকে পাঠাইয়াছি।" শর্ব্বাণী কহিলেন,—

"তোমার হাত ও পায়ের ঘা গুলা আজ কেমন আছে, দেখি?"

"সে ভাল হইয়া গিয়াছে, আর দেখিতে হইবেনা।" বলিয়া ভৈরব সত্বর পদে পুনরায় বহির্বাটীতে গমন করিলেন ;

এদিকে. সীতারাম নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিয়া অনেক সন্ধান করিল ; কিন্তু কোথাও ঘাড়িটী পাইল না। পরে ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চার করিতে করিতে দেখিতে পাইল, জলে একটা কি ভাসিতেছে। অপেক্ষাকৃত নিকটস্থ হইয়া দেখিল, একটী মৃত ব্যাঘ্র। সীতারামের আনন্দের সীমা নাই। তাহার উপর "দুড়ুম্ দুড়ুম্" করিয়া দুইবার বন্দুক ছোড়া হইল। এক আছাড়ে কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে ; এবার আর আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে "চিৎপটাং" হইলনা। গত রাত্রের ব্যাঘ্রদ্বয় অপেক্ষা যদিও এটী ক্ষুদ্র, কিন্তু সমস্তরাত্র জলে পতিত থাকায় বিলক্ষণ ভারী হইয়াছে। সীতারাম কি করে,--ব্যাঘ্রশিকারের প্রতিপত্তি লালসায় অতি কষ্টে শিকার লইয়া প্রভু সমীপে উপস্থিত হইল।

ভৈরব একদৃষ্টে পথ চাহিয়া বাহিরের ঘরে বসিয়াছিলেন। দূর হইতে সব্যাঘ্র সীতারামকে দেখিয়াই বুঝিলেন, গত রজনীতে তাঁহার দ্বিতীয় গুলি খাইয়া যে বাঘ জলে পড়িয়াছিল, সীতারাম তাহাই আনিতেছে। শিকারের পূর্ব্বে ভৈরব যে সকল অনুমান করিয়া

ছিলেন, তাহারই অন্যতম কার্য্যে পরিণত হইয়াছে দেখিয়া, অতিশয় প্রীত হইলেন। যে দুইটী বাঘ গুলিতে মরে, দুইটীই বক্ষে আঘাত পাইয়াছিল, ইহা ভৈরবের অপর প্রীতির কারণ।

সীতারাম নিকটে আসিয়াই ভৈরবকে কহিল,—"আপনারা কয়টা আওয়াজ শুনিতে পাইয়াছেন?"

অন্তঃসলিলা নদীর ন্যায় ভৈরবের অন্তরে অন্তরে হাসির তরঙ্গ খেলিতেছে; কিন্তু মুখ গম্ভীর করিয়া কহিলেন,—

"তিনটা।" সীতারাম কহিল,—

"একি সামান্য বাঘ, মহাশয়, একগুলি,—দুই গুলি,—তিন গুলি মারিয়াছি; তবে মরিয়াছে। কালিকার বাঘ দুইটা কটা গুলি খাইয়া মরিয়াছিল?"

"এক একটা।"

"বলেন কি! মহাশয়, তবে বুঝি সে দুটা ডব্‌গা বাছুর?"

"বোধহয়, তাই হইবে। সীতারাম, তোমার শিকারের পেটফুলো কেন?" সীতারাম কহিল,—

"বোধ হয়, পিলে জ্বর ছিল।"

"সীতারাম, তাইতে তিন গুলিতে মরিয়াছে। নহিলে, যে ভয়ানক বাঘ, পঞ্চাশটী গুলির কমে মরিত না।"

"আজ্ঞে! ঠিক বলিয়াছেন।"

"তবে তোমার শিকারটী একবার বাড়ীর মধ্যে দেখাইয়া আইস।"

"যে আজ্ঞে!" বলিয়া সীতারাম শর্ব্বাণীর কক্ষে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলে ভৈরব জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"সীতারাম, ঘড়ি?"

"সে কথা পরে হইবে।" বলিয়া সীতারাম প্রস্থান করিলে ভৈরব হাসিতে লাগিলেন।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

চোরদ্বয়।

যখন ভৈরবের বিবাহ হয়, তখন তাঁহার বয়স বিংশতি বর্ষ এবং শর্ব্বাণীর দ্বাদশ বর্ষ। বিবাহের পর শর্ব্বাণী অষ্টবর্ষ পিতৃগৃহে অবস্থান করেন। ভৈরব কখন কখন ইচ্ছামত শ্বশুরবাড়ী যাইতেন; কিন্তু প্রায়ই যাইতেন না। এই অষ্টবর্ষ সম্পূর্ণ স্বেচ্ছা বিহারী হইয়া এবং শর্ব্বাণীকে মেহেরপুর লইয়া যাওয়ার পর চারি বৎসর কিয়ৎ পরিমাণে সংযত, পরায়ত্ত ও ছদ্ম ভাবে আখ্যায়িকার উপাদানীভূত যে সকল কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহার আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিতে হইলে আর একখানি মহাভারত রচনা করিতে হয়। রচনায় আপত্তি নাই; কিন্তু পরের মস্তকে "পনস ভঞ্জনকারিগণের" অর্থাৎ গ্রন্থানুবাদকগণের ব্যবসায় হানির শঙ্কায় তাহা হইতে নিবৃত্ত হওয়া গেল। কেন না কলির ব্যাসদিগের প্রণীত মহাভারত প্রকাশ হইলে আর "দ্বাপ'রে" 'ব্যাসের ভারত বিকায় না। বিশেষতঃ গণেশের সহিত লেখার বন্দোবস্তও

হইয়া উঠিল না। পাঠক যদি মনে কর, কলিকালে গনেশ কোথা? তবে শুন। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের গণেশখণ্ডে লিখিত আছে, মানুষ বৃদ্ধ হইলেই গণেশ হয় এবং শরীর গোময়তুল্য পবিত্র হইয়া যায়। বোধ হয়, এইজন্যই "গোবর গণেশ" নামের সৃষ্টি হইয়াছে। শর্ব্বাণীলেখকও বৃদ্ধ; সুতরাং গোবরগণেশ। এই-জন্য ভৈরবের আর আর দুই একটী মাত্র কার্য্যের উল্লেখ করিয়াই, তাঁহার জীবনীর উপসংহার আরম্ভ করা যাইবে।

শঙ্করপুরের মোকদ্দমায় যে সকল ব্যক্তি সতীপতি বাবুর নিকট যথেষ্ট উৎকোচ গ্রহণ পূর্ব্বক ভৈরবের নরহত্যাপরাধের প্রমাণ দিয়াছিল, ভৈরব মুক্তি পাই-লেন দেখিয়া তাহারা যৎপরোনাস্তি শঙ্কিত হইল। তাহাদের বিশ্বাস ছিল, ঐ মোকদ্দমায় নিশ্চয়ই ভৈর-বের ফাঁসি, নয় দায়মাল হইবে। নতুবা ভৈরবের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিতে তাহাদের কদাচ সাহস হইত না। তাহাদের মধ্যে কয়েক জনের বাটী নিজ কৃষ্ণ-পুর ও মেহেরপুরে; এবং অবশিষ্টদিগের বাস উহারই নিটবর্ত্তী পল্লী বিশেষে। তাহারা আট জন। ভৈর-বের ভয়ে সকলেই রাত্রি করিয়া স্ব স্ব আবাস ত্যাগ পূর্ব্বক গো-বৎস-পরিজন লইয়া নিরুদ্দেশ হইল। ভৈর-

বের প্রতিহিংসা ন্যাকৃড়ার আগুন নহে—তুষের আগুন! উপরে কিছুই নাই, কিন্তু ভিতরে তেজস্বান্। তিনি নানা স্থানে চর প্রেরণ করিয়া তাহাদের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। অনেক অনুসন্ধানের পর অবশেষে অবগত হইলেন, তাহারা সকলেই যশোহর জিলার অন্তঃপাতী ক্ষুদ্র পল্লী বিশেষে একত্র বাস করিয়াছে এবং তত্রত্য একটী ভয়ঙ্কর দস্যু-দলে মিশিয়াছে। সংসারে যদি কোন ব্যবসায় থাকে, যাহাতে তাহারা পটুতা লাভ করিতে পারে, তাহা দস্যু বৃত্তি। কেন না কৃষ্ণপুর অঞ্চলের লোক গুলা স্বভাবতঃ দুর্দ্দান্ত লাঠিয়াল। তাহাতে আবার ভৈরবের শিষ্য! ভৈরব তাহাদের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণার্থ গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়া রাখেন।

অনেকেই অবগত আছেন, চাকদহ হইতে একটী পাকা পথ যশোহর গিয়াছে। ঐ পথটী "বেনের রাস্তা" বা "যশোর রোড" নামে অভিহিত। আর একটী কাঁচা পথ রাণাঘাট রেল্ওয়ের ষ্টেসনের দক্ষিণ হইতে আরম্ভ হইয়া সার্দ্ধ সপ্ত ক্রোশ অন্তরে গোপালনগরের পশ্চিমে, ঐ যশোররোডের সহিত মিলিত হইয়াছে। ঐ সন্ধিস্থল হইতে চাকদহ ষ্টেসনও ঐ পরিমাণে দূরবর্ত্তী। যে সকল ব্যক্তি রাণাঘাট হইতে চাকদহ

পর্য্যন্ত রেল্‌পথ এবং উপরি উক্ত পথদ্বয়ে ভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহাদের চক্ষে স্পষ্ট দৃষ্ট হয় যে, ঐ তিনটী পথ দ্বারা একটী সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ নির্ম্মিত হইয়াছে। রেল্‌পথ ভূমি এবং উক্ত কাঁচা ও পাকা পথ সমভুজ দ্বয়।

সীতারাম-বিজয়ের পর দিন রজনীযোগে ভৈরব অন্তঃপুরে শর্ব্বাণীর নিকট উপবেশন পূর্ব্বক কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে জনৈকা পরিচারিকা তথায় গিয়া তাঁহার হস্তে একখানি পত্র প্রদান করিল। পাঠ করিয়াই পত্রখানি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। পত্রখানি পূর্ব্বোপদিষ্ট পরেশ বাবুর লিখিত। পত্র ছিন্ন করিতে দেখিয়া শর্ব্বাণী কহিলেন,—

"কোথাকার পত্র? ছিঁড়িলে কেন?"

"সুরনগরের কর্ত্তা বাবুকে ৺গঙ্গা যাত্রা করা হইবে, তাই তোমারে লইয়া যাইবার জন্য 'বড়বাবু' আমারে পত্র লিখিয়াছেন। পিতাকে অন্তিম কালে দেখিতে যাইবে না?" শর্ব্বাণী সজলনয়নে গদ গদ বচনে কহিলেন;—

"আমার পিতার মৃত্যু উপস্থিত! আমি দেখিতে যাইব।"

"তিনি তোমাকে কত পীড়ন করিয়াছেন, তুমি তাঁহার বিনা অনুমতিতে পলাইয়া আসিয়াছ, তথাপি যাইবে?"

"তা হউক! তুমি অদ্যই বেহারা ঠিক করিয়া কল্য প্রত্যুষে আমাকে লইয়া চল।"

"তিনি যদি তোমার মুখ না দেখেন?"

"নাই দেখিবেন! আমি তাঁহাকে একবার শেষ দেখা দেখিয়া আসিব।"

শর্ব্বাণীকে অধিকতর কাতর দেখিয়া হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন, শ্বশুরবাড়ী হইতে তাঁহার নিকট পত্র আসিবার কোন সম্ভাবনা নাই। এ কথায় শর্ব্বাণীর বড় বিশ্বাস হইল না। ভৈরব কৌশলে সুরনগরের সম্বাদ আনাইয়া দেন; এবং শ্বশ্রু ঠাকুরাণীর নিকট মেহেরপুরের সম্বাদ পাঠাইয়া দেন; কিন্তু তিন বৎসরের অধিক কাল শর্ব্বাণী জননীকে দেখেন নাই, আজ ভৈরবের কৈতবালাপে তাঁহার জন্য প্রাণ কেমন করিয়া উঠিল। কহিলেন,—

"একবার মাকে দেখাতে পার?"

"তাহা না পারিব কেন? কিন্তু তাহা করিতে হইলে, আমাকে একবার নিজে সুরনগরে যাইতে হয়।"

"সুরনগরে যাইবে? কোন ভয় নাইত?"

"ভয় কি? ভয়ত তোমার পিতা ও ভ্রাতৃগণের? আমি সেখানে যাইব, সেখানকার একজন ভিন্ন আর

কেহই জানিতে পারিবে না।” শর্ব্বাণী বুঝিলেন, কেবল তাঁহার জননীই জানিতে পারিবেন। কহিলেন,—

“কবে যাইবে?”

“কল্যই।”

পত্রখানি পরেশ বাবুর! শর্ব্বাণীকে তাহার ছন্দাংশও জানিতে দিলেন না! পরদিন যথাযোগ্য আয়োজনে সুরনগরে গমন করিয়া কৃশোদরীকে লইয়া স্বামিগৃহে পাঠাইয়া দিলেন এবং শর্ব্বাণীকে জননী দেখাইবারও কিঞ্চিৎ সুচনা করিয়া আসিলেন। ক্রমশঃ সতীপতি বাবু জানিতে পারিলেন, যে কৃশোদরী হরণেও ভৈরবের সহায়তা আছে। এই সময়ে সতীপতি বাবু একদা কার্য্য উপলক্ষে কৃষ্ণনগরে আসিয়া কোন আত্মীয়ের নিকট কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়াছিলেন, তাঁহার পরিজন-পদ্মফুলে সুশোভিত মান-সম্ভ্রম-ঐশ্বর্য্য-প্রাকারে পরিবেষ্টিত, আট ঘাট বাঁধা সংসার-সরোবর ভৈরব-বন্যায় ভাসিয়া গেল। পরম্পরায় এই কথা ভৈরবের কর্ণ গোচর হয়।

যে দিন কৃশোদরী শ্বশুরভবনে আনীতা হইলেন, সেই দিন ভৈরবকে তথায় নিশা যাপন করিতে হয়। রাত্রি-দিন, ঝড়-বৃষ্টি, শীত-গ্রীষ্ম ইহার কিছুই ভৈরব

স্বকার্য্য সাধনের প্রতিবন্ধক মনে করেন না। ইচ্ছা করিলে সেই রাত্রিতেই গৃহে প্রত্যাগত হইতে পারিতেন। কিন্তু পরেশ বাবুর নিতান্ত ইচ্ছা যে, তিনি সেরাত্রি তাঁহার বাটীতে পাদ প্রক্ষালন করিয়া তাঁহাকে কৃতার্থ করেন। মরুভূমির যে শুভ্র বালুকা মধ্যাহ্ন তপনে কৃশানু কণিকাবৎ প্রতীয়মান হয়, তাহার উপরও নয়ন স্নিগ্ধকর হরিতাভ উদ্ভিদ বিশেষ জন্মে,—সেই উদ্ভিদে ফুল ফুটে। যে হিমানী রাশি জীব-শোণিত সংহত করিয়া প্রাণনাশ করে, তাহার উপরেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুগন্ধি কুসুম বিশিষ্ট শৈবাল বিশেষ উৎপন্ন হয়! ভৈরবের তাদৃশ দুর্দ্ধর্ষ নৃশংস স্বভাবেও সামাজিক রমণীয় গুণগ্রামের সমাবেশ দৃষ্ট হইত। পরেশবাবুর নির্ব্বন্ধাতিশয় অতিক্রম শিষ্টাচারবিরুদ্ধ মনে করিলেন। ভৈরব উচ্চ অঙ্গের সঙ্গীতে সুশিক্ষিত ছিলেন। সে শিক্ষা তিলকাঞ্চনীয় নহে। তাহা ব্যবসায় রূপে অবলম্বন করিলে তাহাতেও অর্থ ও খ্যাতি লাভ করিতে পারিতেন। ভৈরবের অভ্যর্থনা জন্য পরেশনাথ একটী ভোজের আয়োজন করেন। অনেকগুলি ভদ্রলোক সেই ভোজে নিমন্ত্রিত হইলেন। তখন নদীয়া জিলায় এমন লোক ছিল না, যে ভৈরবকে না

চিনিত। সমাগত নিমন্ত্রিতগণকর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া ভৈরব সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন। ভৈরব যখন বাম জঙ্ঘোপরি উপবেশন ও দক্ষিণাংসে তানপূরা সংলগ্ন করিয়া বাম হস্ত সঞ্চালন পূর্ব্বক গগনভেদী গম্ভীর স্বরে গান করিতে ছিলেন, তখন দর্শক ও শ্রোতৃগণের বোধ হইয়াছিল, পার্ব্বতীর সঙ্গীত শ্রবণ বাসনা পরিতৃপ্তি জন্য প্রকৃত ভৈরবই গান করিতেছেন। সকলেই ভৈরবের গানে বিমোহিত ও চতুর বচনের মধুরালাপে পরিতৃপ্ত হইলেন। পরে ভোজনাদি শেষ করিয়া সকলে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

ভৈরব ও পরেশের গৃহস্থ সমস্ত পরিজন ক্রমশঃ নিদ্রিত হইলে গভীর রাত্রে পরেশের তোষাখানা ঘরে সিঁদ হইল। সেই ঘরে হাত বাক্সে ঘড়ি, চেন্ এবং হাপ বাক্সে অনেক উৎকৃষ্ট বসন ও বাসন ছিল। দুই জন চোর গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক সেই সব দ্রব্য আত্মসাৎ করিয়া পথ ছাড়িয়া মাঠে মাঠে যাইতে লাগিল। দুই জনের মাথায় বসন ও বাসনের দুইটী প্রকাণ্ড মোট। তাহারা গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া অনেক দূর পৌঁছিল। হঠাৎ মাঠের মধ্যে তাহাদের পৃষ্ঠে দুই খানি থান ইট এককালে নিঃক্ষিপ্ত হইল। ইট খাইয়া চোরদ্বয় মাথার মোট ফেলিয়া দিয়া পশ্চাৎ দৃষ্টিতে দেখিল, দশ পনর

হাত অন্তরে একটী মানুষ আসিতেছে। তাহারা মেরুদণ্ডে আহত হইয়াও অতিকষ্টে দৌড়িতে আরম্ভ করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে পুনরায় পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখে, সেই মানুষ সেইরূপ অন্তরে আসিতেছে! পুনরায় দৌড়—পুনরায় পশ্চাদ্দর্শনে দেখিল,—সেই মানুষ অতি নিকটে। জলদ-গম্ভীর স্বরে উক্তি হইল,—

"দৌড়াও,—কত পার দৌড়াও!" চোরেরা প্রাণে মরিয়াও দৌড়িতে লাগিল। কিন্তু আর পারে না। তাহাদের বেগ মন্দ—মন্দতর হইয়া আসিল। পুনরায় সেই উক্তি,—

"দৌড়াও! দৌড়াও!" চোরেরা আর কয়েক পদমাত্র গিয়াই বসিয়া পড়িল। অনুগামী পুরুষ নিকটস্থ হইলেন। তাহারা তাঁহার পা জড়াইয়া কহিল,—"আপনি যেই হউন, আমাদের রক্ষা করুন।"

পুরুষ কহিলেন,—"তোমরা যে বাড়ীতে চুরি করিয়াছ, সেই বাড়ীতে চল।" চোরেরা প্রথমে ইষ্টকাঘাতের আস্বাদ লইয়াই বুঝিয়াছিল, পুরুষের হস্তে কত বল। আবার কণ্ঠস্বর শ্রবণে ও আকৃতি দর্শনে বুঝিল, ইনি সাক্ষাৎ ব্রহ্মদৈত্য। দ্বিরুক্তি না করিয়া অগ্রে অগ্রে চলিল। যেখানে মোট দুইটী ফেলিয়াছিল, ক্রমে সেই স্থানে পৌঁছিল। ব্রহ্মদৈত্য কহিলেন,—

"মোট দুইটী মাতায় লও।" তৎক্ষণাৎ পথি-পার্শ্বে নিঃক্ষিপ্ত মোট দুইটী চোরদ্বয়ের মস্তকে উঠিল, এবং কিয়ৎকালের মধ্যেই পরেশের তোষাখানায় প্রবেশ করিয়া মোটের দ্রব্যাদি যে যেখানে ছিল, স্ব স্ব স্থান অধিকার করিল। পরে চোরদ্বিতয় সিঁদটী বন্ধ করিতে আদিষ্ট হইল। যে আদেশ—সেই কার্য্য। অনন্তর চোর প্রবরদ্বয় কৃতাঞ্জলি পুটে কহিল,—"হুজুর, আর কি হুকুম হয়?"

"পাঁচ হাত মাপিয়া নাকে খত দাও যে, আর পরের বাড়ী চুরি করিবে না।"

"যে আজ্ঞা" বলিয়া চোরেরা তাহাই করিল। ব্রহ্মদৈত্য কহিলেন, "তোমরা কি লোক? তোমাদের লাঙ্গল গোরু আছে?"

"আজ্ঞে, তা থাকিলে আর এমন থান ইট খাইতে আসি।"

"কত টাকা হইলে তোমাদের লাঙ্গল গোরু হয়?"

"পঞ্চাশ পঞ্চাশ টাকা।"

"তোমরা, পরশ্ব মেহেরপুরে ভৈরব মুখোপাধ্যায়ের বাটী যাইও, টাকা পাইবে।" ভৈরবের নাম শুনিয়াই চোরদিগের নূতন ব্যবসায় অর্থাৎ লাঙ্গল গোরু মাথায় উঠিল। "ভৈরযোঽয়ং ইষ্টকপ্রহারাৎ" অনুমান

করিয়া যমের চক্ষু ছাড়া হইবার জন্য মহাব্যস্ত হইল।

"যে আজ্ঞা! তাই যাইব" বলিয়াই পৃষ্ঠ প্রদর্শন। ভৈরবের নিদ্রা কুক্কুরবৎ জাগরণশীল, মূষিক সঞ্চারে ভঙ্গ হয়। তোষাখানার পার্শ্ব প্রকোষ্টে নিদ্রিত ছিলেন।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

যাত্রাকালে চিত্তবিকার।

ভৈরব যে দিন সুরনগরে গমন করেন, তাহার তৃতীয় দিনে গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। শর্ব্বাণী ব্যস্ত হইয়া জননী ও কেশাদারীর সম্বাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। জননী শারীরিক কুশলে আছেন, এক পক্ষ বাদে দশ-হরার দিন নবদ্বীপে গঙ্গাস্নানে আসিবেন। কৃশো-দরী স্বামীগৃহে গমন করিয়াছে। ভৈরব এই সকল সম্বাদ প্রদান করিলেন। দশহরার দিন শর্ব্বাণীও গঙ্গাস্নান উপলক্ষে নবদ্বীপ গিয়া মাতার সহিত সাক্ষাৎ করি-বেন, তাহাও স্থির হইল। যখন ভৈরব শর্ব্বাণীকে এই সব কথা বার্ত্তা বলিতেছেন, তখন সীতারাম আসিয়া কহিল,—

"কোথা হইতে একটা জলাঘেটে লোক আসিয়াছে, তাহার নাম বলে না,—বাড়ী বলে না,—কি কাজ আছে তাও বলে না। কেবল আপনার সঙ্গে দেখা করিতে চাহে।" ভৈরব তাহাকে তামাক ও জলখাবার দিবার জন্য সীতারামকে আদেশ করিয়া কহিলেন,—

"দেখ সীতারাম! লোকটীকে একটু যত্ন করিও।" সীতারাম মাঠাকুরাণীর দিকে তাকাইয়া কহিল,—

"লোকটী কি বাবুর শ্বশুরবাড়ীর?" শর্ব্বাণী স্মিত-বিকসিত বদনে কহিলেন;—

"তোমার বাবুকে জিজ্ঞাসা কর।"

"সীতারাম, আর জ্বালাস্‌নে, বাহিরে যা।" বলিয়া ভৈরব একটু শয়ন করিলেন। তখন মধ্যাহ্নকাল। শর্ব্বাণী, "কেশাকে কবে দেখিব?" বলিয়া ভৈরবের নিকট আসিয়া বসিলেন। ভৈরব কহিলেন,—

"পরেশ আর দুইমাস বড়ী থাকিবে। তার পর কর্ম্মস্থলে যাইবে। তখন কৃশোদরীকে এখানে আনিব। পরেশ পুনরায় যত দিন বাড়ী না আসে, কিম্বা তাহাকে কর্ম্মস্থলে না লইয়া যায়, সে ততদিন এখানে থাকিবে। এইরূপ স্থির হইয়াছে।"

"তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক! আমার মাতায় যত চুল, তোমার তত বৎসর পরমায়ু হউক।"

"তাহা হইলে, আমি ত অমর হইব। তুমি?"

"পুত্র রেখে স্বামীর কোলে, মরি যেন গঙ্গাজলে।"

"তুমি মরিলে, আমি কিরূপে থাকিব?"

"তোমার কত শর্ব্বাণী মিলিবে।"

"তোমার শরীরের প্রতি অণু,—মনের প্রতি ভাব,—মুখের প্রতি কথা, এই দ্বাদশ বৎসরে অমৃতময় হইয়া গিয়াছে। নূতন ইন্দ্রিয় অভ্যাসে পটু,—প্রাচীন ইন্দ্রিয় ভুলিতে পটু। তুমি গেলে আর কাহাকে ভাল লাগিবে? তুমি হৃদয়ের যে স্থানে আসন পাতিয়াছ, তুমি গেলে সে আসন চিরকাল শূন্য রহিবে। তাহাতে বসাইবার মানুষ পাইবনা।"

"তবে কি আমার আগে যাওয়া হইবে না?" ভৈরব কিয়ৎকাল মৌন রহিয়া কহিলেন,—

"যদি অগ্রপশ্চাৎ যাওয়াই বিধির বিধান হয়; তবে তুমিই অগ্রে যাইও।" শর্ব্বাণী,—

"কেন?" বলিতে পারিলেন না, কিন্তু তাঁহার চক্ষু উত্তর ভিক্ষা করিতে লাগিল। ভৈরব তাহা দেখিয়া কহিলেন,—

"তোমার অভাবে আমার যে কষ্ট হইবে, তাহা সহিব; কিন্তু আমার অভাবে তোমার যে দুঃখ হইবে, তাহা মরিয়াও সহিতে পারিব না।" শর্ব্বাণীর পদ্ম-পলাশ নেত্র হইতে "টস্ টস্" করিয়া কয়েক ফোটা জল পড়িল। কহিলেন,—

"প্রাণেশ্বর, পতির আগে পত্নীর মরণ যে আশী র্ব্বাদ, তাহা শিখিয়াছি অনেক দিন,—কিন্তু বুঝিলাম

আজ। আমার বৈধব্য দুঃখ যদি মরিয়াও সহিতে না পার, তবে তোমার আগে আমার মরণই মঙ্গল।”

এই সময় মধ্যে ভৈরব বুঝিলেন, আগন্তুকের বিশ্রাম করা হইয়াছে। শর্ব্বাণীর নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক বহির্বাটীতে আগমন করিলেন। আগন্তুককে নিকটে আহ্বান করিয়া কহিলেন, “অদ্য কোথা হইতে ?” আগন্তুক কহিল, “অদ্য চুয়াডাঙ্গা হইতে আসিতেছি ; কিন্তু অনেকদূরের সম্বাদ আছে।” ভৈরব তাহাকে লইয়া একটী নির্জ্জন প্রদেশে গমন করিলেন। অনেক ক্ষণ সতর্ক ভাবে তাহার সহিত কথোপকথন করিয়া একটী শরপূর্ণ তূণ ও একখানি হস্তিদন্তনির্ম্মিত অনধিজ্য ধনুঃ তাহার হস্তে প্রদান পূর্ব্বক তাহাকে বিদায় করিলেন। কোন্ দিন কোন্ স্থানে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে, তাহাও বলিয়া দিলেন। আগন্তুক সেই দিনই মেহেরপুর ত্যাগ করিল।

ক্রমে দিবা অবসান প্রায়। জ্যৈষ্ঠ মাস, “হু হু” শব্দে বাতাস বহিতেছে,—তথাপি গ্রীষ্মের বিরাম নাই। ভৈরব কয়েকটী আত্মীয় সহ বহির্বাটীর বারে-ণ্ডায় বসিয়া বায়ু সেবন করিতেছেন। ইতি মধ্যে

দৃষ্ট হইল, অতি দূরে একটী বৃহৎ হস্তী তাঁহার ভবনাভিমুখে আসিতেছে। তদুপরি কয়েক জন লোকও আছে।

যে পথে হস্তী আসিতেছে, কৃষ্ণপুর হইতে তাঁহার বাটী আসিতে হইলে, সেই পথেই আসিতে হয়। সহজেই বুঝিলেন, হাঁতীটা সরকারী। অপেক্ষাকৃত বাটীর নিকটবর্ত্তী হইলে হাতীর উপর হইতে দুইজন লোক অবরোহণ করিল, কেবল একজন উপরে রহিল। তাহার হস্তে প্রকাণ্ড সড়্‌কি, তদ্দারা হস্তী চালনা করিতেছে। যে দুইজন নামিল, তাহারা লাঠিয়াল, গজারূঢ় হইয়া সদর নায়েব মহাশয়ের সম্মুখস্থ হইবে না, এইজন্য নামিল। ক্রমে পুরোদ্বারের সমীপস্থ হইয়া ভৈরবকে পত্র পাঠাইয়া দিল। ভৈরব পত্র পাঠ করিয়াই অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়া গাত্রোত্থান করিলেন। নিকটস্থ জনৈক আত্মীয় পত্রের মর্ম্ম জিজ্ঞাসিলে, ভৈরব পত্রখানি তাঁহার হস্তে ফেলিয়া দিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। সন্ধ্যার পরই আহার করিয়া কৃষ্ণপুর যাইবার বিশেষ প্রয়োজন, শর্ব্বাণীকে বলিয়া পুনরায় বাহিরে আসিলেন। শর্ব্বাণী তাঁহার আহারাদির আয়োজনে মনোনিবেশ করিলেন। আত্মীয় পত্র পাঠ করিলেন,—

"শ্রীচরণেষু।

আপনাকে আনায়ন জন্য যে হস্তী পাঠান হইল, এই হস্তী কল্য ফকিরচাঁদ বিশ্বেসের পিতিষ্ঠিত অশ্বর্থ বৃক্ষের পালা কাটায় উক্ত প্রসংসিৎ বিশ্বেস নিজে সারে জমিনে মোতায়েন্ থাকিয়া চাকরান্ ও লাঠিয়াল দ্বারা বহাম দাঙ্গা করিয়া হাতীকে মারপিট করিয়া মাহুৎকে বতরফ্ জখম্ করিয়া গালিগালাজ দিয়া অপমান ও বেইজ্জোৎ করিয়া এবং সরকারকেও অপমানের কথা বাত্রা বলিয়া হাতীর গদি ছিঁড়িয়া খুঁড়িয়া কাড়িয়া লইয়া নাস্তানাবুদ্ করায় এতৎপক্ষে বিহিৎ করণার্থ আপনার সহিৎ পরামর্শ করণার্থ আপনাকে সুয্যদয়ের পূর্ব্বে রাজধানী আসিতে কর্ত্তাবাবুজী মহাশয় আদেশ করিয়াছেন. বিদিতার্থ নিবেদন করিলাম। পত্রপাঠ রওনা হইবেন। অন্যথা না হয়। ইহাতে তাগিদ্ জানিবেন। ইতি তারিখ—১৭ জৈষ্টি। সন১২৭২ সাল।

নিবেদন পত্র শ্রীগুরুগতি দাস বসুস্য।

কৃষ্ণপুর জমিদারানের দেওয়ানজী।"

পত্রখানি অবিকল পঠিত হইল। আত্মীয়গণ কহিলেন। "তবে ত সন্ধ্যার পরই যাইতে হয়?" ভৈরব কহিলেন—"তার তার সন্দেহ কি?, অন্যতম আত্মীয় ভৈরবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গুরুগতি 'দাস

বস্থস্য মাহিয়ানা পান কত?” ভৈরব বলিলেন, “কেন? পঞ্চাশ।” আর একজন বলিলেন,—

“পত্রের কেমন এবারত্ দেখেছ? অসমাপিকা ক্রিয়ার দান সাগর! আর য ফলা, ব ফলা, রেফ্ গুলি দিশাহারা হইয়াছে।” আর এক জন বলিলেন, “তদন্ত বিশেষতয় করে কি? লোকটা হুঁশিয়ার।” ইত্যাকার দেওয়ানজী সমালোচন শেষ হইলে ভৈরবকে ব্যস্ত দেখিয়া সকলেই স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

ভৈরব বুঝিলেন, এ সম্বাদ শর্ব্বাণীকে দিলে তিনি কিছুতেই বাটীর বাহির হইতে দিবেন না, আত্মহত্যা করিবেন। সুতরাং তাঁহাকে কিছুই বলিলেন না। কিন্তু আহার করিতে করিতে তাঁহার মন নিতান্ত চঞ্চল ও বিকৃত হইল। এক একবার এমন বোধ হইতে লাগিল যেন, ভয়ঙ্কর অমঙ্গল আসন্ন হইয়াছে। ভৈরব নিয়ত বাটী হইতে নানা স্থানে গমনাগমন করেন, কখনই মন এমন শঙ্কিত ও মোহাবিষ্ট হয় না। একবার ভাবিতেছেন, আজ যাত্রা করিতেছি, হয়ত, আর গৃহে ফিরিব না। কিন্তু কি জন্য মনের এমন বিকৃতি ও উদাসভাব উপস্থিত হইল, তাহার কারণ কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। তবে এই পর্য্যন্ত বুঝিতে পারিলেন, মধ্যে মধ্যে মনের এইরূপ ভাবা-

স্বর হয়, কদাচ তাহার কিয়ৎকাল পরে একটা না একটা অমঙ্গল ঘটিয়াছে। অদ্যকার মনোবিকৃতি কোন ভাবী অমঙ্গলের পূর্ব্ব সূচনাও হইতে পারে!

এতক্ষণ চক্ষু মেলিয়া আসিলাম। কয়েক পদ চক্ষু মুঁদিয়া যাই। কেহ কেহ বলেন, চক্ষু মুদিয়া চলার নাম "ফিলোসফি"। তাঁহারা গান করেন,—

"ফিলোসফি উড়িয়ে দেরে ও পাষণ্ডকুল,
হরি বলে বাহু তুলে লাগা হুলস্থুল।—"

ভৈরবের মন,—ভৈরবের অটল অচল মন চঞ্চল হইল কেন? সুখ আমাদের মনে যেরূপে আধিপত্য করে; দুঃখ তাহার বিপরীত। সম্পদ বিপদও ঐরূপ। আত্মা,—মন,—এবং বাহ্যেন্দ্রিয়,—এই তিনটীর তৃতীয়টী অপেক্ষা প্রথমটী সুক্ষ্মতম এবং প্রথমটী অপেক্ষা তৃতীয়টী স্থূলতম। সুতরাং উহাদিগের ক্রিয়াতেও স্থূল সুক্ষ্মতার ক্রম পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। আমার পাঠকগণের মধ্যে যদি কেহ এমন সোণার চাঁদ থাকেন, যিনি উল্লিখিত তত্ত্বত্রিতয়ের মধ্যে বড় একটা ভিন্নতা বুঝিয়া উঠিতে পারেন না, তিনি আমার ফিলোসফি বা ঢেঁকির কচ্‌কচির হস্ত হইতে সহজেই নিষ্কৃতি পাইবেন। জড়ময় চক্ষু যাহা দেখিতে পায়,—মনশ্চক্ষু তাহা দেখে এবং তদতিরিক্ত আরও কিছু দেখিতে পায়,—

যাহা জড় চক্ষু দেখিতে পায় না, মনশ্চক্ষু যাহা দেখিতে পায়,—আত্মচক্ষু তাহা দেখে এবং তদতিরিক্ত আরও কিছু দেখিতে পায়,—যাহা মনশ্চক্ষু দেখিতে পায় না। জড়দর্শন, মনোদর্শনের ব্যাপ্য এবং মনোদর্শন আত্মদর্শনের ব্যাপ্য। কিন্তু কি জড় দর্শনকি, মনোদর্শন, কি আত্মদর্শন, সকলই মনের উপর আধিপত্য করে। ভৈরব আত্মচক্ষু দ্বারা এমন কিছু দেখিতেছিলেন,—যাহা জড় চক্ষুর অতীত,—মনশ্চক্ষুর অতীত অর্থাৎ চর্ম্ম চক্ষে দেখিতে পাইতেছিলেন না,—মনেও বুঝিতে পারিতেছিলেন না, অথচ মনের উপর তাহার ক্রিয়া হইতেছিল। কিন্তু কোন স্মরণাতীত অমঙ্গল ঘটনা আত্মচক্ষুর দ্বারা মনে প্রতিবিম্বিত হইয়া তাঁহাকে ক্লেশ দিতেছিল; কি জড়চক্ষুর অতীত,—মনশ্চক্ষুর অতীত কোন ভাবী অশুভ ঘটনা আত্মচক্ষুতে দেখিয়া ক্লেশ পাইতেছিলেন, আমরা তাহা বলিতে পারি না। উদাহরণাদি দ্বারা এই তত্ত্বে অধিকতর আলোকচ্ছায়া দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু তাহাতে গল্প-পাঠকের উপর পীড়ন করা হইবে।

ভৈরব বিমর্ষ ভাবেই আহারাদি শেষ করিয়া শর্ব্বাণীর নিকট বিদায় ভিক্ষা করিলেন। শর্ব্বাণী সজল নয়নে কহিলেন,—

"আবার কবে আসিবে?" ভৈরব অধোবদনে রুমালে চক্ষু মুছিতে মুছিতে কহিলেন,—

"বলিতে পারি না।" স্বর শুনিয়া শর্ব্বাণী বুঝিলেন, বাষ্প বেগে ভৈরবের কণ্ঠ রুদ্ধ প্রায় হইয়াছে। কহিলেন,—

"প্রাণাধিক, যাত্রা কালে একি?"

"কই! কিছুই না! সাবধানে থাকিও" বলিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন। আজ সোণার পাহাড় ধসিল দেখিয়া শর্ব্বাণীর প্রাণ আকুল হইল। ভাবিলেন, এমনত কখন দেখি নাই,—একি অমঙ্গলের লক্ষণ? ভৈরবের চক্ষে জল? কি সর্ব্বনাশ! না জানি, আমার কপালে কি আছে?

বিংশ অধ্যায়।

ফকির চাঁদ—আহত।

ফকিরচাঁদ বিশ্বাস জাতিতে কৈবর্ত্ত; নিবাস সুরনগর হইতে তিন ক্রোশ দূরবর্ত্তী, একটী সামান্য পল্লীগ্রামে। সতীপতি বাবুর সমস্ত নীল-কুঠির "সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট" অর্থাৎ অধ্যক্ষ ও তত্ত্বাবধায়ক এবং এক জন প্রধান গাঁতিদার। পত্তনি ও ইজারা সত্ত্বে দুই একটী ক্ষুদ্র মহলের উপরও আধিপত্য রাখেন। তদ্ভিন্ন সতীপতি বাবুর অনেক জমিদারী তাঁহার নামে 'বেনামি' করা আছে। ফকিরচাঁদের নিজের কিঞ্চিৎ আবাদ ও তেজারত আছে। বিশেষতঃ একবার নিজ প্রভুর এক খানি উৎকৃষ্ট মহল আত্মসাৎ করিবার চেষ্টায় অনেক নগদ অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন। ইহাতে ফকির চাঁদের বড় দোষ ছিল না। কোন সময়ে ঐ মহলের দায়ে তাঁহার নিজের বাটী, বাগান, পুষ্করিণী ইত্যাদি নিলাম হইবার উপক্রম হয়। সতীপতি বাবু তাহাতে মনোযোগ করেন নাই। এই সুযোগে ফকিরচাঁদ "একহাত মারিয়াছিলেন"। ফকিরের বয়স চল্লিশ পার হয় নাই;

কিন্তু শ্মশ্রু, গুম্ফ ও মস্তকের কেশ একটী ও কৃষ্ণবর্ণ ছিল না। গুম্ফ যোড়াটী কিছু দীর্ঘাকার ছিল। যে গোঁপের ধরণ দেখিয়া বিরাল শিকারী কি না জানা যায়, ফকির-চাঁদের গোঁপ সেইরূপ। ফকিরচাঁদ নাম স্বাক্ষর করিতে পারিতেন না; কিন্তু তাঁহার বুদ্ধি ও প্রতাপে মাটি ফাটিয়া যাইত। সতীপতিবাবু তাঁহার গুণে ও কৃতিত্বে বড়ই বাধিত।

শঙ্করপুরের মোকদ্দমা কালে এই ফকির চাঁদ ভৈরবের নিপাত সাধনার্থ বিশিষ্ট রূপেই সতীপতি বাবুর সহায়তা করেন। ভৈরবের প্রতিপালিত, অনুগত ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণ দ্বারাও যে ভৈরবের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ান হইয়াছিল, ফকিরচাঁদই তাহার মূল। ভৈরব এসকল বিষয় সবিশেষ জ্ঞাত ছিলেন।

যে দিন সন্ধ্যার পর শর্ব্বাণীর নিকট বিদায় লইয়া ভৈরব গঙ্গারোহণে কৃষ্ণপুর গমন করেন, তাহার পর-দিন অপরাহ্ণ তিনটার সময় সতীপতি বাবুর বাটীর পাঠশালার ছুটী হইল। প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা চীৎকার করিয়া নামতা ও শুভঙ্করী আর্য্যাবৃত্তি শেষ না হইলে যে পাঠশালার ছুটী হয় না, আজি তিনটার সময় সেই পাঠশালার ছুটী একটু বিস্ময়কর। বালকেরা গৃহে গমন করিয়া পিতামাতার নিকট কহিল, ‘একটা পাগলা

হাতী মানুষ ক্ষুন্ করিয়া রক্ত মাখিয়া আমাদের পাঠ শালায় ঢুকিয়াছিল। তাই আমাদের ছুটী হইয়াছে'। পুত্রগণকে যে পাগলা হাতীতে মারিয়া ফেলে নাই, তাহারা পাতের তাড়ি বগোলে করিয়া বাটী উপস্থিত হইয়াছে, তদ্দর্শনে জননীগণ মহাসন্তুষ্ট হইলেন। বাস্তবিকও ঐ সময়ে একটী হস্তী যে ভাবে সতীপতি বাবুর বহির্বাটীতে প্রবেশ করে; তাহা দেখিলে বালক কুলের প্রকরণ ব্যাখ্যা অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না।

হস্তীটী প্রকাণ্ড—যেন কৃষ্ণ প্রস্তরের গণ্ডশৈল। কেবল মস্তক, কর্ণ ও শুণ্ডের অধিকাংশ শুভ্রচিহ্নে অঙ্কিত। কর চালিত জলোচ্ছ্বাসধ্বনি ও ইতস্ততঃ ঘন ঘন দৃষ্টি-সঞ্চার ভীতিজনক। পৃষ্ঠোপরি চটের গদি আট ফেরা দড়ায় কসা। তদুপরি চারিজামা,— চারিজামায় স্প্রিঙের গদি,—লৌহ নির্ম্মিত হস্তাবলম্ব মকমল মণ্ডিত। দারুময় চরণাধার উভয় দিকে লৌহ শৃঙ্খলে লম্বিত। এক খানি কাষ্ঠনির্ম্মিত অনতিদীর্ঘ অধিরোহণী এক পার্শ্বে দোলায়মান। হস্তী অতিশয় উচ্চ বলিয়া আরোহণাবরোহণ কালে ঐ অধিরোহণীর প্রয়োজন হয়। হস্তিপ, মস্তকে ঘন ঘন সড়কির খোঁচা মারিতেছে, চারি পাঁচ জন লোক অশ্বারোহণে পশ্চাদ্বর্ত্তী,— শতাধিক ব্যক্তি করীর পশ্চাতে ও উভয়

পার্শ্বে ছুটিতেছে,—চারিজামা হইতে অনবরত রক্ত পড়িয়া চটের গদি লোহিত বর্ণ ধারণ করিয়াছে। পৃষ্ঠে দুই জন মাত্র আরোহী, তাহাদের মধ্য হইতে—"জল! জল! মারিয়া ফ্যাল্! গুলিকর!" ইত্যাকার শব্দ হইতেছে,—এই রূপে হস্তীটী মস্তক সঞ্চালন করিতে করিতে সতীপতি বাবুর তোরণদ্বারে প্রবেশ করিল। সেই গোলযোগে পাঠশালার ছুটী হইয়া গেল।

জন কোলাহলে বাবুদের নিদ্রাভঙ্গ হইল। পাঠশালার বালক গুলার একটু গোল শুনা যায়, নচেৎ ঐ সময়ে বাবুদিগের বাটীর অবস্থা নিশীথ রজনীবৎ। কেন না বাবুরা নিদ্রিত, কাছারি নাই,—লোকজনের গতাগতি নাই, চাকরেরা বাবুদিগের নিদ্রা দেখিয়া বাহিরে যায়,—কাজেই গৃহ নীরব। কিন্তু আজ মহা গোল উপস্থিত, বাবুরা অন্তর্বারেণ্ডার রেল্ ধরিয়া দাঁড়াইলেন। কাহার মুখে কোন কথা নাই। কেবল কর্ত্তাবাবু চীৎকার শব্দে বলিয়া উঠিলেন,—

"কি সর্ব্বনাশ! আমার ফকিরচাঁদ জখম্ হইয়াছে?" ফকিরচাঁদকে, সতীপতি বাবুর একটী কনিষ্ঠ ভৈরব বলিয়া বিশ্বাস ছিল। এই জন্য ফকিরের দুর্দ্দশা দর্শনে কাতর হইলেন। ছেলে বাবু, জামাই

বাবু, ভাগিনেয় বাবু,—পৌত্ত্রবাবু, দৌহিত্রবাবু প্রভৃতি "ব্যাটা ক্যাওট, যেমন বজ্জাত, তেমনি হইয়াছে।" বলিয়া স্ব স্ব শয্যা পুনরধিকার করিলেন। কর্ত্তাবাবু স্বয়ং নিম্নে আসিয়া ফকিরচাঁদকে হস্তিপৃষ্ঠ হইতে নামাইলেন এবং তৎক্ষণাৎ চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। ফকির-চাঁদের দক্ষিণ পদের জঙ্ঘা ভগ্ন হইয়া বংশ-খণ্ডের ন্যায় অস্থি বাহির হইয়াছে এবং মস্তকের পশ্চাৎ ভাগ বিদীর্ণ হইয়াছে,—সে আঘাত সাংঘাতিক নহে। কিন্তু উভয় আঘাতই ভয়ানক শোণিতস্রাবী। তদ্ব্য-তিরেকে সর্ব্বাঙ্গে অগণ্য লাঠির দাগ। ফকিরচাঁদ করিপৃষ্ঠ হইতে ভূমিতলস্থ কোমল শয্যায় নীত হইয়া প্রচুর জলপান করিলেন। অনন্তর যন্ত্রণা দেখিয়া চিকিৎসক ঔষধবিশেষ প্রয়োগে তাঁহাকে সংজ্ঞাশূন্য করিলেন।

একবিংশ অধ্যায়।

—পুরের ডাকাইতি।

আজি শুক্লা ষষ্ঠী। ষষ্ঠীর অপোগণ্ড চাঁদ পবন চালিত কৃষ্ণাভ ছিন্ন ভিন্ন মেঘাবলীর অন্তরালে থাকিয়া কুমুদ-কিশোরীর সহিত লুকোচুরি খেলিতেছে। কখন বা দুইখণ্ড মেঘের অবকাশ মধ্যে মৃদুলালোক ভাসিত ক্ষুদ্র মুখ খানি বাহির করিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে। কখন বিরলতর নীল মেঘের আড়ে থাকিয়া নীলবসনাবৃত গৌরাঙ্গীর পরিস্ফুট অঙ্গ কান্তির অনুকরণ করিতেছে। দিবসের উত্তপ্ত বায়ু অপেক্ষাকৃত স্নিগ্ধ হইয়া সুখজনক বোধ হইতেছে। ঐ বায়ু চম্পক ও বকুলের অল্প অল্প গন্ধ বহন করিয়া নিদাঘপীড়িত জনগণের সেবা করিতেছে। চারি দিকেই আম, কাঁটাল, আনারস পাকিয়াছে; তাহাদিগের একটু একটু গন্ধ ঐ বাতাসে অনুভূত হইতেছে। এখন শৃগালকুল প্রায় সাত্তিক সম্প্রদায় ভুক্ত, কেন না আমিষ ভোজন ত্যাগ করিয়া 'ফলাহার' দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করে। এজন্য সকল আশ্রমীর আশ্রয় স্বরূপ গৃহস্থগণকে এই সকল

"আম কাঁটালে" দলের অভ্যর্থনার্থ একটু যত্নবান্ থাকিতে হয়। কেহ বা গাছে কাঁটা দিয়া, কেহ বা বাগানে প্রহরীর ব্যবস্থা করিয়া, কেহ বা তীর ধনুক, বাঁটুলের আয়োজন করিয়া প্রস্তুত থাকে। ইহাদের গৃহস্থকে না বলিয়া ভিক্ষা গ্রহণ ব্যতিরেকে অন্যান্য ভিক্ষুর সহিত আর কোন্ অংশে বৈলক্ষণ্য নাই। সুবিধামতে আমিষ নিরামিষ ভোজন, প্রহরে প্রহরে চীৎকার স্বরে স্বধর্ম্মের পরিচয় দান ইত্যাদি আচার ব্যবহার একই প্রকার। কদম্ব কেতকীর মুকুল হই য়াছে, আর কিছু দিন পরে বিকসিত হইয়া দিক্ মাতা-ইবে, সেই সম্বাদ পাইয়া মধুমক্ষিকা জাতীয় মহাজনগণ মধুসংগ্রহের বায়না দিবার জন্য ইতস্ততঃ ভ্রমণ করি-তেছে। কোথাও দুই একটী কেতকী, কোথাও দুই একটী কদম্ব যে এ সময়ে না ফুটে, তাহা নহে। অদ্য-কার বাতাসে রহিয়া রহিয়া তাহাদেরও মধুর সুরভির আস্বাদ পাওয়া যাইতেছে। দিবাচর বিহঙ্গচয় প্রদো-ষেই নির্দ্দিষ্ট নিলয়ে আশ্রয় লইয়া অর্দ্ধ নিমীলিত লোচনে নিদ্রা যায়, আর কদাচ অস্ফুট মৃদু কূজনে অব্যক্তভাষী পাদপকুলের সহিত কথা কয়। পেচক বাদুড়, কুম্ভ, চর্ম্মটিকার কখন চীৎকার, কখন পক্ষস্বনে প্রকৃতি-ভয়দা নিশার একটু একটু সাহায্য করিতেছে।

বকজাতীয় এক স্বরূপ পক্ষী যূথবদ্ধ হইয়া বাস করে, নিশাচর কি দিবাচর বলা যায় না, কিন্তু মস্তকের উপর দূর গগনে এরূপ বেগে উড়িয়া যাইতেছে যে, তাহাদের পক্ষ শব্দে হৃদয়ে ভীতি সঞ্চার হয়। প্রকৃতির ইত্যাদি প্রকার অগণনীয় অভিনয় হইতেছে, দেখিতে দেখিতে চারিদিক্ অন্ধকার করিয়া ষষ্ঠীর চাঁদ ডুবিল।

সপ্তদশাধ্যায়ে রাণাঘাট, গোপালনগর ও চাকদহের মধ্যে যে সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ প্রদর্শিত হইয়াছে, চল পাঠক, আজ এই সময়ে সেই ত্রিভুজ মধ্যে কি হইতেছে, দেখিয়া আসি। ত্রিভুজের বামপার্শ্বস্থ ভুজের সন্নিহিত কোন গ্রামে মুখোপাধ্যায় উপাধি ধারী এক সম্পন্ন গৃহস্থের ভবনে মনুষ্য কণ্ঠসমুত্থিত একটী গগনভেদী কঠোর চীৎকার ধ্বনি হইল। তেমন ভয়ঙ্কর হৃৎকম্পন কঠোর ধ্বনি তৎপ্রদেশস্থ কেহ কখন শ্রবণ করে নাই। নিদ্রিতগণের নিদ্রা ভাঙ্গিল, সুপ্ত বালককুল চমকিয়া উঠিল। গ্রামস্থ লোকেরা বুঝিল, মুখুয্যেবাড়ী ডাকাইত পড়িল। কয়েকটী দস্যু মশাল লইয়া ছুটাছুটি করিতে লাগিল। তাহারা গোরু বাহির করিয়া দিয়া গোশালায় অগ্নি প্রদান করিল। চতুর্দ্দিক দিবাবৎ আলোকাকীর্ণ হইয়া উঠিল। দস্যুরা "মার্ মার্, কাট্! কাট্! দুয়ার ভাং! চাবি দে!" পুনঃ

পুনঃ ইত্যাকার শব্দ করিতে লাগিল। লাঠির ঠক ঠক্, অসির ঝঞ্চনা, দ্বার, সিন্ধুক, বাক্‌সের উপর কুঠারাঘাতের কঠোর শব্দে দিক্ পর্য্যাকুল—অপরাপর লোক দস্যুভয়ে নিঃশব্দ। বাটীর যে দুই দিক দিয়া লোকসমাগমের সম্ভাবনা, সেই দুই দিকে দ্বারের সম্মুখে দুইজন করিয়া অসিচর্ম্মধারী কালান্তক যমের ন্যায় চারি জন দস্যু ঘন ঘন চীৎকার সহকারে ছুটিতেছে। ইহারা "খেলোয়াড়"। আর দুই জন দুই দিকে দ্বারাভিমুখে নির্নিমিষ দৃষ্টিপাত করিয়া অনতিদূরে বনমধ্যে ভূমিতে বক্ষ স্থাপন পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছে। এই রূপ গুপ্তভাবে অবস্থিত হইয়া ভ্রমণকারী দস্যু দিগের শরীর রক্ষা করাই ইহাদিগের উদ্দেশ্য। ইহারা "ঘাঁতির পাক"। "খেলোয়াড়েরা" ঘন ঘন লম্ফে স্থানান্তরে উপবিষ্ট হইতেছে। এক স্থলে মুহূর্ত্ত কাল স্থির নহে,—যেন কুমারের চাক ঘুরিতেছে বা ময়রার খোলায় খই ফুটিতেছে। দস্যুদলের মধ্যে ইহারাই প্রধান। ইহাদিগের ক্ষমতার উপরই দস্যুদলের কৃতকার্য্যতা নির্ভর করে। গৃহমধ্যে যাহারা লুণ্ঠনে রত হয়, তাহারা অপেক্ষাকৃত অক্ষম। "খেলোয়াড়ের" বীর্য্যাস্ফালনে পদতলে ভূমি কম্প,—হুঙ্কারে গর্ভিণীর গর্ভপাত হয়! সে দিকে দৃষ্টিপাত করে, কাহার সাধ্য?

গৃহস্থ ধন, প্রাণ ও রমণীগণের ধর্ম্মরক্ষার জন্য মহাব্যাকুল। তাঁহাদের আর্ত্তনাদে গগন মেদিনী ফাটিয়া যাইতেছে। গৃহস্থ পুরুষগণের মধ্যে দুই জন বিলক্ষণ বল বিক্রমশালী। বাটীর মধ্যে সেই দুই জনের সহিত দস্যুদলের দুই স্থানে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইতেছে। এক পক্ষের আত্ম রক্ষা, অন্য পক্ষের ধনলোভ;—প্রথম পক্ষকে পরাজিত করা দস্যুদিগের কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। এমন সময়ে বনমধ্যে লুক্কায়িত পাইকদ্বয় এককালে সংঘাতিক রূপে শর দ্বারা পৃষ্ঠবিদ্ধ হইল। খেলোয়াড়দিগের উৎসাহোন্মাদ ভঙ্গের শঙ্কায় তাহাদিগকে কিছু না বলিয়া তাহারা দুই জনে দুই দিক দিয়া কিছু দূরবর্ত্তী হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল। হৃদয় হইতে অজস্র শোণিত স্রাবে তাহারা অচিরকাল মধ্যেই নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। ইতিমধ্যে খেলোয়াড়দিগের এক এক জনেরও বক্ষে শরাঘাত হইল। তাহারা শরপ্রহারে কাতর হইয়া বসিয়া পড়িল। অপর দুই জনের এক জন, কোথা হইতে শর আসিল, তাহার অনুসন্ধানার্থ চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল; আর এক জন আহতের শোণিত স্রাব রোধ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। নিমিষ মধ্যে অবশিষ্ট দুই জনের শরীরও শর বিদ্ধ হইল। তখন তাহাদের চৈতন্য হইল

যে, তাহাদের শরীররক্ষী দুই জনও উপস্থিত নাই। বিস্মিত ও ভীত হইয়া, "মাছি পলো জাল কুড়ো" এই সাঙ্কেতিক শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক পলায়নপর হইল। প্রথমাগত দুই জনের এক জন উঠিতে পারিল না। শর তাহার হৃদয় ভেদ করিয়াছিল। তাহার মুমূর্ষু দশা উপস্থিত ;—মৃত্যু আসন্ন। সঙ্গিত্রয় ইহা বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিল এবং ছিন্নশির গ্রহণ পূর্ব্বক পলায়ন করিল! এমন সময়ে সুদীর্ঘ করবালপাণি একটী দীর্ঘায়ত পুরুষ চকিত-বৎ কোথা হইতে আসিয়া একটী দ্বার রুদ্ধ করত অপর দ্বারের পার্শ্বদেশে দণ্ডায়মান হইয়া বিশৃঙ্খল ভাবে অসি চালনা করিতে লাগিলেন। তখন গৃহ মধ্যস্থ দস্যুগণ সেই দ্বার দিয়া পলাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। খড়্গপাণি পুরুষের অসি প্রয়োগে কাহার হস্ত,—কাহার পদ,—কাহার নাসাকর্ণ ছিন্ন হইয়া গেল। যখন "খেলোয়াড়" ও "ঘাঁতের পাক" পলাইয়াছে, তখন বিপদ অল্প নহে, এই অবধারণায় দস্যুদল একবার পশ্চাদ্দৃষ্টিও করিল না —কেবল পলায়ন!!

পর দিন নিকটস্থ পুলিস কর্ম্মচারিগণ উপস্থিত হইয়া প্রথমেই চৌকিদার কয়জনকে একত্র করিলেন। তাহারা ডাকাতির কিছু জানে কি না এবং ডাকাইত

ধরিতে পারে নাই কেন ইত্যাদি অনেক প্রশ্ন করা হইল। তন্মধ্যে সেই পাড়ার চৌকীদারটীই কেবল যুক্তিসঙ্গত উত্তর করিতে পারিল। সে বলিল,—"আমি কল্য রাত্রে অরহর বনের মধ্যে ঢাল, তলোয়ার, সড়কি, তীর, ধনুক এই পাঁচ হাতিয়ার লইয়া মহা ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিলাম। এমন কি, সমস্ত রাত্রি চেষ্টা করিয়াও অরহরবন হইতে বাহির হইতেই পারিলাম না। অরহর বনে তলোয়ার খেলে ত সড়কি বাধে,—সড়কি খেলে ত ধনুক বাধে! এইরূপ করিতে করিতে রাত্রি শেষ হইল, এদিকে একবার আসিতেও পারিলাম না।" দারোগা বাবু অশ্লীল শব্দের মিশ্রণ না করিয়া কোন কথা কহিতেন না। চৌকীদারের মাতা, ভগ্নী প্রভৃতির নামোল্লেখ পূর্ব্বক তাহাকে একটী পদাঘাতে বিদায় দিলেন।

অনন্তর বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, একটী দস্যু মৃত এবং আর একটী সাজ্যাতিক রূপে আহত হইয়া পতিত আছে। গৃহস্থ পুরুষগণের মধ্যে একজনের একখানি হস্ত এবং আর একজনের এক খানি পদ নাই। বাহিরে একটী ছিন্নশির দস্যু পতিত আছে। দারোগা উক্ত আহত ব্যক্তির প্রতি বিশেষ যত্ন করিতে লাগিলেন। কেন না তাহার দ্বারা ডাকা-

ইতদিগের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারিবে। সেই সময়ে কোন ব্যক্তি দারোগা বাবুকে ছিন্নশির দস্যুর বক্ষঃস্থ শরব্রণ দেখাইয়া কহিল—"আর পাঁচ জন দস্যুর শরীরে এইরূপ শর চিহ্ন আছে এবং তাহারাই দস্যু দলের প্রধান। তিন জনকে আপনি এই সম্মুখে দেখিতেছেন। অবশিষ্ট সতের জনের কাহার হস্ত, কাহার পদ, কাহার নাসা কর্ণ ছিন্ন হইয়াছে। ইহাদের সম্বন্ধে আরও কিছু জানিবার প্রয়োজন হইলে আমি বলিতে পারিব।" দারোগা বাবু মৃত দস্যুদ্বয়ের শব একটী মাচার উপর তুলিয়া রাখিতে এবং পর্য্যায়ক্রমে প্রহরা দিতে চৌকিদারদিগের উপর আদেশ দিলেন। আহত দস্যু এবং স্বয়মাগত প্রাণিধিকে সঙ্গে লইয়া প্রস্থান করিলেন। পাঠক, এই ব্যক্তিকে আর একদিন ভৈরবের বাটীতে দর্শন করিয়াছিলেন। সীতারাম ইহাকেই বাবুর শ্বশুর বাড়ীর লোক বলিয়া সন্দেহ করে।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

ডাকাত ধরা পড়িল।

ভৈরব গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া কৃষ্ণপুর হইতে আগত গজে আরোহণ করিলেন। গজ-গতির বেগ বর্দ্ধনার্থ একটী অশ্বারোহী ভৃত্যকে তাঁহার পশ্চাৎ আগমনের আদেশ দিলেন। হস্তী একবার বাম পার্শ্বে, একবার দক্ষিণ পার্শ্বে হেলিয়া অশ্বের প্রতি চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে চলিল। লাঠিয়াল দুই জন স্কন্ধে লাটি উঠাইয়া অগ্রে অগ্রে দৌড়িতে লাগিল। গজপৃষ্ঠে ভৈরব ঐরাবতবাহন দেবরাজের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

মনের গতি বিচিত্র! এই এক ভাব,—আবার চক্ষু পালটিতে অন্য ভাব। ভৈরব কি ভাবে বাটীর বাহির হইয়াছেন, পাঠক, তাহা অবগত আছেন। কিন্তু এখন আর তাহা নাই! প্রান্তরের প্রাকৃতিক দৃশ্য, নিশার স্নিগ্ধতা ও শান্তভাবে ভৈরবের মন সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ। আবার হৃদয়ে পূর্ণ সাহস,—পূর্ণ বীর্য্য,—উৎসাহের প্লাবন। আবার প্রতিহিংসার আগুন ধক্

ধক্ করিয়া জ্বলিল। ফকিরচাঁদ সম্বন্ধে কত কি চিন্তা করিতে করিতে শেষ রাত্রে কৃষ্ণপুর পেঁ ৗছিলেন। অবশিষ্ট রজনী বিশ্রাম করিয়া অতি প্রত্যুষে প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ফকিরচাঁদ-দমনের আদেশ ও উপদেশ গ্রহণ করিয়া পুনরায় সেই হস্তিপৃষ্ঠে আরো-হণ পূর্ব্বক অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যাত্রা করিলেন। যমের সঙ্গে চারিটী যমদূতও চলিল। এবার দূতগুলি হস্তীর পশ্চাৎ বিচ্ছিন্ন ভাবে সামান্য পথিকবৎ এবং লাঠিগুলি হস্তীর পৃষ্ঠে গদির তলায়। বেলা দশটা না হইতেই ফকিরচাঁদের প্রতিষ্ঠিত অশ্বত্থ বৃক্ষের নিকটে উপস্থিত হইলেন। হস্তিপকে পুনরায় গাছের পালা কাটিতে আদেশ দিয়া পার্শ্বস্থ আম্র বাগানে দূতসহ লুক্কায়িত রহিলেন। পূর্ব্ব দিনের ঘটনায় মাহুতকুল বড় ভয় পাইয়াছিল; কিন্তু অদ্য সে ভয় নাই। মাহুত নির্ভয়ে গিয়া পালা কাটিল। ভৈরব চারিটী পয়সা দিয়া একটী রাখাল বালক দ্বারা "হাতীতে গাছ কাটিয়া ফেলিল" এই সম্বাদ ফকিরচাঁদের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। ফকিরচাঁদের বাটী তথা হইতে নিতান্ত নিকট নহে। সুতরাং এই সম্বাদ পাইতে এবং আসিতে ফকির-চাঁদের একটু বিলম্ব হইল। ইতিমধ্যে মাহুত বৃক্ষ-টীকে প্রায় শাখা-শূন্য করিয়া তুলিল, কিন্তু একটী

পাতাও হস্তীর পৃষ্ঠে লইল না। ফকিরচাঁদ সম্বাদ পাইয়াই বাটী হইতে গালি প্রদানের স্বস্তিবাচন আরম্ভ করিয়া উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে কেবল সীতারাম-বংশীয় একটী মাত্র ভৃত্য ছিল। ফকিরচাঁদ বৃক্ষের নিকটস্থ হইবামাত্র ভৈরব সঙ্গিগণ সহ শিকার-লুব্ধ শ্যেনবৎ তাঁহার উপর পতিত হইলেন। কয়েক জনে ফকিরকে শূন্যযানে আরোহণ করাইয়া আম্র বাগানের নিবিড়তম প্রদেশে লইয়া গেল। সেই খানেই কিচকবধপ্রকরণ পরিসমাপ্ত হইল। ভৈরব লগুড়-ভঙ্গের ন্যায়, স্বহস্তে ফকিরচাঁদের জঙ্ঘা ভাঙ্গিয়া দিলেন। সেই সময়ে ফকিরচাঁদ যে কঠোর চীৎকার করিয়াছিলেন, তাহা ভৈরবের হৃদয়ে একটু আঘাত করিয়াছিল। ভৈরব ভাবিলেন, "কি উৎকট পাপ করিলাম।" বীর পুরুষের হৃদয়ে এরূপ চিন্তা স্থায়ী হয় না।

ফকিরচাঁদের ভৃত্য, চাঁদে রাহু-গ্রাসের উপক্রম দেখিয়াও গৃহাভিমুখে এক এক পদক্ষেপে চারি পাঁচ হস্ত ভূমি অতিক্রম করিতে লাগিল। তাহার মুখে সম্বাদ পাইয়া ফকিরের আত্মীয়গণ ঘটনা-স্থলে উপস্থিত হইল। তখন ভৈরব সদলে অদৃশ্য হইয়াছেন।

সতীপতি বাবুর তিনটী হাতী। তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎটী ফকির চাঁদের বাড়ী থাকিত। কেননা তাঁহাকে কুঠির কার্য্য পরিদর্শনার্থ নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে হইত। আত্মীয়গণ তৎক্ষণাৎ জঙ্ঘা ও মস্তক বস্ত্র দ্বারা বন্ধন পূর্ব্বক ফকিরচাঁদকে সেই করিপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া সুরনগরে প্রেরণ করিল, কয়েক জন অশ্বারোহণে সঙ্গে চলিল। তাহারা কেহ ফকিরচাঁদের ভ্রাতা,—কেহ পুত্র—কেহ ভ্রাতুষ্পুত্র ইত্যাদি।

ভৈরব দুই প্রহরের মধ্যেই কৃষ্ণপুর প্রতিগমন করিলেন। সেদিন তথায় অবস্থান করিয়া রজনী যোগে প্রভুকে ফকিরচাঁদের সম্বাদ দিলেন। প্রভু প্রচুর আনন্দ প্রকাশ পূর্ব্বক ভৈরবকে উৎসাহিত ও পরিতুষ্ট করিলেন।

আখ্যায়িকা-লেখকগণ সহজ লোক নহেন। যখন তাঁহারা লিখিতে বসেন, তখন বাগ্বাদিনী কৃপা করিয়া তাঁহাদিগকে একটী অদ্ভুত শক্তি প্রদান করেন। তাহা অণিমা, লঘিমাদি সিদ্ধিবৎ বলিলে ভাল বুঝা যাইবে না। ভূতেরা যে শক্তি প্রভাবে মানুষের শরীরে আবিষ্ট হয়, ইহা ঠিক সেই প্রকার। সেই শক্তি প্রভাবে এই আখ্যায়িকা-লেখক

ভৈরবের প্রভুর শরীরে আবিষ্ট হইলেন। প্রভু, ভৈরব সহ কথোপকথন কালে কি ভাবিতেছিলেন, তাহা জানিতে পারিলেন। পাঠক, তাহা শুনুন। প্রভু ভাবিতেছেন, ভৈরব সদৃশ কর্ম্মক্ষম কর্ম্মচারী যাহার আদেশ ও উপদেশে কার্য্য করে, সে ব্যক্তি সাধারণ মনুষ্য নহে। সতীপতি বাবু ধনের অহঙ্কার—কুলের অহঙ্কারে উন্মত্ত; আমার কেবল ভৈরবের অহঙ্কার। যিনি অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়া—বড় বড় জমিদারের সাহায্য লইয়া যাহা না করিতে পারেন, আমি একা ভৈরব মাত্র সহায়ে তাহা করিতেছি! এই সময়ে ভৈরব কহিলেন।

"সরকারের যে সকল চাকর ও প্রজা সতীপতি বাবুর টাকা খাইয়া শঙ্করপুরের মোকদ্দমা কালে আমাদের সমূহ অনিষ্ট করিয়াছিল, আপনার অনুমতি হইলে, তাহাদের কিছুদণ্ড দেওয়া যায়।" প্রভু প্রীতি-বিস্ফারিত নেত্রে ভৈরবের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন,—

"তাহারা ত ফেরার, তাহাদের এখন কোথায় পাইবে?" ভৈরব, তাহারা কোথায় কিরূপে অবস্থান করিতেছে, সমুদয় বিজ্ঞাপিত করিয়া কহিলেন,—

"তাহারা সপ্তাহ মধ্যে কোন স্থানে ডাকাইতি করিবে; আমি তাহাদের গ্রেপ্তার করাইবার সমস্ত আয়োজন করিয়াছি; এখন অনুমতি হইলে, কার্য্য শেষ করিয়া হুজুরে এত্তেলা করি।" প্রভু সোৎসাহে সানন্দ চিত্তে কহিলেন,—

"এখনই! তাহাতে আমার দ্বিরুক্তি নাই। তবে শীঘ্র প্রত্যাগমন করিও। ফকুরে ছাড়িবার পাত্র নয়,—অনেক ফ্যাসাদ বাধাইবে।"

"এখনত দুইমাস হাঁসপাতালে পচুক! পরে সে কথা!"

ভৈরব, যে ব্যক্তিকে শরকার্ম্মুক দিয়া বিদায় করেন, সে তাঁহার একজন প্রিয় শিষ্য এবং ধনুর্বিদ্যায় বিশেষ পটু! যখন কোন বিষয়ে পারদর্শী একটা লোক পৃথিবীর কোন প্রদেশে প্রাদুর্ভূত হয়, তখন সেইস্থানে সেই বিষয়ে ন্যূনাধিক অভিজ্ঞ দুই চারিজন লোকের সৃষ্টি হয়। রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি, সামাজিক বিদ্যা, লোকবিজ্ঞান,—সকল বিষয়ে এই ব্যবস্থা। রাজনৈতিকের সময় রাজনৈতিক, ধার্ম্মিকের সময় ধার্ম্মিক, নাস্তিকের সময় নাস্তিক, শাস্ত্রীর সময় শাস্ত্রী এবং শস্ত্রীর সময় শস্ত্রীর দলপুষ্টি হইয়া থাকে। যে ক্ষুদ্র ক্ষেত্রে ভৈরব ক্রীড়া করিয়াছেন, এই প্রাকৃতিক

নিয়মানুসারে, সেই সময়ে সেখানেও তাঁহার সমব্যবসায়ী কতক লোকের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। যে ব্যক্তির কথা আরম্ভ হইয়াছে, সে আবার ঐ দলের প্রধান ছিল। সেই সমস্ত লোকই কৃষ্ণপুরের জমিদার সরকারে ভৈরবের অধীনে কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। ভৈরব তাহাদিগকে ইচ্ছামত কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন, তাহাতে প্রভুর কোন কথা ছিল না। পলায়মান ব্যক্তিগণের গতি প্রকৃতি পরিজ্ঞানার্থে উক্ত ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সেই ব্যক্তি ভৈরবের বাটীর নির্জ্জন প্রদেশে প্রাগুক্ত ডাকাইতির সম্বাদ প্রদান করে। এই ব্যক্তির প্রতি ভৈরবের যত্ন দেখিয়া সীতারাম তাহাকে বাবুর শ্বশুরবাড়ীর লোক বলিয়াছিল। বিংশাধ্যায়ে যে গ্রামের ডাকাইতি বর্ণিত হইয়াছে, উক্ত ব্যক্তি ভৈরবের নিকট ধনুঃশর লইয়া সেই গ্রামে গমন পূর্ব্বক প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থান করিতেছিল। ভৈরব প্রভুর সহিত কথাবার্ত্তা শেষ করিয়া সেই স্থানের জন্য যাত্রা করিলেন। তৃতীয় দিনে যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া শিষ্য সহ মিলিত হইলেন। গুরুশিষ্য দুইজনে বৈদ্যনাথের পাণ্ডা সাজিয়া সেই গ্রামের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। হাট বাজারে বৃক্ষমূলে শয়ন করিয়া নিশা যাপন করিতে

লাগিলেন। কোন্ বাড়ীতে ডাকাইতি হইবে, প্রণিধি ঠিক তাহার সন্ধান পায় নাই। ভৈরব দুইদিন গ্রামে ভ্রমণ করিয়াই বুঝিলেন, কোন্ বাটীতে ডাকাইতি হইবার সম্ভাবনা। সেই বাড়ীর মধ্যে যতদূর সম্ভব ও বাহিরের ভূমির প্রত্যেক অঙ্গুলি এবং বহিঃস্থ নিকট-বর্ত্তী বনালী ও তরুশ্রেণী তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া রাখি-লেন। এই রূপে তিন দিন গত হইল।

চতুর্থ দিন অপরাহ্ণে মাঠে ঘাটে স্ত্রী পরম্পরা কাণাকাণি করিতে লাগিল, আজ রাত্রে মুখুয্যে বাড়ী ডাকাত পড়িবে। একথা কে কোথা হইতে কিরূপে রটনা করিল, কেহই তাহার অনুসন্ধান করিতে পারিল না, কাহার বিশ্বাস,—কাহারও অবিশ্বাস হইল। বৈদ্য-নাথের পাণ্ডাদিগের সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইল। কেন না সেইদিন সপ্তাহ পূর্ণ হইয়াছে। পাণ্ডারা মনে করি-লেন, গৃহস্থের একটু উপকার করা উচিত। এক খানি স্বাক্ষর শূন্য পত্র লিখিয়া একটী ছোট বালিকার দ্বারা মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে প্রেরণ করিলেন। মুখোপাধ্যায়-বাটীর তিন চারিটী পুরুষ স্থূল বেতনে চাকরী করেন। একজন কর্ত্তা হইয়া বাড়ী থাকেন। জমিজমা বিস্তর, ধানের মহাজনী ও তামাকের আড়ত-দারী করিয়া থাকেন—নগদ অর্থ প্রচুর। বালিকার

পত্র পাইয়া, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ পত্র কোথা পাইলে ?" বালিকা উত্তর করিল,—"মা কালী!" ক্ষুদ্র বালিকার মুখে এই উত্তর শুনিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মনটা কেমন করিয়া উঠিল। একবার ভাবিলেন, সত্য হইতে পারে। আবার ভাবিলেন, কোন্ শত্রু পত্র লিখিয়াছে। ফলে একটু সতর্ক রহিলেন।

ভৈরব পলায়মান ভৃত্যগণকে লক্ষ্য করিয়া ভাবিলেন, বোধ হয়, তাহারাই বাহিরে থাকিবে। আমি একবার দেখিলে, বা একটা কথা শুনিলেই চিনিতে পারিব। মুখোপাধ্যায় দিগের বাটীর চারি পার্শ্বেই নানাবিধ বৃক্ষের উদ্যান ছিল। তাহার মধ্যে দরওজার অদূরে একটী ঘন পল্লবাবৃত সুদীর্ঘ বকুল গাছ। তাদৃশ বকুল গাছ, কেহ কখন দেখে নাই। বার মাস,—বিশেষতঃ বর্ষাকালে তলায় এত ফুল পড়ে যে, দুই বর্গ হস্ত স্থানের ফুল কুড়াইলে, এক ঝুড়ি হয়। সন্ধ্যার পরই ভৈরব গাঢ় কৃষ্ণবর্ণের পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক পৃষ্ঠে শরকার্ম্মুক ও কটিতে অসি লম্বিত করিয়া ঐ বকুল বৃক্ষে আরোহণ করিলেন। খিড়্‌কি দ্বারের সম্মুখে একটী তেঁতুল বৃক্ষ ছিল। শিষ্যও পূর্ব্ববৎ আয়োজনে ঐ তেঁতুল গাছে উঠিল।

ডাকাইত পড়ার প্রথম বেগ প্রলয়-কালীন ঝটিকাবৎ প্রচণ্ড! তাহার রোধ করা অসাধ্য! এজন্য সে বেগে বাধা দিতে কেহই সাহস করে না। রাত্রি একাদশ ঘটিকার সময় মুখোপাধ্যায় বাড়ী সেইরূপ বেগে ডাকাইত পড়িল।

ঐ ডাকাইত পড়ার আরম্ভ হইতে পরদিনের পুলিস্-প্রসঙ্গ পর্য্যন্ত পূর্ব্বাধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। পরদিন প্রভাতে ভৈরব প্রণিধিকে দারোগা বাবুর নিকট প্রেরণ করেন। প্রণিধি দারোগার সঙ্গে থানায় গেল। সেখানে গিয়া ডাকাইতদিগের বিষয়, বিশেষ তাহার পরিচিত আট জনের বিষয় যাহা যাহা জানিত, সমস্ত কহিল। প্রণধি দারোগাকে কহিল, "দস্যুগণ যেরূপ আহত হইয়াছে, পাঁচ সাত দিনের মধ্যে কেহই দূরে গমন করিতে পারিবে না। তাহারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া তিন চারি ক্রোশের মধ্যে ছদ্মভাবে অবস্থান করিতেছে। আপনি যদি অদ্যই অনুসন্ধানে বার্হিগত হন, বোধ হয়, এক সপ্তাহ মধ্যে সমস্ত ডাকাইত ধরা পড়িতে পারে। আর এইখানে আমার গুরুজী আছেন। পুলিসের কার্য্য তাঁহারও একটু জানা শোনা আছে। অনুমতি করিলে, তিনিও আপনার সঙ্গে যাইতে পারেন।" দারোগা কহিলেন,—

"তোমার গুরুজী কে বল দেখি?" প্রণিধি এতক্ষণ ভৈরবের আদেশ মত কথা কহিয়াছে, এবং এখনও তাঁহার উপদেশ মতে কহিল,—

"মেহেরপুর নিবাসী ভৈরববাবু।" দারোগা বিস্মিত হইয়া কহিলেন,—

"শঙ্করপুর মোকদ্দমার ভৈরববাবু? আঃ সর্ব্বনাশ তিনি এখানে? এতক্ষণে বুঝিলাম, ডাকাইতদিগের এমন দুর্গতি কে করিয়াছে। চল! তিনি কোথায় আছেন, সাক্ষাৎ করিয়া আসি।" প্রণিধি কহিল,—

"আমি তাঁহাকে ডাকিয়া আনিতেছি।"

"না! না! আমি গিয়া ডাকিয়া আনিব।" বলিয়া দারোগা প্রণিধিকে সঙ্গে লইয়া ভৈরবের নিকট গেলেন। অত্যধিক সমাদর পূর্ব্বক তাঁহাকে থানায় আনিলেন। অনন্তর ভৈরবের সাহায্যে সমস্ত দস্যু গ্রেপ্তার করিয়া চালান দিলেন। পরে কঠিন পরিশ্রমের সহিত তাহাদের দশ বৎসর করিয়া ফাটক হয়। ভৈরবের বিশ্বাসহন্তা ভৃত্যগণ ক্রমশঃ অবগত হইল যে, তাহারা ভিটা ত্যাগ পূর্ব্বক ভিন্ন জিলায় পলায়ন করিয়াও ভৈরবের ভীষণ হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইল না।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

শর্ব্বাণীর স্বপ্ন সফল।

সতীপতি বাবু উত্তমরূপ চিকিৎসার জন্য ফকির-চাঁদকে কৃষ্ণনগরের ডাক্তারখানায় প্রেরণ করিলেন। ইতিমধ্যে পুলিস্ তদন্ত হইয়া গেল। পুলিস্, ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া সুরথাল করিলেন। এই পৈশাচিক কাণ্ড যে ভৈরব কর্ত্তৃক সম্পন্ন হইয়াছে, পুলিস তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাইলেন। যেমন নিক্ষিপ্ত শিলা শূন্য দেশে অধিকক্ষণ থাকিতে পারে না, জলের তিলক ললাটদেশে অধিকক্ষণ থাকে না; সেইরূপ সত্যাসত্য ঘটনাপুঞ্জও অধিক দিন প্রচ্ছন্ন থাকে না। ভৈরব যে শঙ্করপুরের দাঙ্গায় স্পষ্টতঃ সংসৃষ্ট থাকিয়াও সকলের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ পূর্ব্বক মোকদ্দমায় মুক্তি লাভ করেন, ক্রমশঃ তাহা প্রকাশ পাইল। পুলিস-কর্ম্মচারী, এমন কি, হাকিমেরা পর্য্যন্ত তচ্ছ্রবণে ভৈরবের উপর খড়্গহস্ত হইয়া রহিলেন। এই জন্য পুলিস্, ফকির-চাঁদের সাংঘাতিক আঘাতের মোকদ্দমাটী উত্তমরূপে সজ্জিত করিয়া রাখিলেন, কিন্তু তখন ফকিরচাঁদ সুস্থ

ও ভৈরব ধৃত না হওয়ায়, মাজিষ্টরিতে চালান দিতে পারিলেন না।

এদিকে, কৃষ্ণপুর যাত্রাকালে ভৈরবের বিষণ্ণ ভাব দেখিয়া অবধি শর্ব্বাণী ম্রিয়মাণা হইয়া আছেন। বিশেষতঃ তিন মাস যাবৎ তাঁহার কোন সংবাদ না পাইয়া মনে কতই অনিষ্টাশঙ্কা হইতেছে। উৎকণ্ঠার পরিসীমা নাই। কিয়ৎকাল পূর্ব্বে সম্বাদ লইবার জন্য সীতারাম কৃষ্ণপুর প্রেরিত হয়। প্রত্যাগত হইয়া প্রচার করে, বাবু কৃষ্ণনগর গিয়াছেন। কিন্তু কি জন্য কৃষ্ণনগর গিয়াছেন, জানিতে পারে নাই। শঙ্করপুর মোকদ্দমার পর ভৈরব কতবার কৃষ্ণনগর গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার কৃষ্ণনগর গমনবার্ত্তা শুনিলেই শর্ব্বাণীর প্রাণ কেমন করিয়া উঠিত। এবার কৃষ্ণনগর গমনের কথা শুনিয়াই যেন তাঁহার হৃদয়ে একটী গুপ্ত আঘাত লাগিল। একটা দাঁড়কাক প্রতিদিন মধ্যাহ্ন কালে তাঁহার বাস প্রকোষ্ঠের পার্শ্বস্থ বৃক্ষে বসিয়া বিকৃতস্বরে চীৎকার করে, তাহা শুনিয়া শর্ব্বাণীর প্রাণ কাঁদে। যত তাড়াইবার চেষ্টা করেন, ততই শাখা হইতে শাখা-ন্তরে উপবেশন করে, উড়িতে চাহে না। প্রায়ই প্রতিদিন শেষনিশায় দুঃস্বপ্ন সন্দর্শন করেন। এক দিন স্বপ্ন দেখিতেছেন, যেন একটী অসিকর্ত্তিত নরমুণ্ড,

কে তাঁহার শয্যাপার্শ্বে ফেলিয়া গেল। কাটামুণ্ড কর্ণের নিকটস্থ হইয়া কাঁদিতে লাগিল। যেন প্রদীপ জ্বালিয়া দেখিলেন, ভৈরবের কাটামুণ্ড! ভয় ও শোকাবেগে নিদ্রাভঙ্গ হইল। চীৎকার স্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। ক্রোড়ে একটী শিশু সন্তান, গৃহের স্থানান্তরে জনৈকা পরিচারিণী নিদ্রিত ছিল। তাঁহার রোদন ধ্বনিতে তাহারা চমকিয়া উঠিল। দাসী কহিল, "একি! ঘুমের ঘোরে কাঁদিয়া উঠিলে কেন?" রাত্রে স্বপ্নের বিষয় বলিতে নাই; তথাপি না বলিয়া থাকিতে পারিলেন না। "দেওয়াল সাক্ষী" করিয়া দাসীকে স্বপ্নের কথা কহিলেন। দাসী শুনিয়া ভয়ব্যাকুলা হইয়া কহিল,—"ওমা, কি হবে! শেষরাত্রে এমন স্বপ্ন কেন দেখিলে?" দাসীর কথা শুনিয়া চিত্তচাঞ্চল্য অধিকতর হইল। ভাবিলেন,—"শেষ রাত্রের স্বপ্ন মিথ্যা হয় না।" উদ্‌ঘাটিত বাতায়নাভিমুখী হইয়া কাঁদিয়া রাত্রি পোহাইলেন। এইরূপ একটা না একটা কুস্বপ্ন প্রায়ই দেখেন। স্ত্রীজাতির দক্ষিণ অঙ্গ স্পন্দিত হওয়া অশুভসূচক। শর্ব্বাণীর দক্ষিণ লোচন ও দক্ষিণ বাহু অনবরত স্পন্দিত হইতে লাগিল। বোধ হইতে লাগিল, যেন চতুর্দ্দিকে তাঁহার শত্রু সমুত্থিত হইয়াছে। তাঁহার মন্দ করিবার জন্য কতই গুপ্ত মন্ত্রণা

হইতেছে! পুরোহিত ঠাকুরকে ডাকাইয়া অশ্বত্থ বৃক্ষে জল দিবার মন্ত্র লিখিয়া লইলেন।

"চক্ষুস্পন্দং ভুজস্পন্দং তথা দুঃস্বপ্নদর্শনং,

শক্রুণাঞ্চ সমুত্থানং অশ্বত্থ শময়েস্মুনিঃ।

অশ্বত্থোরূপী ভগবান্ প্রিয়তাংমেজনার্দ্দন॥"

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া প্রতিদিন অশ্বত্থমূলে জল দিতে লাগিলেন। পূজা করিতে বসিয়া পূজা ভুলিয়া যান। আমন্ত্রণে ভৈরবের মঙ্গল কামনা,—পূজায় ভৈরবের মঙ্গল কামনা ভিন্ন আর কিছুই নাই,—বসিলে উঠেন না,—উঠিলে বসেন না। শুইলেন ত শুইয়াই আছেন। এমন বিষণ্ণ ভাব,—এমন অন্যমনস্কতার চিহ্ন, তাঁহার কেহ কখন দেখে নাই। যাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, সেই বলে, বাবু ভাল আছেন, শীঘ্র বাড়ী আসিবেন। তাঁহার বোধ হইতেলাগিল। যেন সকলেই তাঁহার নিকট মনের ভাব গোপন করে, কেহই সরল ভাবে কথা কয় না। যেন তাহারা কিছু জানে, তাঁহাকে বলে না। এইরূপে প্রায় এক বৎসর অতীত। শর্ব্বাণী কঙ্কালাবশেষা হইয়া গেলেন। যত দিন যায়, ভৈরবের জীবনে হতাশ্বাস হইতে লাগিলেন। সেই, যাত্রা কালে রুমাল দিয়া ভৈরবের চক্ষু মোছা,—সেই বাস্পরুদ্ধ কণ্ঠে "কবে আসিব, বলিতে পারি না।"—শর্ব্বাণীর

মনে পড়িতে লাগিল ; স্বপ্নের কাটামুণ্ড, সর্ব্বদাই মনে পড়িয়া, হৃদয় মথিতে লাগিল, দিন কাটে ত রাত্রি কাটে না, রাত্রি কাটে ত দিন কাটে না। এইরূপ দারুণ দুর্দ্দশায় পতিত হইয়া শর্ব্বাণীর জীবন স্রোতঃ, শ্মশান-বাহিনী মৌনপক্ষী সমাকুলা ক্ষুদ্র সরিতের সায়ংকালীন সুধীর প্রবাহবৎ মৃদু মৃদু বহিতে লাগিল। যে-ভাদ্রের ভরানদী তরঙ্গোচ্ছ্বাস ও প্লাবনতাড়নে ভৈরবরূপ সোণার জাহাজ নাচাইত,—আজ সেই নদীর এই দশা !

এইরূপে আরও ছয় মাস কাটিল। একদিন প্রাতে একজন ডাক হরকরা ভৈরবের শিশুপুত্রের নামে একখানি পত্র দিয়া গেল। পুত্রের নাম অর্জ্জুন। ভৈরব সাধ করিয়া পুত্রের নাম অর্জ্জুন রাখিয়া ছিলেন। তাঁহার নিতান্ত ইচ্ছা, ধনুর্ব্বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া পুত্র অর্জ্জুনের ন্যায় দিগ্‌বিজয়ী হয়। শিরোনামে "ভৈরব মুখোপাধ্যায়ের বাটী পৌঁছে" এইরূপ লিখিত ছিল। শর্ব্বাণীর নিজপাঠ্য পত্র, ঐরূপ শিরোনামাঙ্কিত হইয়া আসিত। মেহেরপুরে আসার দ্বিতীয় বৎসরের প্রথমে শর্ব্বাণী গর্ভধারণ করেন। এখন অর্জ্জুনের বয়স সাড়ে তিন বৎসর। অর্জ্জুনের নামে যে পত্র আসিল, তাহা অন্তঃপুরে প্রেরিত হইল। পত্র আসিতেছে দেখিয়াই,

শর্ব্বাণী সত্বর নিম্নে আসিলেন। সত্বর খুলিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন। প্রথম পংক্তি পাঠ করিয়াই দূরে নিক্ষেপ পূর্ব্বক মাতায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। ভৈরবের জ্যেষ্ঠা ভগিনী তদ্দর্শনে কহিলেন, "বউ! পত্র ফেলিয়া অমন হইয়া বসিলে কেন? পত্র কি ভৈরবের?" শর্ব্বাণী অতি মৃদু কাতরে কহিলেন,—

"জানি না!" ননন্দা আপন পুত্রকে তথায় আহ্বান করিয়া পত্র পাঠ করিতে বলিলেন। ভৈরবের ভাগিনেয়ের নাম অভিমন্যু। এ নামও ভৈরবের রাখা। অভিমন্যু পত্র পাঠ করিতে আরম্ভ করিল,—

"সখি,—

কর্ম্ম বিপাকে পড়িয়া জেলে অবস্থান করিতেছি। অনেক দিনের বন্দীকে কৃষ্ণনগরে রাখে না, তাই সত্বর আলিপুর যাইতে হইবে। আমার কিরূপে কি হইল, যদি সবিস্তারে শুনিতে ইচ্ছা হয়, ভীমের মুখে শুনিও। বাটীর সকলেই সব অবগত আছে; আমার নিষেধ অনুসারেই, তোমাকে কেহ কিছু বলে নাই। এতদিনে এ সম্বাদ শুনিতে প্রস্তুত হইয়াছ মনে করিয়া, আজ পত্র লিখিলাম। বড় মনের ব্যকুলতায় লিখিলাম; নচেৎ তোমাকে মুখ দেখাইতে আর ইচ্ছা নাই,—ভরসাও নাই। দশ বৎসরের জন্য বন্দী হইয়াছি। এখান

হইতে অনেক কথা লিখিবার সুবিধা নাই। ইতি।

নরাধম ভৈরব।"

পত্র পাঠ হইতেছে ;—ইতি মধ্যে শর্ব্বাণী কাঁপিতে কাঁপিতে পার্শ্বে হেলিয়া পড়িলেন ; কিন্তু নীরব! ননন্দা উচ্চরবে ক্রন্দন করিতে করিতে নিকটবর্ত্তিনী হইয়া কহিলেন,—'ওরে, তোরা কে কোথায়, এদিকে আয় বউ বুঝি মূর্চ্ছা গেল।"

চতুর্বিবংশ অধ্যায়।

জীবন্মৃত্যু !.

ফকিরচাঁদ বিশ্বাস অনেক দিনে বহু কষ্টে আরোগ্য লাভ করিলেন। আবার মোকদ্দমার তুমুল আয়োজন হইতে লাগিল। এবার ভৈরবের নিষ্কৃতি নাই, আয়োজনের গতিক বুঝিয়া, সতীপতি বাবুর নির্ব্বাণোন্মুখ উৎসাহ-অনল পুনঃ প্রজ্জ্বলিত হইল। ভৈরবের ন্যায় ফকিরের বলবিক্রম ছিল না বটে, কিন্তু বুদ্ধিচাতুর্য্য ও সাহসে তিনি ভৈরব অপেক্ষা নিতান্ত ন্যূন ছিলেন না। এমন সুকৌশলে ও পূর্ণ আয়োজনে মোকদ্দমা চালাইতে লাগিলেন যে, তাহা অদ্ভুত প্রকার। বিশেষ এবার "আঁতে ঘা" (১) লাগিয়াছে। সতীপতি বাবুর ধনাগার উন্মুক্ত, অর্থের অভাব নাই। ভৈরব ডাকাইত দমন করিয়া কৃষ্ণপুর প্রত্যাগমন করার কিছুদিন পরেই ধৃত হইয়াছেন। মহিষ বলিদান কালে তাহাকে হাড়িকাষ্ঠে ফেলিবার জন্য যেমন

(১) আত্মায় আঘাত।

আয়োজন হয়, ভৈরবকে ধৃতকরণ কালেও তদ্রূপ হইয়াছিল। চারিটী থানার কনষ্টেবল, চারিজন দারোগা ও দুইজন ইন্‌স্‌পেক্টর একত্র হইয়াছিলেন। ঐকাণ্ডের সময় পুলিস্ কর্ম্মচারিগণের মধ্যে সকলেই যে অক্ষতশরীর ছিলেন, যেন এরূপ মনে করা না হয়। ভৈরব ধৃত হইয়া ভাবিলেন,—

"—রাজা খড়্গাধরস্তথা,
দেবতা বলিমিচ্ছন্তি কো মে ত্রাতা ভবিষ্যতি।"

আমাকে ধরিতে পুলিস্ যেরূপ অনুষ্ঠান করিল, ইহা কেবল কর্ত্তব্য বুদ্ধি বশতঃ নহে, ইহার মূলে আরও কিছু আছে। সতীপতির আর্থিক পুরস্কার ত আছেই,—তদ্ব্যতিরেকে আরও কিছু আছে,—ভৈরব-বিদ্বেষ,—ভৈরবের দর্পচূর্ণ লালসা! ইহার সহিত একটু প্রতিহিংসার গন্ধও অনুভূত হইতেছে। প্রতিহিংসা কেন? হইতে পারে। বিগত দশ বৎসরে সুরনগর ও কৃষ্ণপুরের জমিদার-দ্বয়ের মধ্যে যে সকল দাঙ্গাফসাদ হয়, তজ্জন্য পুলিসকে বিস্তর কষ্ট পাইতে হইয়াছে। সেই সকলের সহিত আমার সংস্রব না থাকিলে, কষ্ট তাদৃশ অধিক হইত না, পুলিস তাহা বিলক্ষণ জানে। পুলিসের সজ্জীকৃত অনেক মোকর্দ্দমা আমার জন্য নষ্ট হওয়ায় পুলিস বার বার অপদস্থ হইয়াছে। পুলিসকৃত অনেক

অত্যাচার রাজপুরুষদিগের গোচর ও প্রমাণীকৃত করিয়া পুলিসকে কয়েকবার দণ্ডিত করিয়াছি। এই সকল কারণে আমার প্রতি পুলিসের প্রতিহিংসার ভাব হইতে পারে। শুনিতে পাই জিলার হাকিমেরাও আমার প্রতি রুষ্ট আছেন। অতএব রাজা যে, আমার উপর খড়্গাধর, ইহা আমি মনে করিতে পারি। দেবতারা যে, আমাকে বলি ইচ্ছা করিতেছেন, তাহাও ঠিক। কেন না যতদিন দৈব অনুকূল ছিলেন, ততদিন জলে ডুবি নাই,—আগুণে পুড়ি নাই। শঙ্করপুরমোকদ্দমায় নিষ্কৃতি, তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ। এখন দৈব প্রতিকূল, তাই মত্তহস্তী পঙ্কে মগ্ন হইল!" এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে ভৈরবের বাটী হইতে যাত্রাকালীন হৃদয়ভঙ্গের কথা মনে পড়িল। গাত্রে রোমাঞ্চ হইল! মুখ জলভারাক্রান্ত জলধরবৎ গম্ভীর হইল। কিয়ৎকাল এই ভাবে আছেন,—ফকিরচাঁদের জঙ্ঘাভঙ্গকালীন হৃদয়ভেদী চীৎকার যেন আবার শুনিলেন। এবার ভৈরব একটু চমকিত হইলেন। চক্ষুমনের অগোচর যে দুর্দ্দৈব, আত্মচক্ষুতে দেখিয়া ভৈরব ভগ্নহৃদয় হইয়াছিলেন, আজ তাহা নিকটবর্ত্তী দেখিতে লাগিলেন। ফকিরচাঁদের মোকদ্দমায় তাঁহার মঙ্গল হইবে না, নিশ্চয় করিলেন।

বিষ্ণু শর্ম্মা উপদেশ দিয়াছেন,—

" তাবদ্‌ভয়স্য ভেতব্যম্ ; যাবদ্‌ভয় মনাগতম্ ;
আগতন্ত ভয়ং বীক্ষ্য নরঃ কুর্য্যাদ্‌যথো চিতম্।"

ভৈরব এ বিষয়ে বিষ্ণুশর্ম্মার শিষ্য ছিলেন। যে অবধি ভয়ের কারণ উপস্থিত না হইত, সেই পর্য্যন্ত তাহাকে ভয় করিতেন। অর্থাৎ জড়ভাবে না থাকিয়া সেই ভয় হইতে নিষ্কৃতি লাভের চেষ্টা করিতেন। ভয় উপস্থিত হইলে তৎকালোচিত কার্য্য করিতেন। সম্পূর্ণ দৃঢ়তা ও সহিষ্ণুতার সহিত দুর্দ্দৈবের অবশেষ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

ভৈরব পুলিস-কর্ত্তৃক ধৃত হওয়ার সপ্তাহ মধ্যে দশ-বৎসরের জন্য কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাদণ্ডের আদেশ প্রাপ্ত হইলেন। ভৈরবকে বাঁচাইবার জন্য বিস্তর অর্থব্যয় করিয়াছিলেন ; কিন্তু কিছুই হয় নাই। হাইকোর্টে আপিল করিয়াছিলেন, তাহাতেও কিছু হয় নাই। ভৈরবের শোকে ভৈরবের প্রভুর তিন দিন অন্নজল উদরস্থ হয় নাই!

বর্দ্ধমানের কারাগারে যে ভৈরবের সূতিকা প্রস্তুত হইয়াছিল, কৃষ্ণনগরের কারাগারে সেই ভৈরবের সমাধি রচিত হইল! ভৈরবের জীবন্মৃত্যু হইল!

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

বিজয়া।

ভীম ভৈরবের কনিষ্ঠ। ভৈরব বিপদগ্রস্ত হইয়াই ভীমকে সম্বাদ দেন। ভীম সম্বাদ পাইয়া ভৈরবের উপদেশমতে মোকদ্দমার তদ্বির করিতে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু কিছুই হইল না। কারাবাসের আদেশ হইল। ভৈরব নীরব,—বদনশ্রী শান্তিপূর্ণ ও গম্ভীর। ভীম অধীরভাবে অশ্রুপূর্ণ লোচনে কহিল,—"দাদা, বাড়ী গিয়া কি বলিব?" ভৈরব সংক্ষেপে দুই চারিটী কথা বলিয়া কারাগৃহে গমন করিলেন। ভীম অন্যান্য আত্মীয়গণের সহিত কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। জ্যেষ্ঠের আদেশ অনুসারে ভীম এমন ব্যবস্থা করিলেন যে, শর্ব্বাণী যে পর্য্যন্ত ভৈরবের পত্র না পাই-লেন, বাটীতে এ সংবাদ ততদিন অপ্রচার রহিল।

ত্রয়োবিংশাধ্যায়ে আমরা শর্ব্বাণীকে মূর্চ্ছিতাবস্থায় পরিত্যাগ করিয়াছি। পুররমণীগণ শশব্যস্তে আসিয়া বহু সুশ্রূষা দ্বারা মূর্চ্ছাপনোদন করিলেন। কিন্তু তাঁহার মুখে কথা নাই। মুহূর্ত্ত মধ্যে আবার মূর্চ্ছা! আবার

রমণীগণ বহুযত্নে দশন বিশ্লেষ করিলেন। এইরূপ তিনবার হইল। অনন্তর সুদীর্ঘ নিশ্বাস ভার পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন,—

"তোমাদের সহিত আমার এত শত্রুতা ছিল? আমাকে বাঁচাইলে কেন? আমি ত মরিয়াছিলাম।" রমণীগণের মধ্যে যাঁহাদের শোকের পরিমাণ অল্প, তাঁহারা বচনশীলা। তাঁহাদের মধ্যে একটী প্রৌঢ়া বিধবা কহিলেন,—"বাছা কি করিবে বল। সকলই কুগ্রহের কর্ম্ম। দশ বছর ত গেল! আবার ঘরের মানুষ ঘরে আসিবে, সুখে ঘরকন্না করিবে। পুরুষের দশ দশা! এও এক দশা! তা ভাবিয়া চিন্তিয়া কি করিবে। কাঁদিলেই বা কি হইবে। কাঁদিলেই যদি হারান মানুষ পাওয়া যায়, মা, তবে ভাবনা কি বল। তোমার ত আশা আছে,—দশ বছর, না হয় পনের বছর পরেও আসিবে, এই যে আমাদের একেবারে গিয়াছে। আমরা কি বাঁচিয়া নাই? আমাদের কি গিয়াছে, সবই আছে। যে যাবার সেই গিয়াছে।"—ইত্যাদি বহু বাক্যব্যয় করিয়া সুপক্ক গৃহিণী নীরব হইলেন। সুপক্ক গৃহিণীর কথাগুলি যে পরিপক্ক তাহা নহে। সমস্তগুলিই অভিজ্ঞতামূলক। তবে সম্পূর্ণ অসাময়িক। গৃহিণীর এমন সময়ানভিজ্ঞতা ঘটিল কেন? শুদ্ধ গৃহিণীর কেন?

শত প্রতি একোনশত কর্ত্তারও এই অনভিজ্ঞতা! শোকার্ত্তকে সান্ত্বনা করিবার সুযোগ কেহই পরিত্যাগ করেন না; কিন্তু শোকের প্রথমাবস্থায় যে অভিজ্ঞতা মূলক বাক্য ফলোপধায়ক হয় না, তাহা কেহই চিন্তা করেন না। এই জন্য আমরা কাল ভিন্ন শোক-নিবারক আর কাহাকেই দেখিতে পাই না। মানুষের মধ্যে শোক নিবারক যদি কিছু থাকে,—সে সমবেদনা,—শোকার্ত্তের সঙ্গে সঙ্গে রোদন করা। এইজন্য শর্ব্বাণী গৃহিণীর সান্ত্বনাবাদ নীরবে শ্রবণ করিলেন, কিন্তু একটীও কথা কহিলেন না। ভাবিলেন,—"প্রতিক্ষণে "বুকে শেল বিঁধিতেছে, দশ বছর কিরূপে যাইবে। আমার সবই গিয়াছে,—কেবল মরণ অভাবে বাঁচিয়া রহিয়াছি। জীবনের জীবন ভৈরবের অভাবে কি থাকা যায়? না থাকিতে আছে?" যে সকল আত্মীয়া রমণী ভৈরবের গুণবাদ সহকারে শর্ব্বাণীর সঙ্গে সঙ্গে রোদন করিতে লাগিলেন, কেবল তাঁহাদের মুখ প্রতি দৃষ্টি সংযোগ করিয়াই শর্ব্বাণীর সান্ত্বনাকণিকা অনুভূত হইতে লাগিল। এইরূপে কিছু দিন অতীত হইল।

একদা শর্ব্বাণী ভীমকে নিকটে আহ্বান করিলেন। ভীম আসিয়া অধোবদনে মৌনভাবে সমীপে উপবিষ্ট

হইলেন। শর্ব্বাণী ভীমকে দেখিয়াই রোদন করিলেন। ভীমেরও লোচন যুগল হইতে অজস্র অশ্রু বর্ষিত হইল। পরে শর্ব্বাণী বাষ্প গদ গদ স্বরে কহিলেন,—

"ঠাকুর পো, কিছু জিজ্ঞাসা করিব বলিয়া ডাকিলাম, কিন্তু কি জিজ্ঞাসিব?" বলিয়া পুনরায় অধোবদনে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। ভীম কহিলেন,—

"কি বলিবেন বলুন! এত অভিভূত হইবেন না" শর্ব্বাণী অনেক কষ্টে কথঞ্চিৎ বাষ্পবেগ সম্বরণ করিয়া কহিলেন,—

"ভীম, কারাগারে যাইবার সময় কিরূপ দেখিয়াছিলে? মুখখানি কি বড় মলিন হইয়াছিল? চক্ষু দিয়া কি জল পড়িয়াছিল? তোমার সহিত কথা কহিয়াছিলেন? তিনি যে বড় অভিমানী;—এমন বিড়ম্বনা কেমন করিয়া সহিলেন?" ভীম কহিলেন,—

"আপনি অত রোদন করিবেন না। আপনি কাঁদিলে আমার কণ্ঠরোধ হয়,—কথা বাহির হয় না। একটু শান্তভাবে শুনুন; আমি আদ্যোপান্ত সব বলি। কৃষ্ণপুরের কর্ত্তাবাবু দাদাকে খালাস করিবার জন্য পাঁচ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছেন। এবার যদিও জেলার অনেক লোক আমাদের বিপক্ষ হইয়াছিল, কিন্তু অনু-

কুল পক্ষের সংখ্যাই অধিক। আমি, আর মেহের-পুরের অর্দ্ধেক লোক সে সময়ে কৃষ্ণনগর উপস্থিত থাকিয়া মোকদ্দমার তদ্বির করি। কিন্তু আমাদের কপাল একবারে ভাঙ্গিয়াছে,"—বলিয়াই ভীম নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন। শর্ব্বাণী রোদন করিতে করিতেই ভীমের গাত্রে হস্তামর্শ করিয়া কহিলেন,—

"লক্ষ্মী দাদা আমার, কি করিবে—কেঁদ না—যত্নের ত কসুর কর নাই। তোমার দাদার কথা বল, শুনিয়া আমার হৃদয়ের হাহাকার যেন একটু কমিতেছে।" কিন্তু নয়নে ধারার বিরাম নাই। ভীম পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলেন,—

"যখন ফাটকের হুকুম হইল,—কোন কয়েদীর মুখে যে ভাব দেখা যায় না,—দাদার মুখে সেই ভাব দেখিলাম। পূর্ব্বে যেমন,—পরেও তেমনি। যেন পিতৃসত্য পালনার্থ আত্ম-প্রসাদ-প্রসন্ন বদনে রামচন্দ্র বনে গেলেন।" শর্ব্বাণী কহিলেন,—

"ভীম, তখন তোমায় কি বলিলেন?"

আমারে আলিঙ্গন করিয়া "বলিলেন, 'ভীম, বোধ হয়, জন্মের মতই চলিলাম। আমার আশা ত্যাগ কর। তুমি ছেলে মানুষ। বড় অসময়ে তোমার উপর বৃহৎ সংসারের ভার পড়িল। সকল দিকে দৃষ্টি রাখিয়া

সাবধানে চলিবে। আমি যত দিন পত্র না লিখিব, তত দিন বাটীতে এ সম্বাদ প্রচার না হয়।' সেই জন্যই আপনি এত দিন জানিতে পারেন নাই। তার পর কহিলেন, 'অর্জ্জুন বড় হইলে, তাহাকে যেমন লেখা পড়া শিখাইবে তেমনি ধনুর্ব্বিদ্যা শিক্ষা দিও।' বলিয়াই চলিয়া গেলেন, আর ফিরিয়াও তাকাইলেন না। আমি কতক্ষণ সেই স্থানে বসিয়া কাঁদিলাম। শেষে কে আমায় বাসায় আনিল।"

শর্ব্বাণী কহিলেন,—"ভীম, এই সর্ব্বনাশটী যে হইবে বাটী হইতে যাত্রা কালে তিনি তাহা বুঝিয়াছিলেন। এই জন্য কখন তাঁহার যে ভাব দেখি নাই, সে দিন তাহা দেখিয়াছিলাম।" আমারও যে সুখের ঘাটে সন্ধ্যা উপস্থিত, প্রাণ তাহা ডাকিয়া বলিল," বলিয়া সেই দিনকার ঘটনা বলিলেন। ভীম চমকিত ভাবে কহিল,—

"বলেন কি? এসব দেখিতেছি দৈব ঘটনা! নহিলে আমার, "দাদার ফাটক হয়?" বলিয়া ভীম অন্যত্র যাইবার জন্য বিদায় লইলেন।

এইরূপে ভৈরবের পাঁচবৎসর অতীত হইল। শোকসাগরে মজ্জমান শর্ব্বাণীর হৃদয়, ভৈরবের ভাবী মিলনের অশারজ্জু বাঁধিয়া রাখিল, একেবারে ডুবিতে

দিল না। প্রেমিক গণের একের বিচ্ছেদে অন্যের হৃদয়ে যে ক্ষত হয়, তাহার ঔষধ চেতনে নাই, অচেতনে নাই,—উদ্ভিদেও নাই। তাহার সান্ত্বনা কর্ম্মে নাই, জ্ঞানে নাই,—যোগে নাই। তাহার প্রতিকার ধর্ম্মে নাই, শাস্ত্রে নাই,—সমাজে নাই। তাহা আছে কেবল কালরূপ. মহাসাগরের অতুল গর্ভে। কালই হৃদয় রোগের উৎপাদক, কালই তাহার মহা চিকিৎসক। আমরা যখন হৃদয়পীড়ায় কাতর হইয়া হাহাকার করি, কাল তখন তাহার জন্য ঔষধ প্রস্তুত করে। মানুষের দুঃখের সহিত যে সহানুভূতি মানুষে জানে না,—কাল তাহা জানে। এই পরম দয়ালু অসম সমবেদনাশালী মহাচিকিৎসকের কৃপায় শর্ব্বাণীর ভৈরব-বিচ্ছেদজনিত উরঃক্ষত ক্রমে উপশান্ত হইতে লাগিল।

যখন ভৈরবের কারাদণ্ড হইয়াছে,—শর্ব্বাণী তাঁহার উদ্দেশ না পাইয়া আকুল হইয়াছেন, সেই সম্বাদ পাইয়া কৃশোদরী তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। তৎকালোচিত কথোপ কথন ও সান্ত্বনা করিয়া অল্প দিনের মধ্যেই স্বামীর কর্ম্মস্থলে গমন করেন। পাঁচ বৎসর পরে পুনর্ব্বার গৃহে প্রত্যাগতা হন। গৃহে আসিয়াই ভৈরবের কারাবাস ও শর্ব্বাণীর দুর্দ্দশার সম্বাদ পাইলেন। যার পর নাই মনোবেদনা পাইয়া

কিয়ৎকাল মধ্যে মেহেরপুর আগমন করিলেন। কৃশোদরী আসিবা মাত্র শর্ব্বাণী তাঁহার গলা জড়াইয়া বিস্তর ক্রন্দন করিলেন। কৃশোদরীও নীরবে অনেক রোদন করিলেন। কৃশোদরীর কাতরতা দর্শনে অনেকের বোধ হইল যেন পরেশেরই কারাবাস হইয়াছে। প্রথম দুই চারি দিন কেবল এইরূপ রোদনে অতিবাহিত হইল। কিছু দিন পরে একদা কৃশোদরী শর্ব্বাণীকে কহিলেন,—

"ছোট মাসি মা; পাঁচ বছর আগে তোরে যেমন আলু থালু—দুঃখিনী কাঙ্গালিনীর মত দেখিয়াছিলাম, এখনও সেইরূপ দেখিতেছি। এই পাঁচ বছর ত কাঁদিয়া দেখিলি,—মেসো মহাশয় কি খালাস হইলেন? তবে এমন মনের দুঃখে মরিয়া থাকিস্ কেন? তোরে ত মানুষ বোধ হয় না,—যেন সোণার প্রতিমা,—তাই আজ কাটাম সার হইয়াছে। গায় মলা—কাপড়ে মলা—মাতায় তেল নেই—গায় গহনা নেই—যেন কাঙ্গালের মেয়ে পাগল হইয়াছে। মাসি, তোর দুঃখিনীর বেশ দেখিলে আমার বুক ফাটিয়া যায়। মাসি, তোর পায়ে পড়ি—আজ তোর গা পরিষ্কার করিয়া চুল বাঁধিয়া দিব। তুই আয়স্ত্রী,—এমন হইয়া থাকিলে যে মেসো মহাশয়ের অমঙ্গল হইবে।" কৃশোদরী এই

সকল কথা বলিতেছেন,—আর তাঁহার চক্ষু দিয়া দর-দরিত ধারায় অশ্রু বহিতেছে।

শর্ব্বাণী দশ বৎসর পূর্ব্বে একদা পিত্রালয়ে ক্ষৌম-বসন ও স্বর্ণাভরণে সজ্জিতা হইয়া আলুলায়িত কেশে উপবেশন পূর্ব্বক্ পূজা করিতেছিলেন, সেই দামিনীদলন রূপ ও মদনমোহন বেশ যাঁহারা দেখিয়াছেন, আজ তাঁহারা সেই শর্ব্বাণীকে এতাদৃশী বিবশা ও ছিন্নবেশা দেখিবেন, আশ্চর্য্য কিছুই নহে। দুর্গাপ্রতিমার চাল-চিত্রের ন্যায়, অদৃষ্ট চক্রের নেমি সুখ দুঃখ, আলোক অন্ধকার, শীত গ্রীষ্ম, ভাল মন্দ, প্রিয় অপ্রিয়, সুদিন কুদিন, সুরূপ কুরূপ, প্রণয় বিচ্ছেদ, ধর্ম্ম অধর্ম্ম, আস্তিক্য নাস্তিক্য, জ্ঞান অজ্ঞান, সম্পদ বিপদ, ইত্যাদি দ্বারা চিত্রিত রহিয়াছে। অদৃষ্ট নেমি ধীর গতিতে ফিরিতেছে। ভ্রাম্যমাণ চক্রনেমির সকল অংশ এক-কালে দৃষ্ট হয় না;—যখন যে অংশ দৃষ্ট হয়, সেই অংশে যে বিষয় চিত্রিত থাকে, তাহাই দেখা যায়। উক্ত পদার্থ গুলি নেমিপৃষ্ঠে অতি সুকৌশলে চিত্রিত। ব্যাসের এক মুখে সুখ—অন্য মুখে দুঃখ, এক মুখে সম্পদ—অন্য মুখে বিপদ, এক মুখে সুরূপ—অন্য মুখে কুরূপ, এক মুখে যৌবন—অন্য মুখে জরা, এক মুখে জন্ম—অন্য মুখে মৃত্যু, এক মুখে প্রণয়—অন্য মুখে বিচ্ছেদ! তাই অদৃষ্ট চক্রের

আবর্ত্তনে আজ যেখানে আনন্দকোলাহল—কাল সেখানে হাহাকার, আজ যেখানে দুর্গোৎসব—কাল সেখানে মহা-শ্মশান। তাই পাঠক, মেহেরপুর অঞ্চলে এক কালে ভৈরবকে জ্বলিতে দেখিয়াছ—আজ নিবিতে দেখিলে। তাই এককালে ঈশানীর আগমনী শুনিয়াছ, আজ বিজয়া শুনিবে। শর্ব্বাণী একটু ধীর ভাবে কহিলেন,—

"কেশা, তোরে প্রাণের ন্যায় ভালবাসি, তাই কদিন তোরে পাইয়া ভুলিয়া আছি। তুই যা বলিবি, তাই শুনিব; কেবল বেশ বিন্যাসের অনুরোধ শুনিতে পারিব না। আমি আয়স্ত্রী, আয়তীচিহ্ন স্বরূপ সিঁতের সিঁদূর রাখিয়াছি,—ইচ্ছা হয়, ভাল করিয়া সিঁদূর পরাইয়া দাও। কিন্তু আর কিছু করিও না। যদি তোমার মেসো মহাশয় ফিরিয়া আসেন, তবেই আবার বেশম দিয়া গা রগড়াইব,—ফরসা কাপড় পরিব,—গহনা পরিব,—আর এই চুল আঁচড়াইয়া খোঁপা বাঁধিব, নহিলে এই চুল যাবজ্জীবন ধূলা মাটিতে লুটাইয়া জট বাঁধিয়া চিলুর আগুনে পুড়িবে। স্বামী ঘরে না থাকিলে আমাদের বেশ করিতে নাই।" এই কথা বলিয়া শর্ব্বাণী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। এই স্থলেই এ আখ্যায়িকার বিষয়ীভূতা শর্ব্বাণী প্রতিমার 'বিজয়া' হইল।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়।

ভৈরবের সমাধি।

সতীপতি বাবু তাঁহার অন্নপুষ্ট ব্যক্তিগণ সহ মনে করিলেন,—

"বারে বারে কুঁকড়া খাইয়াছ ধান,
এইবারে কঁকড়ার বধিলাম প্রাণ।"

দশবৎসর মেয়াদ খাটিয়া বাছাধনকে আর ফিরিতে হইবে না। পাপিষ্ঠ যেমন পাপ কার্য্যের বাকি রাখে নাই,—তেমনি তাহার জীবন্তে সমাধি হইল। কারাগারেই তাহার নিশ্চয় মৃত্যু হইবে—তবে কারাগারই তাহার সমাধি। এপর্য্যন্ত আমাকে যত কষ্ট দিয়াছে—আমার যত অর্থ নষ্ট করিয়াছে, এতদিনে তাহা প্রায় সার্থক হইল। এখন, জেলের মধ্যে ভৈরবের অপঘাত মৃত্যু হইয়াছে এবং তাহার শব মেথর মুদ্দাফরাস কর্ত্তৃক বাহিত হইয়া শৃগাল কুক্কুরের উদর পোষণ করিয়াছে, এই সংবাদ শুনিতে পাইলে মনের সকল দুঃখ দূর হয়। তাহারও উপায় এখন হইতেই করিতে হইবে।"

আমরা পুনরায় পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে পরাবর্ত্তন করি-

লাম। যে বৎসর—যে মাসের—যে দিন ভৈরবের কারা-দণ্ড হয়, সেই দিনে উপনীত হইলাম। ভৈরব যমালয় সদৃশ লৌহময় কারাগারে প্রবেশ করিলেন। কঠিন পরিশ্রমের কার্য্যে তাঁহাকে নিযুক্ত করা হইল। একদিন পাতর ভাঙ্গিয়াই করতল শোণিতাক্ত হইল দেখিয়া, একজন পুরাতন কয়েদী নিকটে আসিয়া কহিল,—

"তোমাকে ভদ্র সন্তান দেখিতেছি! পাতরে দুই ঘা মারিয়াই হাত দিয়া রক্ত পড়িল। আমাকে হাতুড়িটা দেও, আমি তোমার পাতর ভাঙ্গিয়া দিব, তুমি আমাকে দুই চারিটা গাঁজার পয়সা দিও।" এই কয়েদী অনেক দিনের। ইহাকে আর কঠিন শ্রমের কার্য্য করিতে হইত না। অন্য কয়েদীকে খাটানর কাজ পাইয়াছিল। ভৈরব তাহার কথায় একটু হাসিয়া কহিলেন,—

"আজ হাত দিয়া রক্ত পড়িল,—কাল আর পড়িবে না;—কালে সব সহিবে; তোমার পয়সার প্রয়োজন হয়, লইও। তামাক টামাক খাওয়া এখানে নিষিদ্ধ না?" কয়েদী কহিল,—

"আরে মহাশয়, সবই নিষেধ;—আবার পয়সা খরচ করিতে পারিলে সবই চলে। তোমার কিছু দরকার হয়,—পয়সা ছাড়িও, সব যোগাড় করিয়া দিব।" ভৈরব কহিলেন,—

"উত্তম,—তাহাই হইবে।"

দিবা অবসান হইল। "ঢং ঢং" করিয়া ছয়টা বাজিল। যেমন রাখালগণ গোধূলি উপস্থিত হইলে প্রান্তর হইতে গরুর পাল তাড়াইয়া গ্রামমধ্যে আনয়ন করে, সেই রূপ প্রহরিগণ সমস্ত কয়েদী তাড়াইয়া এক-ঘরে পূরিল। "ঝনাৎ—ঝনাৎ" শব্দে যমপুরীর কবাট বন্ধ হইল। "হড় হড়্" শব্দে অর্গল সরিল। "কড়্ কড়াৎ—কড় কড়াৎ" রবে শিকল পড়িল। যোড়া যোড়া কুলুপ বন্ধ হইল। সে শব্দে নূতন কয়েদী দিগের প্রাণ চমকাইয়া উঠিল। আর কয়েদীর সহিত বাহিরের কোন সম্পর্ক রহিল না। দ্বাদশ ঘণ্টা এই বন্ধদ্বার গৃহমধ্যে থাকিতে হইবে। সেখানে মৃত্তিকার বেদীর উপর মৃত্তিকার বালিস সম্বদ্ধ। বেদীর পার্শ্বে মলমূত্র ত্যাগের স্থান। এক একটী মৃদ্ভাণ্ডে জল। রাত্রে শৌচাদির প্রয়োজন হইলে ঐ স্থানেই সে কার্য্য সারিতে হয়। কয়েদীরা সমস্ত দিনের কঠিন পরিশ্রমাপেক্ষা এক ছয়টা হইতে আর ছয়টা পর্য্যন্ত এক ঘরে বদ্ধ থাকা, অধিকতর ক্লেশকর মনে করে। জেলখানা পৃথক্ জগৎ। ভৈরবও এই ঘরে বদ্ধ হইলেন। প্রথম রাত্রে নিদ্রার সম্ভাবনা নাই। মনে যে, কত বিষয়ের উদয়াস্ত হইতে লাগিল, তাহারই বা গণনা কে করে? প্রথম রাত্রের প্রথম চিন্তা এইরূপ,—

"কেহ বলে, ভৈরব নদীয়া জিলার মধ্যে একটী দুর্দ্দান্ত দস্যু !—সে অবশ্যই আমার জেলে সন্তুষ্ট হইয়াছে। কেহ বলে, ভৈরব বাঙ্গালীর কুলপ্রদীপ,—জন্মভীরু বঙ্গবাসীর আশ্বসনীয় আদর্শ। কেহ বলে, ভৈরব দুষ্টের শাসক,—শিষ্টের পালক। কেহ বলে, ভৈরব অসমসাহসী গোঁয়ার, তাহার ন্যায় পাশব বিক্রম মনুষ্যের থাকা উচিত নহে। কেহ বলে, ভৈরব একটী পূর্ণ মনুষ্য। শাস্ত্র, শস্ত্র, সঙ্গীত, ব্যায়ামচর্চ্চা, শারীরিক বল ও সৌন্দর্য্য, লৌকিক ও পারমার্থিক জ্ঞান এই সকল বিষয়ে ভৈরবের সমকক্ষ কদাচ দৃষ্ট হয়। নানা লোকে, যাহার যেমন ধারণা; আমার সম্বন্ধে নানা কথা বলে। কিন্তু আমি আপনাকে কি বলি, তাহা একবারও ভাবি নাই। আমি কারাগারে আসিলাম, রাজার অসি আমার শিরে পতিত হইল। দেবতার শোণিত তৃষা তৃপ্ত হইল। সতীপতির চির বাসনা পূর্ণ হইল। ফকিরচাঁদের প্রতিহিংসানল নির্ব্বাপিত হইল। শর্ব্বাণীর সর্ব্বনাশ হইল। এসব নিশ্চিত ;—কিন্তু আমার কি হইল, এখনও ভাবি নাই—ভাবিবার সময় উপস্থিত।"

মানুষ না মরিলে, তাহার চরিত্র সমালোচন সম্পূর্ণ হয় না। আমি যখন স্বাধীনতা হারাইয়া কারাগারে প্রবেশ করিলাম, তখন আমার জীবন্মৃত্যু হইল, তাহাতে

আর সন্দেহ নাই। অতএব এখন আমার চরিত্র সমালোচিত হইতে পারে। তাই একবার ভাবিয়া দেখি! আমি কি ছিলাম, এখন আমার কি হইল। ভগবান্, অনাদি অনন্ত কালরূপ ছক্ পাতিয়া স্বকীয় চিচ্ছক্তির বিকার মায়াদেবীর সহিত খেলায় বসিয়াছেন। মন্বন্তর, যুগ, বর্ষ, অয়ন, মাস, পক্ষ, বার, তিথি, দিবা, রজনী, ঊষা, প্রদোষ, মধ্যাহ্ন, নিশীথ, দণ্ড, পল, ইত্যাদি ঘরগুলি ঐ ছকে অঙ্কিত আছে। অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত বস্তু ভগবল্লীলার উপকরণীভূত হইয়া ঐ ঘরে স্থাপিত হইয়াছে। তাঁহার নেত্রের উন্মীলনে ক্রীড়ার আরম্ভ ও নিমীলনে উপসংহার হইতেছে। লীলার সৃষ্টি, পুষ্টি ও ধ্বংসজন্য উপকরণ গুলিকে যে ভাবে চালিতেছেন, তাহারা সেই ভাবেই চলিতেছে। যেখানে রাখিতেছেন, সেই খানে রহিতেছে! আমি ভগবানের একটী অণু-মিত লীলোপকরণ ভিন্ন আর কিছুই নহি। গাত্রস্থ একটী ক্ষুদ্র লোম হইতে শরীরের যত অন্তর, একটী শরীরী হইতে শরীরী সমাজের তদধিক অন্তর,—আবার শরীরী সমাজ হইতে নির্জীব জড়মণ্ডলের তদধিক অন্তর। কি সজীব কি নির্জীব সমস্ত জড় মণ্ডল, অচিন্তনীয় ভগবন্মণ্ডলে লূতাতন্তুবৎ বিলীন হইয়া আছে। অতএব জড়মানে

আমার অস্তিত্বের পরিমাণ অননুভবনীয় সূক্ষ্ম ! এক-গাছি কেশ শতধা বিভক্ত, সেই অংশকে পুনঃ শতধা—সেই অংশকে পুনঃ শতধা এইরূপ কোটিশঃ বিভক্ত করিলে যাহা থাকে, চিদ্‌ঘন পূর্ণ পুরুষ ভগবানের নিকট আমার আত্মিকাংশ তদপেক্ষাও সূক্ষ্ম ! এইত ভৈরবত্ব নির্ণয় ! যখন লীলারসোল্লাসী ভগবানের করকমল কর্ত্তৃক পরিচালিত হই, তখনই এই বুদ্ধি। আর যখন প্রতিপক্ষ মহামায়ার মহামোহান্ধকারময় করকন্দরে নিপতিত হইয়া তৎকর্ত্তৃক পরিচালিত হই, তখন আপনাকেই এই বিশ্বের ঈশ্বর বলিয়া অহঙ্কার করি। মস্তক, মহাসাগরের উত্তাল তরঙ্গবৎ অহঙ্কারে আন্দোলিত হইতে থাকে। তখনই আপনাকে কৃতি-মান্, মতিমান্,—গুণবান্, হনুমান্,—জাম্বুবান্ ইত্যাদি বলিয়া বোধ হইতে থাকে। তখনই লৌকিক মানমর্য্যাদা খ্যাতি-প্রতিষ্ঠাদি জগতের ও জীবনের সার পদার্থ বলিয়া বোধ হয়। তখনই সুখে মোহ ও দুঃখে নৈরাশ্য উপস্থিত হয়। তখনই মিলনে আসক্তি ও বিয়োগে বৈরাগ্য জন্মে। তখনই অসারে সার ও সারে অসার বুদ্ধির সৃষ্টি হয়। তখনই মুক্তিকে বন্ধন ও বন্ধনকে মুক্তি মনে হয় ! তাই এই কারাদণ্ডকে লোকে আমার বন্ধন মনে করিতেছে। ইচ্ছানুরূপ বিষয় ভোগ জন্য

ইন্দ্রিয়ের বিক্ষোভ—যাহা গৃহে থাকিতে নিয়তই ঘটিত এবং সকলেরই যাহা নিত্যব্রত, তাহাই কি বন্ধন নহে? আর ইচ্ছাতঃ বা অনিচ্ছাতঃ ইন্দ্রিয়ের যে সংযম,—তাহাই কি মুক্তি নহে? (১) কারাগারে আসিয়া যখন ইন্দ্রিয়ের আদেশ লঙ্ঘন করিতে হইবে, তখনও কি ইহা বন্ধনাবস্থা? নির্দ্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিতে না পারিয়া স্থান বিশেষে অবস্থান করিতে বাধিত হওয়া যদি বন্ধন হয়, তবে এই সংসারে বন্ধনের অবস্থা নহে কাহার? এই যদি ঘৃণিত কারাদণ্ড বা কারাবাস হয়,—তবে তাহা নহে কাহার? পূর্ব্বেওত কারাগারে ছিলাম! তবে তাহা ইহাপেক্ষা কিছু বিস্তৃত,—এই মাত্র বিশেষ। সে কারাগার-পরিধির এক বিন্দু মেহেরপুর,—এক বিন্দু কৃষ্ণপুর,—এক বিন্দু স্বরনগর এবং এক বিন্দু কৃষ্ণনগর। এমন লোক অনেক আছে,—যাহারা স্বগৃহ—স্বপল্লী—বা স্বগ্রাম জন্মাবচ্ছিন্নে ত্যাগ করে না; এক স্থানেই নিয়ত বাস করে, তাহারা কি কয়েদী নহে? ইহার প্রমাণও আছে। একজন পদকর্ত্তা বলিয়াছেন,—

(১) "—বন্ধ ইন্দ্রিয় বিক্ষোভঃ,
মোক্ষ এবাঞ্চ সংযমঃ।—"
শ্রীমদ্‌ভগবতগীতা।

"তারা কোন্ অপরাধে, এদীর্ঘ মেয়াদে,

সংসার গারোদে থাকি বল্ ?"

দেখা গেল, আমি কিছুই নহি, কারাদণ্ডও কিছুই নহে—মনের ভ্রম মাত্র। এখন দেখা চাই,—আমার কি হইল। যে অবস্থা ব্রহ্মে মন সমাহিত করিবার অনুকূল, তাহাকে সমাধি কহে।—'অহং ব্রহ্মেত্যবস্থানং সমাধিরিতি গীয়তে।' লোকে বলুক, আমার কারাদণ্ড হইয়াছে; কিন্তু আমি বলিব, আমার 'সমাধি' হইল।" পাঠক, দেখ! সতীপতি বাবুর কথার সঙ্গে মিলিল কিনা!

এইরূপে কিছু কাল গত হইলে, একদা সেই প্রাচীন কয়েদী ভৈরবকে কহিল,—

"ভদ্র লোকের ছেলে ফাটকে আইলে তিন দিনে কালীমূর্ত্তি হইয়া যায়। কিন্তু বাপু, আজ দুই বছর জেলে আসিয়াছ,—বর্ণ যেন দিন দিন কাঁচা সোনা হইতেছে। এক দিনের তরেও মুখ একটু বিমর্ষ দেখিলাম না। সমস্ত খাটুনি আপনি খাটিলে—এক-দিন সে জন্য একটু কাতর হইলে না। গাঁজা মদ চুলোর দুয়ারে যাক্,—একদিন একটান গুড়ুক খেলে না। জামাই শ্বশুর বাড়ী গেলে, তার যেমন স্ফূর্ত্তি, তোমারও ঠিক তাই। মুখে একটু একটু হাসি, লেগেই আছে। কয়েদ খাটাই বুঝি তোমার বাপ পিতামহের

ব্যবসা ?” লোকটা একে প্রাচীন, তাহাতে বহুকালের কয়েদী, মুখে কিছুই বাধে না। ভৈরব হাসিয়া কহিলেন—“ভগবান্ যখন যে অবস্থায় রাখেন।”

এইরূপে আরও কয়েক মাস অতীত হইল। একদা কারারক্ষী একখানি পত্র আনিয়া ভৈরবের হস্তে অর্পণ করিলেন। জেলের নিয়ম এই, কয়েদীরা যে সকল পত্র লেখে, তাহা মাসের মধ্যে একদিনে প্রেরিত হয় এবং কয়েদীদিগের নামে যে সকল পত্র আইসে, তাহাও মাসের মধ্যে একদিনে বিলি করা হয়। উভয় প্রকার পত্রই কারাধ্যক্ষ প্রথমে পাঠ করিয়া থাকেন। ভৈরব যে দিন পত্র পাইলেন, অন্যান্য অনেক কয়েদীও সে দিন পত্র পাইল। পত্র পাঠে কেহ আনন্দ,—কেহ ক্ষোভ প্রকাশ করিতে লাগিল। ভৈরব পত্রখানি পাঠ করিয়া ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দূরে সেই প্রাচীন কয়েদীকে দেখিতে পাইয়া তাহাকে ডাকিলেন। সে নিকটস্থ হইলে কহিলেন,—

‘‘এখানে ত আমার আর কেহ বন্ধু নাই, তাই তোমাকে ডাকিলাম” কয়েদী কহিল ;—

“কেন ডাকিলে ?”

ভৈরব কহিলেন, ‘‘আমার কনিষ্ঠ এক খানি পত্র লিখিয়াছেন, তাহা তোমাকে পড়াইব বলিয়া।’

"কই দেখি ?" ভৈরব পত্রখানি অর্পণ করিলেন। কয়েদী পত্রখানি পাঠ করিয়া কহিল,—

"আমায় এ পত্র পড়াইলে কেন ?"

"তুমি আমাকে ভাল বাস,—আমার এমন সুসম্বাদটা তুমি শুনিবে না ?"

"তোমার স্ত্রী তোমার শোকে গলায় দড়ি দিয়া মরিয়াছে—মাওড়া নাবালকেরা মায়ের জন্য কাঁদিয়া প্রাণ হারাইতেছে,—এই বুঝি তোমার সুসম্বাদ ?" এই কথা বলিতে বলিতে কয়েদীর চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। ভৈরব কহিলেন,—

"সুসম্বাদ বই কি ? আমার ফাটকে আমি ত এক দিনের জন্য দুঃখী নহি। কেবল এক জনের জন্য বুকে শেল ছিল,—এখন তাহাও গেল।" কয়েদী কহিল,—

"অনেক ডাকাত দেখেছি, বাহিরে গোহত্যা নরহত্যা, ঘর-জ্বালানি—যত উৎকট কার্য্য সবই করে; কিন্তু তারাও স্ত্রীপুত্রের জন্য কাঁদে। তোমার মত ভিতর বাহিরে ডাকাত, কোন রাজ্যে দেখি নাই।"

শর্ব্বাণীর উদ্বন্ধন সম্বাদে ভৈরব কারামধ্যেই আত্মহত্যা করিবেন, বোধ হয়, এই অনুমানে ভীমের হস্তাক্ষর জাল করাইয়া সতীপতি বাবু ঐ পত্র পাঠাইয়া থাকিবেন।